পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

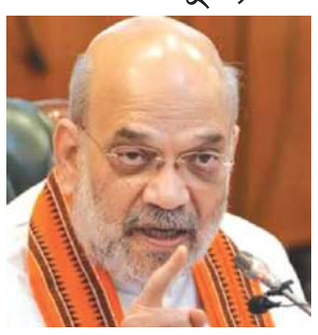
দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 332 Friday, 6 November 2026 * ৩১ বর্ষ, ৩৩২ সংখ্যা * ১৯ কার্তিক ১৪৩৩, শুক্রবার, ৬ নভেম্বর, ২০২৬ * আজ ৮ পাতা * মূল্য– ৩ টাকা

রাহুলকে চ্যালেঞ্জ অমিত শাহের

‘রাস্তায় বিতর্কে ডাকছেন কেন, চিঠি লিখুন, সংসদে আসুন!’



নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর ঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে বিরোধীদের আন্দোলন ঘিরে ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে জাতীয় রাজনীতি। বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিরোধীদের সংঘাতের মধ্যেই এবার সরাসরি বাকযুদ্ধে জড়ালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে প্রকাশ্য বিতর্কে বসার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন রাহুল। এবার তারই পালটা জবাব দিলেন শাহ। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, রাস্তায় আন্দোলন কিংবা বিশৃঙ্খলা নয়, বিতর্ক করতে হলে সংসদে আসতে হবে। এমনকী এসআইআর নিয়ে আলোচনার জন্য সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার প্রস্তাবও দিয়েছেন তিনি। ফলে ভোটার তালিকা সংশোধনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংঘাত নতুন মাত্রা পেল। বৃহস্পতিবার হরিয়ানার কারনালের একটি জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধীকে তীব্র আক্রমণ করেন অমিত শাহ। তাঁর অভিযোগ, সংসদকে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে দিচ্ছে না কংগ্রেস। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনায় অংশ না নিয়ে বিরোধীরা সংসদে হট্টগোল করছে এবং অধিবেশন বয়কট করছে। শাহের কথায়, রাহুল গান্ধী সংসদে আলোচনা না করে রাস্তায় ভিড় জমিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে বেশি আগ্রহী। তাই যদি সত্যিই কোনও বিষয়ে বিতর্ক করতে চান, তাহলে সংসদের উপযুক্ত মঞ্চ বেছে নেওয়া উচিত। এরপরই রাহুল গান্ধীকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিতর্কের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর আগে রাহুল গান্ধীর উচিত তাঁকে একটি চিঠি লেখা। শাহের দাবি,এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করতে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকতেও প্রস্তুত কেন্দ্র। তাঁর বক্তব্য, সংসদে এসে বিরোধীরা নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরুন, সরকারও তার জবাব দেবে। অর্থাৎ রাজপথের আন্দোলনের পরিবর্তে সংসদীয় বিতর্কের মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসার বার্তা দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। উল্লেখ্য, গত ৩ নভেম্বর সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে প্রকাশ্য বিতর্কে বসার আহ্বান জানিয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। তাঁর বক্তব্য ছিল, দেশের স্বার্থে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন। কোন পক্ষ দেশবিরোধী, কার সঙ্গে বিদেশি শক্তির যোগাযোগ রয়েছে।

বিক্ষোভ ও রাজনৈতিক সমাবেশে বাণিজ্যে ক্ষতি, রাহুলকে চিঠি সংগঠনের

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি.স.) ঃ জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে দফায় দফায় রাজনৈতিক সমাবেশ, বিক্ষোভ ও মিছিলের জেরে বাণিজ্যিক কাজকর্ম বারবার ব্যাহত হওয়ার অভিযোগে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করল দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন ‘কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স’। গত এক মাস ধরে লাগাতার আন্দোলনের জেরে দিল্লিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির অভিযোগ তুলে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে একটি চিঠি পাঠিয়েছে এই সংগঠন। চিঠিতে বিগত ১ নভেম্বর কংগ্রেসের সমাবেশ এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিক্ষোভে রাজনৈতিক মদত নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে পাঠানো ওই চিঠিতে জানানো হয়েছে, উসবের এই গুরুত্বপূর্ণ মরশুমে দিল্লির রাস্তাঘাট আটকে লাগাতার মিছিল ও বিক্ষোভ চলার ফলে ব্যবসায়ী সমাজ চরম সংকটের মুখে পড়েছে। সাধারণ ক্রেতারা বাজারে পৌঁছতে পারছেন না, পণ্য সরবরাহ শৃঙ্খল ভেঙে পড়ছে এবং পাইকারি ও খুচরো ব্যবসায় কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। দেশের সামগ্রিক ব্যবসায়ী মহলের তীব্র অসন্তোষ ও উদ্বেগের কথা রাহুল গান্ধীর নজরে আনা হয়েছে। চিঠিতে বিশেষ করে গত ১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের জনসভা এবং বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে কংগ্রেস-সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ধারাবাহিক সমর্থনের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছে বাণিজ্যিক সংগঠন। ব্যবসায়ী সংগঠনের বক্তব্য, গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিবাদের অধিকার থাকলেও তা যেন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও কোটি কোটি ব্যবসায়ীর রুটিরুজির বিনিময়ে না হয়। বাণিজ্যিক এলাকাগুলিতে স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় রাখতে এবং ব্যবসায়ীদের ক্ষতি এড়াতে রাজনৈতিক দলগুলিকে দায়িত্বশীল আচরণ করার আহ্বান জানিয়েছে ক্যাট।

অন্ধ্রপ্রদেশের পুরভোটেও এনডিএ-র ঝড়! ১৩ পুরনিগমের ১২টিই দখলে,

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর ঃ ত্রিপুরা, গুজরাটের পর এবার অন্ধ্রপ্রদেশেও স্থানীয় নির্বাচনে বড়সড় জয় পেল এনডিএ। পুরসভা নির্বাচনে কার্যত বিরোধীদের উড়িয়ে দিয়ে অধিকাংশ আসন দখল করল চন্দ্রবাবু নায়ডুর নেতৃত্বাধীন জোট। সবচেয়ে বড় ধাক্কা কংগ্রেসের। একটি আসনেও জয়ের মুখ দেখতে পারেনি রাহুল গান্ধীর দল। অন্যদিকে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডির ওয়াইএসআর কংগ্রেসও প্রত্যাশিত লড়াই দিতে ব্যর্থ। এই ফলাফলকে হাতিয়ার করেই ফের কংগ্রেসকে আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। বিশেষ করে ব্যালট পেপারে ভোট হওয়ার প্রসঙ্গ তুলে রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করেছে গেরুয়া শিবির। অন্ধ্রপ্রদেশের সদ্যসমাপ্ত পুরসভা নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, মোট ১৩টি পুরনিগমের মধ্যে ১২টিই দখল করেছে টিডিপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ। এর মধ্যে ১০টি পুরনিগমের মেয়র পদে জয় পেয়েছে টিডিপি। পবন কল্যাণের জনসেনা পার্টি দখল করেছে দু’টি পুরনিগমের মেয়র পদ। প্রধান বিরোধী দল ওয়াইএসআর কংগ্রেসের ঝুলিতে গিয়েছে মাত্র একটি পুরনিগম। পুরসভাগুলিতেও একই ছবি। মোট ৮৭টি পুরসভার মধ্যে ৭৫টিই গিয়েছে এনডিএর দখলে। ওয়ার্ডভিত্তিক ফলাফলও শাসক জোটের পক্ষে অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক। মোট ২৮৯৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে টিডিপি পেয়েছে ২৫৭১টি আসন। ওয়াইএসআর কংগ্রেসের ঝুলিতে ৫৫০টি এবং জনসেনা পার্টির ঝুলিতে ৪৮৪টি আসন। বিজেপি পেয়েছে ১৫৩টি আসন। অন্যদিকে, কংগ্রেসের প্রাপ্তি শূন্য। এই ফলাফল সামনে আসতেই কংগ্রেসকে নিশানা করতে শুরু করেছে বিজেপি। দলের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করে বলা হচ্ছে, অন্ধ্রপ্রদেশের পুরসভা নির্বাচনে তো ব্যালট পেপারেই ভোট হয়েছে। তাহলে সেখানে কংগ্রেসের এমন শোচনীয় ফল কেন? উল্লেখ্য, ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ তুলে দীর্ঘদিন ধরেই সরব রাহুল গান্ধী-সহ কংগ্রেসের একাধিক নেতা। সেই অভিযোগের পালটা হিসেবেই অন্ধ্রের ফলাফলকে সামনে আনছে গেরুয়া শিবির। একসময় অন্ধ্রপ্রদেশ ছিল কংগ্রেসের অন্যতম শক্ত ঘাঁটি। কিন্তু রাজ্য ভাগ হয়ে তেলেঙ্গানা তৈরি হওয়ার পর থেকেই সেখানে ক্রমশ রাজনৈতিক জমি হারিয়েছে হাত শিবির। তার উপর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াইএস রাজশেখর রেড্ডির প্রয়াণের পর দলের সাংগঠনিক শক্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, তাঁর ছেলে জগনমোহন রেড্ডির নেতৃত্বে শক্তিশালী হয়ে ওঠে ওয়াইএসআর কংগ্রেস। সেই পরিস্থিতিতে অন্ধ্রের রাজনীতিতে কংগ্রেস কার্যত প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। তবে এনডিএর এই জয় নিয়ে বিরোধীদের তরফে প্রশ্নও উঠেছে। কারণ, এর আগে ২০২১ সালের পুরসভা নির্বাচনেও একই এলাকাগুলিতে বিপুল জয় পেয়েছিল তকালীন শাসকদল ওয়াইএসআর কংগ্রেস। এবারের নির্বাচনেও অনিয়ম ও রিগিংয়ের অভিযোগ তুলেছে বিরোধী শিবির। যদিও সেই অভিযোগে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ এনডিএ নেতৃত্ব। সব মিলিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের পুরভোটের ফলাফল জাতীয় রাজনীতিতেও নতুন করে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। একদিকে এনডিএর বিপুল জয়, অন্যদিকে কংগ্রেসের শূন্য হাতে ফেরা-এই দুই বিষয়কে সামনে রেখেই রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ আরও তীব্র করতে চাইছে বিজেপি।

আলু রপ্তানিতে আর কোনও বাধা নয়, কুইন্টাল পিছু ৫০ টাকা ভরতুকি!

কৃষকদের জন্য বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৫ নভেম্বর ঃরাজ্যের আলুচাষিদের জন্য একগুচ্ছ বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার থেকে পশ্চিমবঙ্গের আলু ভিনরাজ্যে পাঠানোর ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা থাকবে না। শুধু তাই নয়, ট্রেন বা গাড়িতে করে অন্য রাজ্যে আলু রপ্তানি করলে প্রতি কুইন্টালে ৫০ টাকা করে ভরতুকি দেবে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি আলুচাষিদের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগের কথাও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আলুকে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার আওতায় আনার পাশাপাশি কৃষকদের বিমার প্রিমিয়ামের অংশও মেটাবে রাজ্য সরকার। কালোবাজারি কিংবা আলু নিয়ে কোনও অনিয়মের অভিযোগ উঠলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার হুগলির পুরশুড়ায় দাঁড়িয়ে কৃষকদের উদ্দেশে একাধিক প্রতিশ্রুতি দেন শুভেন্দু। এদিন আলু রপ্তানির প্রসঙ্গ তুলে আগের তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল সরকারের আমলে প্রতি বছর আলুর অতিরিক্ত উৎপাদন হলে ঝাড়খণ্ড, বিহার, অসম কিংবা উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে আলু পাঠাতে সমস্যায় পড়তেন কৃষকরা। বিভিন্ন সময়ে রাজ্যের সীমানায় আলুবোঝাই গাড়ি আটকে দেওয়া হত। এর ফলে হিমঘরে আলু জমে থাকত, নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বাড়ত এবং ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হতেন চাষিরা। শুভেন্দুর কথায়, এবার সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে। তিনি জানান, অন্য রাজ্যে আলু পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনও আলুচাষির গাড়ি যেন সীমান্তে আটকে না দেওয়া হয়, সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ রাজ্যের উৎপাদকরা যাতে সহজেই ভিনরাজ্যের বাজারে আলু বিক্রি করতে পারেন, তার জন্য প্রশাসনিক স্তরে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শুধু রপ্তানির সুবিধা নয়, আলুর দাম নিয়েও বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, প্রতি কুইন্টাল আলুর জন্য ১১২০ টাকার



ফি-বন্ড মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বাজারে আলুর দাম এই নির্ধারিত মূল্যের নিচে নেমে গেলে যে ঘাটতি তৈরি হবে, তা ভরতুকির মাধ্যমে পূরণ করবে রাজ্য সরকার। তাঁর বক্তব্য, কৃষকদের আর্থিক ক্ষতি আটকাতে প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে পিছপা হবে না সরকার। ফলে বাজারে দাম কমে গেলেও আলুচাষিদের যাতে লোকসানের মুখে পড়তে না হয়, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। এদিকে রাজ্যের আলু উৎপাদন ও হিমঘরের পরিস্থিতিও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে মোট আলু উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৪০ লক্ষ মেট্রিক টন। রাজ্যের বিভিন্ন হিমঘরে ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি আলু মজুত করা হয়েছিল। তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন আলু হিমঘর থেকে বেরিয়েছে। বাকি প্রায় ২৭ লক্ষ মেট্রিক টন আলু ৩০ নভেম্বরের মধ্যে বের করার কথা। এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু জানান, আইন অনুযায়ী প্রয়োজনে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হিমঘর থেকে আলু বের করার সময়সীমা বাড়ানো সম্ভব। তবে সরকার আশা করছে, ৩০ নভেম্বরের মধ্যেই পর্যায়ক্রমে সমস্ত আলু বের করে নেওয়া হবে। হিমঘরে বিপুল পরিমাণ আলু জমে থাকলে বাজারে দামের ওঠানামা এবং কৃষকদের আর্থিক সমস্যার আশঙ্কা থাকে। তাই দ্রুত আলু বাজারজাত করার উপর জোর দিচ্ছে সরকার। বৃহস্পতিবার পুরশুড়ায় ‘কিষাণ সম্মান নিধি’ প্রকল্পের সূচনাও করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই কর্মসূচির দিনেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অ্যাকাউন্টে আর্থিক সাহায্যের কিস্তি পৌঁছে দেওয়ার কথা জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, বন্যায় সম্পূর্ণ বা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা পাবেন ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। আংশিক ক্ষতির ক্ষেত্রে দেওয়া হবে ৯০ হাজার টাকা এবং সামান্য ক্ষতির ক্ষেত্রে ৪০ হাজার টাকা। এছাড়াও বন্যায় বিপর্যস্ত ভুতনির চরের ১০ হাজার ৭৫০ জন কৃষককে বীজ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কৃষকদের বিদ্যুৎ খরচের বোঝা কমাতেও বিশেষ ভরতুকির কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যেই ৪ লক্ষ কৃষককে বিদ্যুতের প্রতি ইউনিটে ২ টাকা করে ভরতুকি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৬ লক্ষ কৃষককে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে আলু রপ্তানি, ন্যায্য দাম, ফসল বিমা, বিদ্যুৎ ভরতুকি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিপূরণ-একাধিক ক্ষেত্রে কৃষকদের পাশে থাকার বার্তা দিল রাজ্য সরকার। বিশেষ করে আলুর দাম কমে গেলে ক্ষতির বোঝা যাতে চাষিদের একা বইতে না হয়, সেই প্রতিশ্রুতি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এই ঘোষণাগুলি বাস্তবে কত দ্রুত কার্যকর হয় এবং কৃষকরা কতটা উপকৃত হন, এখন সেদিকেই নজর থাকবে রাজ্যের কৃষিমহলের।

নতুন শিল্পনীতি ঘোষণার পর

ধর্মঘট, কাজ বন্ধ করলেই গ্রেপ্তার! কড়া হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৫ নভেম্বর ঃ বাংলায় শিল্পের পরিবেশ ফেরাতে এবার কড়া অবস্থান নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কারখানায় কাজ বন্ধ করে আন্দোলন কিংবা বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করলে সংশ্লিষ্টদের গ্রেপ্তার করা হবে বলে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাজ্যের নতুন শিল্পনীতি ঘোষণার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ধর্মঘটের রাজনীতির বিরুদ্ধে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। সরাসরি বামপন্থীদের নিশানা করে তাঁর বার্তা, শ্রমিকদের কোনও অভিযোগ থাকলে তা জানাতে হবে শ্রম কমিশনে। কিন্তু কোনও পরিস্থিতিতেই কারখানার কাজ বন্ধ করা চলবে না। এদিন শুভেন্দু বলেন, এসব চলবে না। কমিউনিস্টদের বলে দেবেন, যাঁরা কাজ বন্ধ করবেন তাঁদের কাজ বন্ধ করে দেব। জেলে ঢোকাব। অনেকদিন জেলে থাকবেন। লেবার কমিশন আছে। সেখানে যান। সব হবে, কাজ বন্ধ হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ইকো পার্কে ’পশ্চিমবঙ্গ বিনিয়োগ প্রসার নীতি ২০২৬’ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং-সহ রাজ্য সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ও আধিকারিক। নতুন শিল্পনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে। দীর্ঘদিন ধরেই জমিজটকে বাংলায় শিল্প স্থাপনের অন্যতম বড় বাধা বলে অভিযোগ করে আসছে শিল্পমহল। বিনিয়োগকারীদের যাতে জমি পেতে সমস্যা না হয়, সেই লক্ষ্যে নতুন জমিনীতি তৈরি করেছে সরকার। জমি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বিনিয়োগ ও ইনসেনটিভ নির্ভর নীতির উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। দক্ষ শ্রমিকদের কাজে লাগানো, শিল্প সংস্থাগুলিকে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা দেওয়া এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন সহজ করার মতো একাধিক পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে রাজ্য। সরকারের দাবি, নতুন নীতির ফলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে পশ্চিমবঙ্গ আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। শিল্পনীতি ঘোষণার পর বাম ও তৃণমূল আমলের শিল্প পরিস্থিতি নিয়েও সরব হন শুভেন্দু। তাঁর অভিযোগ, আগের দুই সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তের কারণে রাজ্যে শিল্পের পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। বিনিয়োগকারীরা বাংলায় বিনিয়োগ করতে আগ্রহ হারিয়েছিলেন। সেই পরিস্থিতি বদলাতেই নতুন শিল্পনীতির পরিকল্পনা বলে জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, রাজ্যে নতুন শিল্প গড়ে তুলতে হলে শ্রমিক, মালিকপক্ষ এবং সরকারের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি। শ্রমিকদের কোনও সমস্যা থাকলে আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান করতে হবে। কিন্তু ধর্মঘট করে উপাদন বন্ধ করে দিলে বিনিয়োগকারীদের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছবে। তাতে কর্মসংস্থান এবং রাজ্যের অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সব মিলিয়ে নতুন শিল্পনীতি ঘোষণার দিনেই ধর্মঘট ও কর্মবিরতির বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর এই কড়া বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে বিনিয়োগ টানার উদ্যোগ, অন্যদিকে কারখানায় কাজের পরিবেশ বজায় রাখতে কঠোর অবস্থান-এই দুই কৌশল নিয়েই বাংলার শিল্পক্ষেত্রকে নতুন করে সাজাতে চাইছে রাজ্য সরকার।

ক্যাম্পাস-হস্টেল ছাড়ার অনুরোধ পড়ুয়াদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৫ নভেম্বর ঃ সত্যজি রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের দরজা বন্ধই থাকবে আপাতত। ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্যাম্পাসের দরজা বন্ধ থাকবে বলে জানাল কর্তৃপক্ষ। পঠন-পাঠন সহ সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ থাকবে। ইতিমধ্যেই সব পড়ুয়াদের বলা হয়েছে হস্টেল ছাড়তে। বৃহস্পতিবার নোটিস দিয়ে কলেজ বন্ধ রাখার সময়সীমা বাড়ানোর কথা জানিয়ে দেওয়া হল। বহিরাগত ছাত্রদের সংঘর্ষের জেরে দফায় দফায় খবরের শিরোনামে এসেছে এই প্রতিষ্ঠান। গত ২৭ সেপ্টেম্বর ক্যাম্পাসের ভেতরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের সদস্যদের একটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এরপর থেকে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের প্রবেশ বন্ধ হয়। পর্যাপ্ত নিরাপত্তার দাবিতে ক্লাস বয়কট শুরু হয়। ৪ অক্টোবর ক্যাম্পাসের গেটের বাইরে অন্য একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। এই ঘটনার পর শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয় পাঠদান। হোস্টেলে থাকা শিক্ষার্থীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ক্যাম্পাস ছাড়ার কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়। বন্ধ থাকে মেস পরিষেবাও। বহিষ্কৃত ছাত্রদের বিরুদ্ধে উপাচার্য সন্তোষ আজমেরা এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের উপর শারীরিক নিগ্রহ, উপাচার্যের কার্যালয় ভাঙচুর এবং ক্যাম্পাসের দেওয়ালে আপত্তিকর দেওয়াল লিখন বা গ্রাফিতি আঁকার অভিযোগ। সব মিলিয়ে এসআরএফটিআই-এ পড়ুয়া-কর্তৃপক্ষ সংঘাত চরমে ওঠে।

ভগবন্ত মানকে তীব্র আক্রমণ রাহুলের, পালটা অভিযোগ আপের

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর ঃ বিজেপি বিরোধিতায় একমঞ্চে আসার চেষ্টা চলছে বিরোধী দলগুলির। কিন্তু তার মধ্যেই ফের প্রকাশ্যে চলে এল কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টির (আপ) সংঘাত। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে নতুন বিতর্কের জন্ম দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। পালটা রাহুলের বিরুদ্ধেও মাদক সেবনের অভিযোগ তুলে সরব হল আপ। ফলে ভোটচুরি ইস্যুতে বিরোধী ঐক্যের আবহেই দুই দলের মধ্যে শুরু হয়েছে নতুন রাজনৈতিক তরজা। ঘটনার সূত্রপাত বুধবার। পাঞ্জাবের সংরুরে একটি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকে নিশানা করেন রাহুল। উল্লেখ্য, সংরুর মানের নিজের রাজনৈতিক এলাকা হিসেবেই পরিচিত।

পুরভোটে তৃণমূলের সঙ্গে জোট নয়, কংগ্রেসের জন্য খোলা দরজা! কলকাতা-সহ রাজ্যের পুরসভা ভোটে কী কৌশল সিপিএমের?

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৫ নভেম্বর ঃ সামনেই কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক পুরসভার নির্বাচন। তার আগে থেকেই ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। কোন পুরসভায় কাদের সঙ্গে জোট, কোথায় এককভাবে লড়াই এবং কীভাবে প্রার্থী বাছাই হবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। এরই মধ্যে পুরভোট নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল বাম শিবির। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কোনওরকম নির্বাচনী সমঝোতায় যেতে নারাজ সিপিএম। তবে কংগ্রেসের জন্য আলোচনার দরজা খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। অর্থা পুরভোটে তৃণমূলকে পুরোপুরি দূরে সরিয়ে রেখে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্ভাব্য আসন সমঝোতার পথেই এগোতে চাইছে বামেরা। সম্প্রতি জাতীয় রাজনীতিতে বিরোধী দলগুলির এক মঞ্চে উপস্থিতিকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনা তৈরি হয়েছিল। রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সোনিয়া গান্ধীর পাশাপাশি দেখা গিয়েছিল সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবিকেও। সেই ছবি সামনে এনে বিজেপি লাগাতার বিরোধীদের আক্রমণ করে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, জাতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধী ঐক্যের ছবি কি এবার বাংলার পুরভোটেও দেখা যাবে? তৃণমূল এবং বামেদের মধ্যে কি কোনও সমঝোতা হতে



চলেছে? তবে সেই জল্পনায় কার্যত জল ঢেলে দিয়েছে বাম নেতৃত্বের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত। দলীয় সূত্রে খবর, বুধবারের বৈঠকে পুরভোটে তৃণমূলের সঙ্গে কোনওরকম জোট বা আসন সমঝোতায় না যাওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া হয়েছে। বাম নেতৃত্বের বক্তব্য, জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপি বিরোধী অবস্থান এবং বাংলার নির্বাচনী রাজনীতি এক বিষয় নয়। ফলে জাতীয় স্তরে বিরোধী ঐক্যের প্রশ্ন থাকলেও রাজ্যের পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গে হাত মেলানোর কোনও পরিকল্পনা নেই। অন্যদিকে, কংগ্রেসকে নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি বাম শিবির। বরং তাদের জন্য আলোচনার রাস্তা খোলা রাখার পক্ষেই মত নেতৃত্বের। যদিও কংগ্রেসের অঃদরেও এই বিষয়টি নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। দলের অধীর চৌধুরী ঘনিষ্ঠ শিবির তৃণমূলের সঙ্গে জোটের বিরোধী। অন্যদিকে, প্রদেশ কংগ্রেসের একটি অংশের তৃণমূলের সঙ্গে সমঝোতায় আপত্তি নেই বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা রয়েছে। যদিও এই বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ঘনিষ্ঠ নেতাদের একাংশ। কলকাতা পুরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই সাংগঠনিক প্রস্তুতি শুরু করেছে বামফ্রঃ ট। প্রার্থী নির্বাচন এবং ভোটের রণকৌশল তৈরির দায়িত্ব জেলা কমিটিগুলির হাতে ছেড়ে দিয়েছে সিপিএম নেতৃত্ব। সেই মতো কলকাতা জেলা বামফ্রন্টের তরফে একাধিক বৈঠকও হয়েছে। আসন পুনর্বিন্যাসের জেরে কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়ে ২০৯ হওয়ায় নতুন করে শরিক দলগুলির মধ্যে আসন বণ্টনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ট্রাম্পের নির্বাচনী ধাক্কায় বিশ্ববাজারে স্বস্তির ঝড়!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৫ নভেম্বর ঃ আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বড়সড় রাজনৈতিক ধাক্কা যেন নতুন করে অক্সিজেন জোগাল বিশ্ব অর্থনীতিকে। নির্বাচনের ফল

পুরশুড়া থানার নতুন ভবনের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর



হুগলি, ৫ নভেম্বর ঃ হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া থানার নতুন ভবনের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার পুরশুড়ায় সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে তিনি থানার নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন।নতুন থানা ভবন চালু হওয়ার ফলে পুরশুড়া এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সাধারণ মানুষকে পুলিশি পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আধুনিক পরিকাঠামোয় গড়ে ওঠা এই নতুন ভবন থেকে পুলিশি কাজকর্ম আরও সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্বোধনী কর্মসূচিকে ঘিরে প্রশাসনিক মহলে তপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনের আধিকারিক ও পুলিশকর্তারা। পুরশুড়া থানার নতুন ভবন উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এলাকার পুলিশি পরিকাঠামো উন্নয়নে নতুন সংযোজন হল।

চাওড়ি বাজার এলাকায় ভাঙলো নির্মীয়মাণ বাড়ি, মৃত দুই

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর ঃবৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির চাওড়ি বাজার এলাকায় ভেঙে পড়ল নির্মীয়মাণ তিন তলা বাড়ি। মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় গোটা বাড়ি। ধ্বংসস্তূপে র নীচে একাধিক মানুষ আটকে পড়েছেন বলে আশঙ্কা। প্রাথমিক ভাবে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল ও উদ্ধারকারী দল। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এই ঘটনায় অন্তত দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও বেশ কযেক্জনের আটকে থাকার আশঙ্কা। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দিল্লি দমকল বিভাগের একাধিক ইউনিট।

দেবা মেলায় 'পরিধান-এ-অবধ'-এর জমকালো প্রদর্শনী, র‍্যাম্প ওয়াকে ফুটে উঠল ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির রঙ

বরাবাঁকি, ৫ নভেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের বরাবাঁকিতে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে দেবা মেলা। মেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আযোজন করা হলো 'পরিধান-এ-অবধ' ফ্যাশন শো। ফ্যাশন শো তে নারী - পুরুষ নির্বিশেষে মডেলদের চমকার র‍্যাম্প ওযাকের মাধ্যমে রাজ্যের সমৃদ্ধ নবাবি সংস্কৃতি এবং আধুনিক ফ্যাশনের এক অপূর্ব মেলবন্ধন দেখা যায।অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায় পুরুষ মডেলরা 'পঞ্চভূত' বা পঞ্চতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে তৈরি বিশেষ পোশাক প্রদর্শন করেন। এর মাধ্যমে প্রকৃতি, সৃষ্টি এবং আধ্যাত্মিক চেতনার এক গভীর বার্তা তুলে ধরা হয়। এই পরিবেশনায় সুফি সন্ত হাজি ওয়ারিস আলি শাহের প্রেম, মানবতা ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বার্তাও অত্যন্ত প্রভাবশালীভাবে ফুটিয়ে তোলা হয।এরপর মহিলা মডেলরা চোখধাঁধানো শাড়ি, এথনিক পোশাক এবং ফিউশন ড্রেসে র‍্যাম্পে নিজেদের শৈলী প্রদর্শন করেন। অন্যদিকে, পুরুষ মডেলদের পরনে ছিল কোর্ট স্যুট, জিন্স-শার্ট এবং ঐতিহ্যবাহী শেরওয়ানি। পোশাকের আকর্ষণীয় নকশা এবং মডেলদের আত্মবিশ্বাসী পরিবেশনা দর্শকদের ব্যাপকভাবে মুগ্ধ করে।এই ফ্যাশন শোতে মিস ইউনিভার্স উত্তর প্রদেশ তানিস্কা শর্মা সহ বেশ কযেক্জন প্রখ্যাত পুরুষ ও মহিলা মডেল অংশ নেন। ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক পোশাকের এই অনন্য মেলবন্ধন অনুষ্ঠানটিকে এক আলাদা মাত্রা এনে দেয়। দর্শকরাও করতালি দিয়ে সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করেন।অনুষ্ঠানটির সমন্বয়কের দায়িত্বে ছিলেন মেলা কমিটির সদস্য রানি মৃণালিনী সিং এবং উপস্থাপনা করেন আশীষ পাঠক। ফ্যাশনের মাধ্যমে অবধের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সামাজিক সৌহার্দ্যের বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে 'পরিধান-এ-অবধ' দেবা মেলার সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাকে অবিস্মরণীয় করে তোলে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল রুলস ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

অগ্নিবীরদের জন্য বড় সিদ্ধান্তঃআরও ২ বছরের মেয়াদবৃদ্ধির সুযোগ, বাহিনীতে স্থায়ী হওয়ার পথ প্রশস্ত করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর ঃ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে 'অগ্নিবীর' নিয়োগ প্রকল্পের নিয়মে বড়সড় পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করলেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) জেনারেল এন এস রাজা সুব্রহ্মণি। বুধবার দিল্লিতে এক বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সমস্ত অগ্নিবীরদের ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য একটি নতুন ও যুগান্তকারী পথ তৈরি করেছে। সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী, চার বছরের মেয়াদ শেষে যে ৭৫ শতাংশ অগ্নিবীরের চাকরি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কথা ছিল, তাঁদের আরও দুই বছরের অতিরিক্ত কাজের মেয়াদ (এনগেজমেন্ট পিরিয়ড) দেওয়া হবে। এই অতিরিক্ত মেয়াদ সম্পূর্ণ করার পর আগ্রহী প্রার্থীরা নির্দিষ্ট নির্বাচন প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে সেনাবাহিনীতে নিয়মিত জওয়ান হিসেবে স্থায়ী অন্তর্ভুক্তির সুযোগ পাবেন।সিডিএস জেনারেল এন এস



রাজা সুব্রহ্মণি বলেন, আজকের দিনটি ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং আমাদের 'অগ্নিবীর'-দের জন্য অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ একটি দিন। আপনারা জানেন যে ২০২২ সালের ১৪ জুন 'অগ্নিপথ' প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। সেই সময় থেকেই জানানো হয়েছিল যে অগ্নিবীরদের কর্মক্ষমতা নিয়মিত মূল্যায়ন করা হবে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রকল্পের পর্যালোচনা চলবে। বর্তমানে অগ্নিবীরদের প্রথম ব্যাচ তাদের চার বছরের মেয়াদ পূর্ণ করার কাছাকাছি পৌঁছেছে। গত চার বছর ধরে পরিচালিত মূল্যায়নের ভিত্তিতে তাঁদের কার্যকারিতা ও পারফরম্যান্স নিয়ে অত্যন্ত ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া মিলেছে।তিনি প্রকল্পের মূল রূপরেখা ব্যাখ্যা করে জানান, পূর্বনির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী মেধার ভিত্তিতে ২৫ শতাংশ অগ্নিবীরকে সরাসরি নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বাকি যে ৭৫ শতাংশ জওয়ানের চার বছর পর সুশৃঙ্খল ও অনুপ্রাণিত নাগরিক হিসেবে সমাজে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, সংশোধিত কাঠামোর আওতায় তাঁদের সকলকে আরও দুই বছরের বাড়তি চাকরির সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই বর্ধিত দুই বছরের মেয়াদ শেষে আগ্রহী সমস্ত অগ্নিবীরকে নিরপেক্ষ ও নির্দিষ্ট নির্বাচনী মানদণ্ডের ভিত্তিতে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে। কেন্দ্রের এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অগ্নিবীরদের ভবিষ্যৎ আরও সুরক্ষিত হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

'অত্যন্ত খারাপ' রাজধানীর বায়ুর গুণমান, শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে উঠছে দিল্লি-এনসিআর-এর বাতাস

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর ঃ 'অত্যন্ত খারাপ' দেশের জাতীয় রাজধানীর বায়ুর গুণমান। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (সিপিসিবি) বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়া গেটের আশপাশে বায়ুর গুণমান সূচক (একিউআই) ৩৯৯ রেকর্ড করেছে। এটি 'অত্যন্ত খারাপ' শ্রেণীভুক্ত।দেশের জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে দীপাবলির আগেই বায়ুর গুণমান 'অত্যন্ত খারাপ' পর্যায়ে পৌঁছেছে। সিপিসিবি-র বৃহস্পতিবার সকালে জারি করা তথ্যানুসারে, এ দিন সকালে ইন্ডিয়া গেট সংলগ্ন এলাকায় বায়ুর গুণমান সূচক ৩৯৯ নথিভুক্ত করা হয়েছে। একিউআই-এর এই মাত্রা 'অত্যন্ত খারাপ' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই পরিস্থিতিতে দিল্লির বাতাসে দূষণের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, রাজধানীর একাধিক



এলাকায় বাতাস 'অত্যন্ত খারাপ' ও 'গুরুতর' শ্রেণীতে নথিভুক্ত হয়েছে। পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দিল্লি এইমস-এর আশপাশের এলাকায় বায়ুর গুণমান 'গুরুতর' শ্রেণীতে পৌঁছেছে। নৌরজি নগর রিং রোডে একিউআই ৪১৬, যা 'গুরুতর' শ্রেণীর অন্তর্গত। আনন্দ বিহারে বায়ুর গুণমান সূচক ২৯৬ এবং এই অঞ্চলের বাতাসকে 'খারাপ' শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অক্ষরধাম মন্দিরের আশপাশে ২৯৩ একিউআই নথিভুক্ত করা হয়েছে।সিপিসিবি সূত্রে জানা গেছে, বুধবার এনসিআর-এর দ্বিতীয় সর্বাধিক দূষিত শহর ছিল নয়ডা। গ্রেটার নয়ডায় ৩০৯ একিউআই নথিভুক্ত হয়েছে। বোর্ডের কর্মকর্তাদের মতে, দূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত সমস্ত নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকবে। গ্র্যাপ-২ কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও শহরের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। গাজিয়াবাদে বৃহস্পতিবার বাতাসের গুণমান অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ছিল। সেখানে একিউআই ৬৯২ নথিভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে গুরুগ্রামে এ দিন একিউআই ৫১২ রেকর্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি ফরিদাবাদে একিউআই ৬৬৭ নথিভুক্ত হয়েছে।

২০১৬ সালের পুরনো মামলায় ঝাড়গ্রাম আদালতে হাজিরা দিলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ

ঝাড়গ্রাম, ৫ নভেম্বর ঃ ২০১৬ সালের পুরনো মামলায় গত মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম আদালতে হাজিরা দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। উস্কানিমূলক বক্তব্য, অস্ত্র আইন-সহ একাধিক ধারায় দায়ের হওয়া এই মামলায় তাঁর সঙ্গে আদালতে হাজির হন তকালীন বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য তুষার ঘোষও। মামলার শুনানি ও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এদিন তাঁদের আদালতে ডাকা হয়েছিল।দিলীপ ঘোষের আইনজীবী অর্চিস্মান সিনহা জানান, ২০১৬ সালের ১০ ডিসেম্বর নয়াগ্রামের বাসিন্দা সুমন সাহু ঝাড়গ্রাম থানায় দিলীপ ঘোষ ও তুষার ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তার ভিত্তিতে অস্ত্র আইনের ২৫২৭ ধারা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১, ৫০৫, ৫০৬ ও ১২০বি ধারায় মামলা রুজু হয়। প্রথমে কলকাতার এমপি-এমএলএ আদালতে মামলার শুনানি শুরু হলেও পরে তা ঝাড়গ্রাম আদালতে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে আদালত।এদিন



আদালত থেকে বেরিয়ে জেলা পরিষদে যান মন্ত্রী। সেখানে সভাধিপতি গৌরী তালধি ও কর্মাধ্যক্ষদের সঙ্গে উন্নয়ন নিয়ে বৈঠক করেন। সুবর্ণরেখা ও কংসাবতী নদীর ভাঙন রোধে প্রকল্প তৈরির নির্দেশ দেন তিনি। হাতির সমস্যা মোকাবিলায় পরিখা খননের কথাও বলেন।ডেবরায় বিজেপির দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কাছাড়িরা আদিবাসী, অভিবাসী নন নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওর বক্তব্যের প্রতিবাদ প্রাক্তন বিধায়ক সমরজি হাফলংবারের

হাফলং (অসম), ৫ নভেম্বর ঃ কাছাড়ি জনগোষ্ঠীকে নাগাল্যান্ডের অভিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করার কথিত বক্তব্য ঘিরে নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওর বিরুদ্ধে সরব হলেন ডিমা হাসাওয়ের প্রাক্তন বিধায়ক সমরজি হাফলংবার। এক বিবৃতিতে তিনি এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, কাছাড়িরা নিজেদের পূর্বপুরুষের ভূমিতে অভিবাসী নন। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রাচীন জনগোষ্ঠী হিসেবে তাঁদের কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে।সমরজি হাফলংবারের বক্তব্য, নাগাল্যান্ড রাজ্য গঠনের বহু আগে থেকেই ডিমাপুর ছিল কাছাড়ি রাজ্যের রাজধানী। ডিমাপুরের ঐতিহাসিক প্রস্তরস্তম্ভ, স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কাছাড়ি রাজত্বের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর কথায়, ডিমাপুরের ইতিহাস ১৯৬৩ সালে শুরু হয়নি। কোনও নতুন রাজনৈতিক সীমানা কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন ইতিহাসকে মুছে দিতে পারে না।বিবৃতিতে তিনি আরও উল্লেখ করেন, ১৯১৮ সালে রেলপথ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অসমের পক্ষ থেকে নাগা হিলসকে জমি লিজ দেওয়ার বিষয়টি এবং পরবর্তী সময়ে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে ডিমাপুরের বর্তমান অবস্থানের সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর মতে, আদিবাসী পরিচয়কে কেবল বর্তমান রাজ্যের সীমানার নিরিখে বিচার করা উচিত নয়। কাছাড়ি জনগোষ্ঠী, যার মধ্যে ডিমাসা-সহ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীগুলিও রয়েছে, আধুনিক রাজ্যব্যবস্থা গড়ে ওঠার বহু আগে থেকেই এই অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ক বহন করে আসছে।একই সঙ্গে নাগা জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র পরিচয়, প্রথাগত আইন ও অধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রাক্তন বিধায়ক বলেন, একটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার অর্থ অন্য একটি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও পরিচয় অস্বীকার করা

অন্নপূর্ণা যোজনার তালিকা থেকে বাদ যাবে অযোগ্যদের নাম, যাচাইয়ের পরে মিলবে সুবিধা

কলকাতা, ৫ নভেম্বরঃ পশ্চিমবঙ্গে অন্নপূর্ণা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তালিকা থেকে এবার অনেক অযোগ্য মানুষের নাম বাদ পাতে চলেছে। রাজ্য সরকার এই প্রকল্পের আওতায় সুবিধা পাচ্ছেন এমন ব্যক্তিদের তালিকার নিবিড় যাচাইকরণ করে দ্রুত অযোগ্য ব্যক্তিদের নাম বাদ দেওয়ার কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। মহিলা ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগ এই বিষয়ে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক এবং কলকাতা পুরসভার কমিশনারকে চলতি সপ্তাহের মধ্যেই এই যাচাইকরণের কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের যোগ্য মহিলাদের প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রশাসনকে বিশেষভাবে সেই সমস্ত মানুষের তালিকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করতে বলা হয়েছে, যাঁরা সম্প্রতি গত অক্টোবর মাসে এই প্রকল্পের অর্থ পেয়েছেন।প্রবল আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে যে অক্টোবর মাসের সুবিধাভোগীদের তালিকায় অনেক



ভুয়ো নাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। বিভাগ কর্তৃক জারি করা নির্দেশিকায় স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, সুবিধাভোগীর তালিকায় যদি কোনো সরকারি কর্মচারী, আয়করদাতা বা মৃত ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়, তবে অবিলম্বে তদন্ত করে তাকে চিহ্নিত করতে হবে এবং তার নাম এই প্রকল্প থেকে চিরতরে বাদ দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে কোনো অযোগ্য ব্যক্তিকে অন্নপূর্ণা প্রকল্পের সুবিধা নিতে দেওয়া হবে না, তাই অযোগ্যদের ছাঁটাইয়ের এই সরকারি আদেশটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সরকার এটা নিশ্চিত করতে চায় যে করদাতাদের টাকার যেন কোনো অপব্যবহার না হয় এবং এই প্রকল্পের সুবিধা কেবল প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছেই পৌঁছায়। অযোগ্যদের শনাক্তকরণ ও ছাঁটাইয়ের এই অভিযানের কারণে এখনও পর্যন্ত সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রকল্পের টাকা পৌঁছায়নি। তবে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের ঘাবড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ বুধবার রাতেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁদের আশ্বস্ত করে একটি বড় ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, দীপাবলির আগেই রাজ্যের এক কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ যোগ্য সুবিধাভোগীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা প্রকল্পের টাকা সরাসরি ট্রান্সফার করে দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি তিনি এও জানান যে, দীপাবলির আগেই রাজ্যের ৮৪ লক্ষ মানুষকে বার্ধক্য ভাতা ও প্রতিবন্ধী পেনশন এবং ৩ লক্ষ লোকপ্রসার শিল্পীর ভাতাও তাঁদের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়া রাজ্য সরকার আগামী ১৩ তারিখে আরেকটি বড় কর্মসূচি আয়োজন করতে চলেছে, যেখানে ৭ লক্ষ ২০ হাজার পশ্চিমবঙ্গ আবাসন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের দ্বিতীয় কিস্তি হিসেবে প্রায় ৪২০০ কোটি টাকার বিশাল আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি



নয়াদিল্লি ও কাঠমান্ডু, ৫ নভেম্বর ঃ নেপাল সফরের দ্বিতীয় দিনে বৃহস্পতিবার নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষা করবেন ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি। দু'দিনের কাঠমান্ডু সফর সম্পন্ন করে বৃহস্পতিবার বিকেলেই ভারতে ফিরে যাওয়ার কথা রয়েছে বিক্রম মিস্রির।নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের আসন্ন ভারত সফরের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই বুধবার সকালে কাঠমান্ডু পৌঁছান বিক্রম মিস্রি। নেপালে পৌঁছানোর পর থেকেই তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নিয়েছেন। বুধবার তিনি নেপালের অর্থমন্ত্রী ড. স্বর্নিম ওয়াগলে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিশির খেনাল, শক্তিমন্ত্রী বিরাজভক্ত শ্রেষ্ঠ, পরিকাঠামো উন্নয়ন মন্ত্রী সুনীল লামসাল এবং নেপালের পররাষ্ট্র সচিব অমৃত বাহাদুর রাযের সঙ্গে পৃথক ভাবে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেন।নেপালের বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী শাহ ও বিক্রম মিস্রির মধ্যে এই নির্ধারিত সৌজন্য সাক্ষাটিকে কূটনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। কারণ, কযেক্ মাস আগে সময়সূচি সম্পর্কিত জটিলতার কারণে বিক্রম মিস্রির পূর্বনির্ধারিত নেপাল সফর স্থগিত হয়ে গিয়েছিল বলে খবর প্রকাশিত হয়েছিল।ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এবং নেপাল সরকারের আধিকারিকরা ২৩-২৪ নভেম্বরের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শাহের ভারত সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। এছা।, কাঠমান্ডুতে ভারতের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত সুধাকর দলেলা মঙ্গলবারই সেখানে পৌঁছেছেন। ২৮ অক্টোবর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে নিশ্চিত করেছিলেন যে, ভারতকে নেপালের প্রধানমন্ত্রীর সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। নেপালের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী শাহের দিল্লি সফরের আনুষ্ঠানিক তারিখ ঘোষণা করতে পারে। সূত্রের খবর, ভারতীয় বিদেশ সচিবের এই সফর শেষ হলেই সফরের চূড়ান্ত দিনক্ষণ প্রকাশ্যে আনা হবে।

হ্রদে জলস্তর বেড়ে বিপত্তি! তেলেঙ্গানায় প্রাণে বাঁচল মৎস্যজীবী ও উদ্ধারকারী দল

খাম্মাম (তেলেঙ্গানা), ৫ নভেম্বর ঃবৃষ্টির জেরে হ্রদের জলস্তর আচমকা বেড়ে তেলেঙ্গানার খাম্মাম জেলার সাথুপল্লী মণ্ডলের বেটুপল্লী হ্রদে আটকে পড়েন আটজন মৎস্যজীবী। তাঁদের উদ্ধার করতে গিয়ে জলের প্রবল তোড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিখোঁজ হয়ে যান রাজ্য বিপযয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ)-র কর্মীরাও। অবশেষে বৃহস্পতিবার ভোরে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র দ্রুত ও তপর অভিযানে আট মৎস্যজীবী এবং এসডিআরএফ দলের সমস্ত সদস্যকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃষ্টির কারণে হ্রদে জলের

২০২৬ যুব অলিম্পিকের ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে তানভি



ডাকার (সেনেগাল), ৫ নভেম্বরঃসেনেগালের ডাকারে বুধবার চলমান যুব অলিম্পিকে মহিলাদের ব্যাডমিঃন্টনের একক ফাইনালে পৌঁছে ঐতিহাসিক স্বর্ণপদকের আরও কাছে পৌঁছে গেলেন ওড়িশার তানভি পাত্রি।তানভি তাঁর দুর্দান্ত ফর্ম অব্যাহত রেখে, ৫৪ মিনিটের এক কঠিন সেমিফাইনালে জাপানের দ্বিতীয় বাছাই ইউজুনো ওয়াতানাবেকে ২১-১৪, ১১-২১, ২১-১৯ গেমে হারিয়ে শিরোপা লড়াইয়ে নিজের জায়গা নিশ্চিত করেছেন।এর আগে থাইল্যান্ডের কুংকাউ কাকানিককে পরাজিত করে সেমিফাইনালে পৌঁছানো প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে ইতিহাস গড়েছিলেন তানভি।ফাইনালে বর্তমান বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন, চিনের ই শিন ঝাং-এর মুখোমুখি হওযার মাধ্যমে স্বর্ণপদক জিতে নিজের স্মরণীয় অভিযানটি শেষ করার সুযোগ পাবেন তিনি।এই দুই খেলোয়াড় এর আগে মাত্র একবার মুখোমুখি হয়েছিলেন, চলতি বছরের শুরুতে অনুষ্ঠিত এশিয়া জুনিয়র চ্যাম্পিযনশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে। সেই ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইযে তানভি ১৮-২১, ১৬-২১ গেমে হেরে যান।

বাগানবাড়ির মাটির নীচে সদ্যোজাতের দেহ! তিন ফুট মাটি খুঁড়ে উদ্ধার, রহস্য ঘনীভূত সোনারপুরে

সোনারপুর,৫নভেম্বরঃ বাগানবাড়ির মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে এল এক সদ্যোজাত শিশুর পচাগলা দেহ। কে বা কারা রাতের অন্ধকারে শিশুটির দেহ মাটির নীচে পুঁতে রেখে গেল, তা নিয়ে ঘনীভূত হয়েছে রহস্য।গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সোনারপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আড়াপাঁচের গোপালপুর গ্রামের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইসকন মন্দির সংলগ্ন সোনারপুর নতুনপল্লির বাসিন্দা চিকিৎসক গিরীন মণ্ডলের একটি বাগানবাড়ি রয়েছে গোপালপুর গ্রামে। গ্রাম বাসীদের অভিযোগ, দিন তিনেক আগে গভীর রাতে ওই বাগানবাড়িতে অজ্ঞাতপরিচয় কেউ কিছু একটা নিয়ে এসে মাটির নীচে পুঁতে রাখে। গভীর রাতে বাগানবাড়ির আশপাশে কুকুরের অস্বাভাবিক ডাকাডাকি শুনে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। এরপর থেকেই বিষয়টি নিয়ে এলাকায় নানা জল্পনা শুরু হয়।মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গ্রামবাসীদের অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সোনারপুর থানার পুলিশ। বাগানবাড়ির গেট ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেন তদন্তকারীরা। এরপর সন্দেহজনক জায়গাটি চিহ্নিত করে শুরু হয় মাটি খোঁড়ার কাজ। প্রায় তিন ফুট মাটি খোঁড়ার পরই উদ্ধার হয় সদ্যোজাত শিশুর পচাগলা দেহ। ঘটনাস্থল থেকে দেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।তবে শিশুটির পরিচয় এখনও জানা যায়নি। কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে, জন্মের পরেই কি তার মৃত্যু হয়েছিল, নাকি মৃত্যুর পর পরিকল্পিতভাবে দেহটি ওই বাগানবাড়িতে পুঁতে রাখা হয়েছিল, তা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, কেনই বা নির্জন বাগানবাড়িটিকে দেহ লুকোনোর জায়গা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।শিশুটির মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি গত কয়েক দিনে এলাকায় কোনও সংদেহজনক ব্যক্তি বা যানবাহনের আনাগোনা হয়েছিল কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোটা ঘটনার পিছনে কোনও অপরাধমূলক যোগ রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।এলাকাবাসীদের বক্তব্য, এমন ঘটনা তাঁদের কল্পনারও বাইরে। একটি বাগানবাড়ির মাটির নীচে সদ্যোজাতের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়। এমন রহস্যজনক ঘটনায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও সামাজিক সচেতনতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।সব মিলিয়ে সদ্যোজাতের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় সোনারপুরের গোপালপুর গ্রামে এখন একটাই প্রশ্ন-কারা, কী কারণে ওই শিশুর দেহ মাটির নীচে প

মহিলাদের উদ্দেশে অশালীন মন্তব্য, প্রতিবাদে ঝাড়গ্রাম থানায় এফআইআর বাম সংগঠনগুলির

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ৫ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ সমাজমাধ্যমে মহিলাদের, বিশেষত বামপন্থী মহিলা কর্মী ও নেতৃত্বের উদ্দেশে লাগাতার কদর্য, অশালীন ও কুরুচিকর মন্তব্য এবং যৌন অবমাননাকর পোস্টের প্রতিবাদে থানার দ্বারস্থ হল বামপন্থী সংগঠনগুলি। বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে এফআইআর দায়ের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ঝাড়গ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করল এসএফআই, ডিওয়াইএফআই এবং সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটি। সংগঠনগুলির অভিযোগ, সমাজমাধ্যমে মহিলাদের উদ্দেশে ধারাবাহিক ভাবে অশালীন ও যৌন অবমাননাকর মন্তব্য করা হচ্ছে। বিশেষত বামপন্থী মহিলা কর্মী ও নেতৃত্বদের নিশানা করে এই ধরনের পোস্ট করা হচ্ছে। এর প্রতিবাদেই রাজ্যজুড়ে আইনি পদক্ষেপের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এ দিন ঝাড়গ্রাম থানায় অভিযোগ দায়েরের সময় উপস্থিত ছিলেন এসএফআই-এর জেলা সভাপতি রজত ঘোষ, ডি ওয়াই এফ আই-এর জেলা সম্পাদক দুর্গা শঙ্কর গিরি এবং সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির জেলা সভাপতি যূথিকা মাহাত-সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যেরা।

ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে গ্রেফতার ভূমি দফতরের এক কর্মী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলতলি, ৫ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ জমি সংক্রান্ত কাজ করে দেওয়ার বিনিময়ে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে অ্যান্টি করাপশন গ্রুপের হাতে হাতেনাতে গ্রেফতার হলেন কুলতলি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের এক কর্মী। ধৃতের নাম সুভাষ নস্কর। তাঁর বাড়ি কুলতলি থানার দক্ষিণ গরানকাটি এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জমি সংক্রান্ত একটি কাজের জন্য সুভাষ নস্করের বিরুদ্ধে ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার অ্যান্টি করাপশন গ্রুপের সদস্যরা পরিকল্পনা মাফিক ফাঁদ পাতেন। অভিযোগ, সেই ফাঁদেই পা দেন ওই সরকারি কর্মী। ঘুষের টাকা নেওয়ার সময় তাঁকে হাতেনাতে আটক করেন অ্যান্টি করাপশন গ্রুপের সদস্যরা।এরপর বুধবার রাতে তাঁকে কুলতলি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অ্যান্টি করাপশন গ্রুপের সদস্যদের পাশাপাশি কুলতলি থানার পুলিশও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। বৃহস্পতিবার ধৃতকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়।একজন সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতারের ঘটনায় প্রশাসনিক মহলেও চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। কী কারণে এবং কার কাছ থেকে তিনি ঘুষ চেয়েছিলেন, এই ঘটনার পিছনে অন্য কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থা।

বেআইনি দেশি মদ বিক্রির অভিযোগে বকুলতলা থানা এলাকায় গ্রেফতার চার



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৫ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ বেআইনি ভাবে দেশি মদ বিক্রির অভিযোগে চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল বারুইপুর পুলিশ জেলার বকুলতলা থানার পুলিশ। ধৃতদের বাড়ি বকুলতলা থানার সাহাজাদাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শেরেগামপুর গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বকুলতলা থানার ওসি শান্তনু বিশ্বাসের নির্দেশে বুধবার রাতে বকুলতলা থানার নিমপীঠ এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশের একটি দল। সেই অভিযানেই বেআইনি ভাবে দেশি মদ বিক্রির অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযানের পর ধৃতদেরকে বকুলতলা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের দাবি, বেআইনি ভাবে দেশি মদ বিক্রির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হয়েছে।বৃহস্পতিবার ধৃত দেরকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। এই ঘটনার পিছনে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, বেআইনি মদ বিক্রির কোনও চক্র কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে বকুলতলা থানার পুলিশ।

রাজার দেওয়ানের স্মৃতিসৌধেই অধিষ্ঠান শ্মশানকালীর, ইতিহাসের সাক্ষী রাজরাজেশ্বরী

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৫ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ শ্মশানের নিস্তব্ধতা, তারই মাঝে দোতলা মন্দিরে অধিষ্ঠিতা দেবী রাজরাজেশ্বরী। তবে এই মন্দিরের ইতিহাস শুধু শ্মশানকালীর আরাধনাকে ঘিরে নয়, জড়িয়ে রয়েছে ঝাড়গ্রাম মল্লদেব রাজ পরিবারের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গে। রাজ এস্টেটের প্রয়াত সর্বশেষ দেওয়ান দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের স্মৃতিসৌধের উপরেই গড়ে উঠেছে তালতলা শ্মশানের এই কালীমন্দির। শ্মশানবাসিনী হয়েও এখানে দেবী পূজিতা হন শান্তরূপে। ঝাড়গ্রাম শহরের পুরাতন ঝাড়গ্রাম এলাকায় অবস্থিত তালতলা শ্মশান কয়েকশো বছরের পুরনো। মল্লদেব রাজ পরিবারের দান করা জমিতেই গড়ে উঠেছিল এই শ্মশান। পাশেই রয়েছে রাজ পরিবারের প্রাসাদ। ঝাড়গ্রামের শেষ রাজা নরসিংহ মল্লদেবের দেওয়ান ছিলেন দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। ১৯২৯ সাল থেকে দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত তিনি ওই দায়িত্ব সামলেছেন। মেদিনীপুর কলেজের ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন ছিলেন সুপণ্ডিত। জমিদারি পরিচালনাতেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। পঞ্চাশের দশকে তাঁর মৃত্যুর পরে রাজ পরিবারের উদ্যোগে তালতলা শ্মশানে শেষকৃত্যস্থলে তৈরি করা হয় তাঁর নামাঙ্কিত স্মৃতিসৌধ। সেই স্মৃতিসৌধই পরবর্তী সময়ে হয়ে ওঠে শ্মশানকালীর মন্দিরের ভিত্তি। জনশ্রুতি, এক সময়ে এই এলাকা ছিল ঘন জঙ্গল ও উগাল (পরিখা) বেষ্টিত। সেখানে তান্ত্রিকদের সাধনভজন চলত। তবে তখন কোনও কালীমন্দির ছিল না। ষাটের দশকের গোড়ায় শ্মশান সংলগ্ন রাস্তার ধারে স্থানীয় যুবকদের উদ্যোগে শুরু হয় কালীপুজো। পরে পুরাতন ঝাড়গ্রামের সন্তোষ দাস-সহ কয়েকজন বাসিন্দার উদ্যোগে সেই পুজো স্থানান্তরিত হয় দেবেন্দ্রমোহনের স্মৃতিসৌধে। এক তান্ত্রিক এসে সেখানে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে নিত্যপুজো শুরু করেন। তাঁরই বিধান মেনে স্মৃতিসৌধের উপর মন্দির তৈরির উদ্যোগ হয়। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি রাজা নরসিংহ মল্লদেবের নাতি দুর্গেশ মল্লদেবকে সভাপতি করে গঠিত হয় মন্দির কমিটি। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি বিভিন্ন মানুষের দানে তৈরি হয় দোতলা মন্দির। ঝাড়গ্রামের এক অবাঙালি ব্যবসায়ীর অর্থানুকূল্যে কুমোরটুলির এক ভাস্করকে দিয়ে তৈরি করানো হয় কষ্টিপাথরের দেবীমূর্তি। স্মৃতিসৌধের উপর নির্মিত মন্দিরের দোতলায় অধিষ্ঠান করেন দেবী রাজরাজেশ্বরী। মন্দিরের সঙ্গে রাজ পরিবারের যোগের কথা স্বীকার করে সদস্য জয়দীপ মল্লদেব বলেন, ‘‘রাজ পরিবারের দান করা জমিতেই শ্মশান রয়েছে। তবে শ্মশানকালী মন্দিরটি স্থানীয়দের সম্মিলিত উদ্যোগে তৈরি হয়।’’ মন্দিরের পূজারী চন্দন আচার্য জানান, দক্ষিণাকালীর মন্ত্রেই দেবীর নিত্যপুজো হয়। প্রতি অমাবস্যায় দেবীকে স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্র পরিয়ে বিশেষ পুজো করা হয়। দীপান্বিতা কালীপুজো হয় মহানিশায়। তার আগে দেবীর নবকলেবর হয়। শ্মশানের মধ্যে এমন ঐতিহাসিক মন্দির দেখতে পর্যটকদেরও আনাগোনা রয়েছে। রাজপরিবারের স্মৃতি, প্রয়াত দেওয়ানের স্মৃতিসৌধ আর শ্মশানকালীর আরাধনা; তিনের মেলবন্ধনে তালতলার রাজরাজেশ্বরী মন্দির আজ ঝাড়গ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এক অনন্য সাক্ষী।

বিজেপি মণ্ডল সভাপতিকে মারধর, খুনের হুমকির অভিযোগ, ফের গ্রেফতার তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ঠিকাদার ও তাঁর ভাই

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ৫ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ বিজেপি নেতাকে মারধর ও খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে ফের গ্রেফতার হলেন তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ঠিকাদার বিপ্লব গোস্বামী। বুধবার রাতে বিপ্লবের সঙ্গে তাঁর ভাই পলাশ গোস্বামীকেও গ্রেফতার করেছে লালগড় থানার পুলিশ। ধৃত পলাশ ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের একজন কনস্টেবল। বিনপুর-১ মণ্ডলের বিজেপি সভাপতি দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে মারধর, গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে এই গ্রেফতারি। ধৃত দু’জনকে বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে তাঁদের দু’দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেলে বিল সংক্রান্ত কাজে লালগড় বিডিও অফিসে গিয়েছিলেন বিপ্লব ও পলাশ। সেই সময় বিডিও অফিস চত্বরে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বিনপুর-১ মণ্ডল সভাপতি দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, তাঁকে দেখেই দুই ভাই অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেন। এরপর তাঁকে মারধর করা হয় এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। আহত দেবাশিসবাবুকে প্রথমে লালগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে তিনি লালগড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ দায়েরের পর এলাকা ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করেন দুই অভিযুক্ত। সেই সময় বিনপুর থানার দহিজুড়ি এলাকায় বিজেপি কর্মীরা তাঁদের আটকে বিক্ষোভ দেখান। দুই ভাইকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দু’জনকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে লালগড় থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রাক্তন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বিপ্লব। এর আগেও গত ২৩ জুলাই এক বিজেপি বুথ সভাপতিকে মারধরের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করেছিল লালগড় থানার পুলিশ। পরে জামিনে মুক্তি পান তিনি। বিপ্লবের ভাই পলাশ ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ লাইনে কনস্টেবল পদে কর্মরত। তাঁর বিরুদ্ধে বালি খাদান থেকে তোলাবাজির একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলেও দাবি স্থানীয়দের। ধৃতদের আইনজীবী সায়ক ভদ্র বলেন, তঅদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ভাবে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে।দ আগামী ৭ নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে বলে জানান তিনি। অন্য দিকে, এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন ঝাড়গ্রামের বিজেপি বিধায়ক লদীকান্ত সাউ। তাঁর বক্তব্য, তআইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন। রাজনৈতিক প্রভাব বা কোনও নেতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেখিয়ে কাউকে পার পাওয়া যাবে না। বিডিও অফিসে গিয়ে মারধর করার অধিকার কাউকে দেওয়া হয়নি। বাহুবল নয়, গণতন্ত্রের উপর ভরসা রাখুন।

ভাগীরথীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে দুই যুবক! প্রায় পৌনে চার ঘণ্টা পর শুরু উদ্ধারকাজ



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া, ৫ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ বৃহস্পতিবার সকালে নবদ্বীপের দেয়াড়াপাড়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলো দুই যুবক। সকাল আনুমানিক ৯টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ দুই যুবকের নাম আদিত্য সাহা (২০) ও সুরোজিৎ দে। শরীরচর্চা সেরে কর্মমন্দির মাঠে প্র্যাকটিস করার পর তাঁরা নদীতে স্নান করতে নেমেছিলেন। অভিযোগ, দুর্ঘটনার খবর পেয়েও দীর্ঘক্ষণ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়নি কোনও ডুবুরি বা বিপর্যয় মোকাবিলা দল। অবশেষে বেলা আনুমানিক পৌনে একটা নাগাদ উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করে। দুর্ঘটনার প্রায় পৌনে চার ঘণ্টা পর উদ্ধারকাজ শুরু হওয়ায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে নিখোঁজদের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দুই যুবকের কারও সন্ধান মেলেনি। নিখোঁজ আদিত্য সাহা নবদ্বীপ শহরের চটীর মাঠ পালপাড়া এলাকার বাসিন্দা। অন্যদিকে, সুরোজিৎ দে-র বাড়ি দণ্ডপাণিতলার কাঁসারিপাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে কর্মমন্দির মাঠে শরীরচর্চা ও প্র্যাকটিস শেষ করে দু’জন দেয়াড়াপাড়া ঘাটে ভাগীরথীতে স্নান করতে নামেন। সেখানেই ঘটে বিপত্তি। প্রত্যক্ষদর্শী স্কুলগাড়ির চালক দুলাল ঘোষ জানান, সকাল সোয়া ৯টা নাগাদ ঘাটের পাড় থেকে প্রায় দশ ফুট দূরে এক যুবককে স্নান করতে দেখেন তিনি। আচমকাই ওই যুবক একবার মাথা তুলে পরক্ষণেই জলের নীচে তলিয়ে যান। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও তাঁকে আর ভেসে উঠতে না দেখে তিনি মাঠে থাকা অন্যদের খবর দেন। এরপর শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। একপর্যায়ে ঘাটের পাড় থেকে নিখোঁজ দুই যুবকের সাইকেল ও মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়। খবর দেওয়া হয় তাঁদের পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি নবদ্বীপ থানায়। অন্যদিকে, নিখোঁজ দুই যুবকের বন্ধু সোমনাথ ঘোষের বক্তব্য, সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দ্রুত থানায় খবর দেওয়া হলেও বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ঘটনাস্থলে কোনও উদ্ধারকারী দল বা ডুবুরি পৌঁছয়নি। দীর্ঘ অপেক্ষার পর বেলা আনুমানিক পৌনে একটা নাগাদ উদ্ধারকারী দল এসে তল্লাশি শুরু করে। উদ্ধারকাজে এই বিলম্ব নিয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নিখোঁজদের পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, নবদ্বীপ গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল শহর হওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র। প্রতিদিন বহু মানুষ ও পুণ্যার্থী ভাগীরথীর বিভিন্ন ঘাটে স্নান করতে আসেন। অথচ কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করার মতো স্থায়ী পরিকাঠামো নেই। এর আগেও নবদ্বীপের বিভিন্ন ঘাটে একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি অন্য একটি ঘাটেও এমন ঘটনা ঘটেছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। তারপরেও কেন স্থায়ী উদ্ধারকারী ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি, সেই প্রশ্ন উঠছে। এলাকাবাসীর দাবি, সাধারণ মানুষ ও পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে নবদ্বীপে অবিলম্বে অন্তত চারজনের একটি স্থায়ী ডুবুরি দল মোতায়েন করতে হবে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ঘাটগুলিতে জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা। দুই যুবকের খোঁজে তল্লাশি চললেও এখনও তাঁদের সন্ধান না মেলায় উদ্বেগ বাড়ছে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। একইসঙ্গে উদ্ধারকাজে বিলম্বের কারণ জানতে প্রশাসনের কাছে জবাবদিহির দাবি তুলছেন স্থানীয়রা।

দোকান বন্ধের মুখেই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হানা, মালিককে মারধর করে আন্দুলে প্রায় কোটি টাকার গয়না লুট!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, সাঁকাইল, ৫ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ দোকান বন্ধের মুখেই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হানা, মালিককে মারধর করে আন্দুলে প্রায় কোটি টাকার গয়না লুট। ধনতেরাসের আগে সোনার দোকানেই দুঃসাহসিক ডাকাতি! দোকান বন্ধ করার প্রস্তুতি চলছিল। আচমকাই বাইকে চেপে হাজির তিন সশস্ত্র দুষ্কৃতী। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দোকানের মালিকের মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে শুরু হয় লুটপাট। বাধা দিতে গেলে চলে মারধর। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সোনা ও রুপোর গয়না নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। বুধবার রাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হাওড়ার সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত আন্দুলের ঝোড়হাট মাড়োয়ারি বাগান এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত প্রায় ৯টা নাগাদ দোকান বন্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন মালিক। সেই সময় একটি পালসার মোটরবাইকে চেপে তিনজন সেখানে আসে। তাদের মধ্যে একজন ফুল-ফেস হেলমেট পরে ছিল, বাকি দু’জনের মুখ ঢাকা ছিল মাস্কে। এরপর আচমকাই দোকানে ঢুকে মালিককে ঘিরে ধরে তারা। অভিযোগ, মালিকের মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে মুখ চেপে ধরে দোকানের গয়না লুট করতে থাকে দুষ্কৃতীরা। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে মারধর করা হয়। এরপর দোকানে থাকা সোনা ও রুপোর গয়না নিয়ে দ্রুত বাইকে চেপে পালিয়ে যায় তিনজন। প্রাথমিক অনুমান, লুট হওয়া গয়নার বাজারমূল্য প্রায় এক কোটি টাকা। ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সাঁকরাইল থানার পুলিশ। আহত দোকান মালিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ইতিমধ্যেই দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। দুষ্কৃতীরা কোথা থেকে এসেছিল এবং কোন রাস্তা দিয়ে পালিয়েছে, তা জানতে আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজও পরীক্ষা করা হচ্ছে। লুটের আগে এলাকায় নজরদারি বা রেইকি করা হয়েছিল কিনা, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ। দোকানের কর্মচারী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে দুষ্কৃতীদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধনতেরাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ উৎসবের ঠিক আগে জনবহুল এলাকায় সোনার দোকানে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে এমন লুটের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে ব্যবসায়ী মহলে। উৎসবের মরশুমে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বেড়াতে যাওয়ার সুযোগেই বাড়িতে চোরের হানা, লিলুয়ায় তালা ভেঙে লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি লুট

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, লিলুয়া, ৫ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ বেড়াতে যাওয়ার সুযোগেই বাড়িতে চোরের হানা, লিলুয়ায় তালা ভেঙে লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি লুট। বাড়ির দরজায় তালা থাকলেও ভিতরে যে নিরাপদে রয়েছে মূল্যবান সামগ্রী, সেই নিশ্চয়তা মিলল না। পরিবারের সদস্যরা বেড়াতে যাওয়ার সুযোগে ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে তাণ্ডব চালাল চোরের দল। আলমারি ভেঙে নগদ টাকা, সোনার গয়না-সহ লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি লুট করে পালাল দুষ্কৃতীরা। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি ফিরে চুরির ঘটনা সামনে আসতেই আতঙ্ক ছড়ায় হাওড়ার লিলুয়া থানার পশ্চিম চকপাড়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, কল্পনা দে ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা লদীপুজোর পরদিন সিমলা বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগেই বাড়িটিকে নিশানা করে চোরেরা। বাড়ি ফিরে পরিবারের সদস্যরা দেখেন, মূল গেটের তালা খোলা। ঘরের ভিতরে ঢুকতেই নজরে আসে চুরির চিহ্ন। আলমারি থেকে ঠাকুরঘর, বাড়ির বিভিন্ন অংশ তছনছ করে রাখা হয়েছে। জামাকাপড়, ব্যাগপত্রের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও দলিলও ছড়িয়ে রয়েছে মেঝেতে। পরিবারের দাবি, নগদ প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা এবং সোনার গলার চেন, কানের দুল, হাতের বালা-সহ একাধিক গয়না নিয়ে গিয়েছে চোরেরা। সব মিলিয়ে লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি খোয়া গিয়েছে বলে অনুমান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে লিলুয়া থানার পুলিশ। বাড়ির তালা ভেঙে কীভাবে চোরেরা ভিতরে ঢুকল, এই ঘটনার পিছনে কোনও পরিচিত ব্যক্তি বা চক্রের যোগ রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উৎসবের মরশুমে বাড়ি ফাঁকা রেখে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এমন চুরির ঘটনায় এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

সৃজনশীলতা থেকে সমাজসেবা, হাওড়ার ১২টি দুর্গাপুজো কমিটিকে পুরস্কার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৫ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ পুজোর সৃজনশীলতা থেকে সমাজসেবা, হাওড়ার ১২টি দুর্গাপুজো কমিটিকে পুরস্কার প্রদান। শুধু জাঁকজমকপূর্ণ মণ্ডপ কিংবা প্রতিমার নান্দনিকতা নয়, দুর্গাপুজোর সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতার মেলবন্ধনেও নজর কাড়ল হাওড়া। শিল্পভাবনা, পুজোর আয়োজন, প্রতিমার নির্মাণশৈলী এবং সমাজ সচেতনতা মূলক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি হিসেবে রাজ্য সরকারের ‘দেবী দুর্গা সম্মান ২০২৬’ পেল জেলার ১২টি পুজো কমিটি। চারটি বিভাগে সেরার তালিকায় জায়গা করে নেওয়া এই পুজো কমিটিগুলিকে বৃহস্পতিবার হাওড়া নিউ কালেক্টরেটের ‘পথের দাবী’ সভাগৃহে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কৃত করা হয়। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদানের পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মিলনী। সেরা পুজো, সেরা প্রতিমা, সেরা মণ্ডপ এবং সেরা সমাজ সচেতনতা;প্রতিটি বিভাগে তিনটি করে পুজো কমিটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে ৫০ হাজার টাকা করে পুরস্কার। ফলে হাওড়ার ১২টি পুজো কমিটির হাতে মোট ৬ লক্ষ টাকার পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে। সেরা পুজো বিভাগে স্বীকৃতি পেয়েছে সালকিয়া সাধারণ দুর্গাপুজো (জটাধারী পার্ক), চন্দ্রবাটি শিল্পকল্পী সাধারণ দুর্গোৎসব সমিতি এবং সালকিয়া ছাত্র ও ব্যায়াম সমিতি। প্রতিমার শিল্পকর্ম ও নির্মাণশৈলীতে নজর কাড়ায় সেরা প্রতিমা বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছে মধ্য সাঁতরাগাছির নিউ ভূমি সংঘ, হরিনারায়ণপুর নবপঞ্চ শক্তি ক্লাব এবং বালি দেশবন্ধু ক্লাব দুর্গাপুজো কমিটি। মণ্ডপসজ্জার অভিনবত্ব ও সৃজনশীলতার স্বীকৃতি পেয়েছে কামারডাঙা শীতলাতলা বারোয়ারি, ব্যাঁটরা সর্বজনীন দুর্গোৎসব (সুবল স্মৃতি সংঘ) এবং অরবিন্দ নগর অরবিন্দ সংঘ।

পূজা অবকাশেও বিদ্যালয় পরিদর্শন ঃ উলুবেড়িয়া



দুরন্তবার্তা, মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৫ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ বৃহস্পতিবার উলুবেড়িয়া দক্ষিণ চক্রের একমাত্র পরিবেশবান্ধব বিদ্যালয়,বাড় মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্বশিক্ষা মিশনের জেলা কার্যালয় থেকে বিশেষ পরিদর্শন করা হয়। স্বচ্ছতা হরিত বিদ্যালয় বিদ্যালয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি, সবুজায়ন, শিশুদের আচার আচরণের শৃঙ্খলা ও পরিবর্তন, প্লাস্টিক বর্জন, জল সংরক্ষণ, শৌচাগার, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শৌচাগার, সোলার সিস্টেম আছে কিনা এই বিষয়ে প্রতিটি বিদ্যালয়ের একটা রেটিং তৈরি করে বিদ্যালয় গুলিকে আগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এই পরিদর্শন করা হয় বলে জানা যায়। ছুটির দিনেও বিদ্যালয়ের বেশ কিছু ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন এবং পরিদর্শকদের বিভিন্ন বিরল প্রজাতির গাছ, এবং পরিবেশ উপযোগী লিফলেট দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করেন, এবং বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো সহ আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা দেখে পরিদর্শক গন প্রধান শিক্ষক সহ সকল ছাত্রছাত্রীদের ভূয়শী প্রশংসা করেন। পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন সর্বশিক্ষা মিশনের জেলা কো অর্ডিনেটর সোমা মিত্র, অমল মন্ডল, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ চক্রের কবল বিদ্যালয় পরিদর্শক সুরজ মন্ডল, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত, সহ শিক্ষক দৈপায়ন দুয়ারী প্রমুখ।

প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে এসেও ভর্তি হতে পারলেন না প্রসূতি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৫ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ মালদা প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে এসেও ভর্তি হতে পারলেন না প্রসূতি। শেষ পর্যন্ত হাসপাতাল লাগোয়া সরকারি রাত্রিনিবাসে রাত আড়াইটে নাগাদ কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন গাজোলের রানিগঞ্জের বাসিন্দা শ্রাবন্তী টুডু। ঘটনায় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রোগীর আত্মীয়রা। পরিবারের অভিযোগ, বুধবার রাতে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে শ্রাবন্তীকে মেডিকেল কলেজের মাতৃমা বিভাগে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু প্রসবের সময় হয়নি বলে জানিয়ে তাঁকে ভর্তি নিতে অস্বীকার করেন কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা। নিরুপায় হয়ে প্রথমে জরুরি বিভাগের সামনে ফুটপাতে, পরে জরুরি বিভাগ লাগোয়া রাত্রিনিবাসে আশ্রয় নেন পরিবারের লোকেরা। সেখানেই রাত আড়াইটে নাগাদ কন্যা সন্তানের জন্ম দেন শ্রাবন্তী। তাঁর স্বামী সমীরণ ভুঁইমালি পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। আরও অভিযোগ, প্রসবের পর মা ও সদ্যোজাতকে রাত্রিনিবাসের

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৩২ সংখ্যা, শুক্রবার , ১৯ কার্ত্তিক, ১৪৩৩

পরিচালক ঋত্বিক ঘটক

বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ৪ নভেম্বর, ১৯২৫ সালে। তিনি প্রথম নাটক কালো সায়র লেখেন ১৯৪৮ সালে। একই বছর তিনি নবান্ন নাটকে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘে (আইপিটিএ) যোগদান করেন। এসময় তিনি নাটক লেখেন, পরিচালনা করেন ও অভিনয় করেন এবং বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট ও নিকোলাই গোগোল-এর রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করেন। বিমল রায়ের জ্বালা নাটকটির তিনি চিত্রিনাট্য লেখেন এবং পরিচালনা করেন ১৯৫৭ সালে; এটিই তাঁর পরিচালনায় শেষ নাটক। ঋত্বিক ঘটক চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন নিমাই ঘোষের ছিন্নমূল (১৯৫১) সিনেমার মধ্য দিয়ে; তিনি একই সাথে অভিনয় করেন এবং সহকারী পরিচালক হিসাবে কাজ করেন। এর দু'বছর পর তাঁর একক পরিচালনায় মুক্তি পায় নাগরিক। দু'টি চলচ্চিত্রই ভারতীয় চলচ্চিত্রের গতানুগতিক ধারাকে জোর ঝাঁকুনি দিতে সমর্থ হয়েছিল। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬০), কোমল গান্ধার (১৯৬১) এবং সুবর্ণরেখা (১৯৬২) অন্যতম; এই তিনটি চলচ্চিত্রকে ট্রিলজি বা ত্রয়ী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, যার মাধ্যমে কলকাতার তৎকালীন অবস্থা এবং উদ্বাস্তু জীবনের রুঢ় বাস্তবতা চিত্রিত হয়েছে। সমালোচনা এবং বিশেষ করে কোমল গান্ধার এবং সুবর্ণরেখা'র ব্যবসায়িক ব্যর্থতার কারণে এই দশকে আর কোন চলচ্চিত্র নির্মাণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ঋত্বিক ঘটক ১৯৬৫ সালে স্বল্প সময়ের জন্য পুনেতে বসবাস করেন। এসময় তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন ও পরবর্তীতে ভাইস-প্রিন্সিপাল হন। এফটিআইআই-এ অবস্থানকালে তিনি শিক্ষার্থীদের নির্মিত দুটি চলচ্চিত্রের সাথে জড়িত ছিলেন। ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রের জগতে পুণরাবির্ভাব ঘটে সত্তরের দশকে যখন এক বাংলাদেশী প্রযোজক তিতাস একটি নদীর নাম (চলচ্চিত্র) নির্মাণে এগিয়ে আসেন। অদ্বৈত মল্লবর্মন রচিত একই নামের বাংলা সাহিত্যের একটি বিখ্যাত উপন্যাস ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় চলচ্চিত্রে রূপদান সম্পন্ন হয়। তিতাস একটি নদীর নাম চলচ্চিত্র আকারে মুক্তি পায় ১৯৭৩ সালে। খারাপ স্বাস্থ্য এবং অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাঁর শেষ চলচ্চিত্র যুক্তি তক্কো আর গপ্পো (১৯৭৪) অনেকটা আত্মজীবনীমূলক এবং এটি তাঁর অন্যান্য চলচ্চিত্র থেকে ভিন্ন ধাঁচের। তিতাস একটি নদীর নাম (চলচ্চিত্র) সুবর্ণরেখা চলচ্চিত্র নির্মাণের পর প্রায় এক যুগ বিরতি নিয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম শীর্ষক উপন্যাসের কাহিনীকে উপজীব্য করে ঋত্বিক ঘটক ১৯৭৩ সালে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে আগমন করে তিতাস একটি নদীর নাম শিরোনামে চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন। মাঝখানে কোন পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র তৈরী করেননি তিনি। এ চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহের কারণ হিসেবে তিনি বলেন, তিতাস পূর্ব বাংলার একটা খণ্ডজীবন, এটি একটি সৎ লেখা।

শিল্পী প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়

লেখিকা, কবি, চিত্রশিল্পী এবং নৃত্যবিশারদ প্রতিমা চট্টোপাধ্যায় ঠাকুর জন্ম- ৫ নভেম্বর, ১৮৯৩ সালে। তিনি কল্পিতাদেবী ছদ্মনামে প্রবাসী পত্রিকাতে অনেক কবিতা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই কল্পিতাদেবী ছদ্মনামটি ঠিক করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কখনো কখনো তাঁর কবিতাগুলিকে সংশোধন করে দিতেন। তাঁর গদ্য রচনাগুলিতে লিপিকার বিশিষ্ট ভঙ্গি চোখে পড়ে। তাঁর রচিত স্বপ্নবিলাসী পড়ে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে লেখেন মন্দিরার উক্তি। প্রতিমা দেবী রচিত নির্বাণ বইটিতে রবীন্দ্রজীবনের শেষ বছরের ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। স্মৃতিচিত্র বইটিতে অবনীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের কথা আছে। এছাড়া এতে বাড়ির মেয়েদের কথা এবং উৎসবের কথা। নৃত্য বইটিতে শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারার বিষয়ে লিখেছিলেন। চিত্রলেখা তাঁর রচিত কবিতা এবং কথিকার সংকলন। তিনি শান্তিনিকেতনে নারীশিক্ষা এবং নারীকল্যাণের দিকেও নজর রাখতেন। তিনি মেয়েদের নিয়ে আলাপিনী সমিতি গঠন করেছিলেন। এই সমিতিতে অভিনয় এবং গান হত। তাঁর ব্যবস্থাপনায় আশ্রম থেকে মেয়েরা গ্রামে গিয়ে গ্রামের অশিক্ষিতা মেয়েদের স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি, শরীরের যত্ন, হাতের কাজ প্রভৃতি বিষয় শেখাতেন। তাঁর পিতার নাম শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়। মায়ের নাম বিনয়িনী দেবী। মাত্র ১১ বছর বয়সে প্রতিমার বিয়ে হয় গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটবোন কুমুদিনীর ছোট নাতি নীলানাথের সাথে। গঙ্গায় সাঁতার কাটতে গিয়ে জলে ডুবে নীলানাথের মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী, ছোট প্রতিমাকে দেখে তাকে নিজের পুত্রবধূ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মৃণালিনীর অকালমৃত্যুর ফলে তা সম্ভব হয় নি। এরপর রথীন্দ্রনাথের বিলেত থেকে ফিরলে, তার সাথে রবীন্দ্রনাথ প্রতিমার আবার বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি সমাজ সংস্কারকে অগ্রাহ্য করে প্রতিমা এবং রথীন্দ্রনাথের বিয়ে দেন। এই বিয়ে ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রথম বিধবা বিবাহ। তিনি রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর স্বামীর সাথে বিশ্বভারতী এবং শান্তিনিকেতনের নানা কাজে নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি নানারকমের কারুশিল্প প্রবর্তনে এবং রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য পরিকল্পনায় সহযোগিতা করতেন। তিনি একজন ভালো চিত্রশিল্পীও ছিলেন। তিনি কিছুদিন ইতালীয় শিক্ষক গিলহার্ডির কাছে ছবি আঁকা শিখেছিলেন। বিয়ের অল্প পরে শান্তিনিকেতনে মেয়েদের প্রথম অভিনয় লক্ষ্মীর পরীক্ষাতে তিনি ক্ষীরির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনে মেয়েদের নাচ শেখাবার ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্মিকীপ্রতিভা নাচে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন।

সাধক রামপ্রসাদ



সাধক রামপ্রসাদ বলেন, মাতৃভক্তদের পরাস্ত করা খুবই কঠিন। কারণ মাতৃভক্তরা সব সময়ে সত্যের পুজারি। জ্ঞানের সন্ধানী। তারা সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে সমানভাবে আগ্রহী। রামপ্রসাদ সব সময়ে মা শ্যামাকে নিয়ে গান রচনা করে চলতেন। সঙ্গীত ছিল তাঁর মাতৃ সাধনার একমাত্র ভরসা স্থল। তিনি শ্যামা মায়ের সেবা করতেন গান করে। শ্যামা মা রামপ্রসাদকে নিজের সন্তানের মতো ভালো বাসতেন। শ্যামা মা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলতেন, রামপ্রসাদ আমার প্রাণ। তাঁর গান না শুনলে আমার ভালো করে ঘুম হয় না।কালী ভক্ত হতে হবে। তা নাহলে মায়ের দেখা মিলবে না। সব সময়ে সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। জীবনে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন হেরে যাবি না। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মতো আর মানসিক শানিত কোথাও নেই। যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললেন তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত করতে পারে না। তিনি বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন।

ভারত প্রেমিক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

অভিজিৎ ব্যানার্জি

চিত্তরঞ্জন দাস জন্ম গ্রহণ করেন ৫ নভেম্বর ১৮৭০ সালে কলকাতা , বাংলা, ব্রিটিশ ভারত। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৯২৩ সালের পূর্বে), স্বরাজ পার্টি (১৯২৩-১৯২৫), আন্দোলন অনুশীলন সমিতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। স্ত্রীর নাম বাসন্তী দেবী। চিত্তরঞ্জন দাস যিনি দেশবন্ধু নামে অধিক পরিচিত, ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কার একজন বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামী, রাজনৈতিক কর্মী ও আইনজীবী এবং সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক গুরু । ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে তিনি অবিভক্ত বাংলায় স্বরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-নেতা ছিলেন । তাঁর নাম সংক্ষেপে সি আর দাস নামে পরিচিত । তিনি বেশ কয়েকটি সাহিত্য সমিতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং অসংখ্য প্রবন্ধ ও নিবন্ধ ছাড়াও কবিতা লিখেছেন।

শৈশবের জীবন ঃ চিত্তরঞ্জন দাস ১৮৭০ সালের ৫ই নভেম্বর কলকাতায় এক সুপরিচিত বাঙালি হিন্দু বৈদ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তার পরিবার মূলত বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ (বিক্রমপুর) জেলার বর্তমান টঙ্গিবাড়ি উপজেলার তেলিরবাগ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। পরিবার ঃ দাস পরিবার ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য ছিলেন । চিত্তরঞ্জন ছিলেন ভুবন মোহন দাসের পুত্র এবং ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কারক দুর্গামোহন দাসের ভাইপো । তাঁর বাবা একজন সলিসিটর এবং সাংবাদিক ছিলেন যিনি ইংরেজি চার্চের সাপ্তাহিক পত্রিকা ' দ্য ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' সম্পাদনা করতেন । তাঁর কিছু জ্ঞাতি ভাইবোন ছিলেন অতুল প্রসাদ সেন , সত্যরঞ্জন দাস, সতীশ রঞ্জন দাস , সুধী রঞ্জন দাস , সরলা রায় এবং লেডি অবলা বসু । তাঁর জ্যেষ্ঠ নাতি ছিলেন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় এবং তাঁর নাতনি হলেন বিচারপতি মঞ্জুলা বসু।

তিনি বাসন্তী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন এবং তার তিনটি সন্তান ছিল, অপর্ণা দেবী , চিররঞ্জন দাস , এবং কল্যাণী দেবী তিন সন্তান। শিক্ষা ঃ মিডল টেম্পল , টমাস শেফার্ডের আঁকা একটি স্কেচ; আনুমানিক ১৮৩০ দুর্গামোহনের দাস পরিবার আইনজীবীদের একটি পরিবার ছিল। দুর্গামোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যরঞ্জন কেমব্রিজের ইমানুয়েল কলেজ থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন এবং ১৮৮৩-১৮৮৬ সাল পর্যন্ত মিডল টেম্পলে ছিলেন, এরপর ১৮৯০-১৮৯৪ সাল পর্যন্ত দুর্গামোহনের ভাইয়ের ছেলে চিত্তরঞ্জন দাস সেখানে ছিলেন। সতীশরঞ্জন দাস (১৮৯১-১৮৯৪), জ্যোতিষরঞ্জন দাস এবং অতুল প্রসাদ সেন (১৮৯২-১৮৯৫) তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। লন্ডনে, দাস শ্রী অরবিন্দ ঘোষ , অতুল প্রসাদ সেন এবং সরোজিনী নাইডু সহ আরও অনেকের সাথে বন্ধুত্ব করেন এবং একসাথে তারা ব্রিটিশ সংসদে দাদাভাই নওরোজীকে সমর্থন করেন । তিনি ১৮৯২ সালে হাউস অফ কমন্সে দাদাভাই নওরোজীর নির্বাচনের জন্য প্রচার চালান, বেশ



কয়েকটি সভায় বক্তৃতা দেন, যার মধ্যে একটির সভাপতিত্ব করেছিলেন ডব্লিউ ই গ্ল্যাডস্টোন (শীঘ্রই চতুর্থবারের মতো ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছিলেন)।

কর্মজীবন ঃ আইন পেশা। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস ১৯০৯ সালে আলিপুর বোমা মামলায় শ্রী অরবিন্দকে রক্ষা করার সময় আলিপুর বোমা মামলা ১৯০৮-০৯ কলকাতার আলিপুর দায়রা আদালতে ট্রায়াল রুম। ব্যারিস্টার সি আর দাস ক্রমান্বয়ে এক অসাধারণ আইনি কর্মজীবন গড়ে তোলেন এবং দেউলিয়া অবস্থা মোকাবিলা করে অন্যতম ধনী আইনজীবীতে পরিণত হন।

১৮৯৪ সালে দাস তার আইন পেশা ছেড়ে দেন এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের সময় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তিনি আবার মামলা গ্রহণ করেন এবং ১৯০৯ সালে আলিপুর বোমা মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে অরবিন্দ ঘোষকে সফলভাবে রক্ষা করেন। তার উত্তরপাড়ার বক্তৃতায়, শ্রী অরবিন্দ স্বীকার করেছিলেন যে দাস তাকে বাঁচানোর জন্য তার স্বাস্থ্য ভেঙে দিয়েছিলেন। তিনি নিজের আর্থিক লাভ ত্যাগ করে, কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সহ আরও অনেক চরমপন্থীকে রক্ষা করেছিলেন। ১৯০৮ সালে আলিপুর বোমা মামলায়, চিত্তরঞ্জন দাস শ্রী অরবিন্দ ঘোষের প্রতিরক্ষা কৌঁসুলি হিসাবে এই সমাপ্তি বিবৃতি দিয়েছিলেন, ''অতএব আপনাদের কাছে আমার আবেদন এই যে, এই ধরনের একজন মানুষ, যাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ আনা হচ্ছে, তিনি কেবল এই আদালতের কাঠগড়ায়ই দাঁড়াননি, বরং ইতিহাসের হাইকোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন। এবং আপনাদের কাছে আমার আবেদন এইজন্য এই বিতর্ক নীরব হয়ে যাওয়ার অনেক পরেও, এই আলোড়ন, এই আন্দোলন থেমে যাওয়ার অনেক পরেও, তিনি মারা যাওয়ার অনেক পরেও, তাঁকে দেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তাবাদের পয়গম্বর এবং মানবপ্রেমী হিসেবে দেখা হবে। তিনি মারা যাওয়ার অনেক পরেও, তাঁর কথা কেবল ভারতেই নয়, বরং দূর-দূরান্তের সাগর ও স্থলভাগ জুড়ে প্রতিধ্বনিত ও পুনঃপ্রতিধ্বনিত হবে। অতএব আমি বলছি যে, এই অবস্থানে থাকা মানুষটি কেবল এই আদালতের কাঠগড়ায়ই দাঁড়াননি, বরং ইতিহাসের হাই কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন। মহাশয়, আপনার রায় বিবেচনা করার এবং ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করার সময় এসেছে।'' রাজনৈতিক জীবনঃ ১৯২২ সালে কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর চিত্তরঞ্জন দাস। দাস যখন আইন পেশায় নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য সংগ্রাম করছিলেন, ঠিক তখনই অরবিন্দের ভাই এবং ১৯০১ সাল থেকে একটি উগ্রপন্থী ও রাজনৈতিক নেটওয়ার্ক তৈরির উদ্দেশ্যে বাংলায় নিযুক্ত দূত বারীন্দ্র কুমার ঘোষ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। একই বছরে তিনি উগ্রপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকা প্রকাশে সহযোগিতা করেন। ঘোষ ভাইদের সঙ্গে দাসের সম্পর্ক অব্যাহত ছিল, তিনি অনুশীলন সমিতির পৃষ্ঠপোষক হন এবং অরবিন্দ ও পালের প্রকাশিত সংবাদপত্র 'বন্দে মাতরম'-এর তিনজন অর্থদাতার মধ্যে একজন ছিলেন।

চিত্তরঞ্জন দাস অনুশীলন সমিতির কার্যকলাপে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন । যখন প্রমথ মিত্র সভাপতি হিসেবে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত শত শত তরুণ তেজস্বী তৈরি করার জন্য সমিতিটি সংগঠিত করেন, তখন চিত্তরঞ্জন তাঁর সহযোগী হন। অনুশীলন সমিতিটি পি. মিত্র দ্বারা চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৯৪), হরিদাস বসু (১৮৯৫), সুরেন হালদার (১৯০০) এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের (১৯০১) সহায়তায় পরিচালিত হয়েছিল। ১৮৮০-এর দশকের শেষের দিকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রজীবনে তিনি সুরেন ব্যানার্জীর ছাত্র সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন।

তিনি স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জন্য তহবিল সংগ্রহ করেছিলেন এবং বরিশালে অনুষ্ঠিত ১৯০৬ সালের বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান করে সম্মেলনের প্রধান প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করেছিলেন। ১৯০৬ সালে, তিলক যখন শিবাজি উৎসবের আয়োজন করেন, তখন তিনি অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় নেতাদের সাথে দাসের বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন। ১৯১৯-১৯২২ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি বাংলার একজন অগ্রণী ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং নিজের ইউরোপীয় পোশাক পুড়িয়ে ও খাদি পোশাক পরে ব্রিটিশ-নির্মিত পোশাকের উপর নিষেধাজ্ঞা শুরু করেন। ভারতে বিভিন্ন ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের প্রতি সমর্থনের অংশ হিসেবে তিনি 'ফরওয়ার্ড' নামে একটি সংবাদপত্র বের করেন এবং পরে এর নাম পরিবর্তন করে ' লিবার্টি' রাখেন। কলকাতা পৌরসভা গঠিত হলে তিনি এর প্রথম মেয়র হন। তিনি জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অহিংসা এবং সাংবিধানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য , সহযোগিতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে ছিলেন এবং জাতীয় শিক্ষার পক্ষে ছিলেন। গান্ধীর গোষ্ঠীর কাছে কাউন্সিলে প্রবেশ নিষেধ প্রস্তাবে হেরে যাওয়ার পর তিনি গয়া অধিবেশনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি নরসিংহ চিন্তামন কেলকর ও মতিলালকে স্বরাজ পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন।

'দেশ ভক্ত যদি অপরাধ হয় তাহলে আমিও অপরাধী'- দেশবন্ধু

চিত্তজিৎ দত্ত

১৯১০ সাল। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা চলছে। গোয়ালন্দ স্টিমারের ফার্স্ট ক্লাসে বসে আছেন এক ব্যারিস্টার হঠাৎ মলিনবেশ এক ব্যক্তি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। ব্যারিস্টার দেখে চমকে উঠলেন। আরে এ যে তার পুরনো সহপাঠী। বন্ধুর কাছে সব শুনলেন তিনি । মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা জোগাড় করতে গিয়ে তার ওই অবস্থা হয়েছে শুনে চোখ ছলছল করে উঠল ব্যারিস্টারের। সহপাঠীর দুঃখ দূর করতে মুহূর্তের মধ্যে সঙ্গে থাকা তিন হাজার টাকার অর্ধেকটা দিয়ে দিলেন । বন্ধুর মুখে ফুটে উঠল হাসি।

ভবানীপুরে পূর্ণ হালদারের বাড়ি নিলামের উপক্রম হয়েছে। ছ'হাজার টাকা দরকার। কাল বিলম্ব না করে গোটা টাকাটাই



সেই ব্যারিস্টার দিয়ে দিলেন। একদা সেই ব্যারিস্টারের গৃহ শিক্ষক ছিলেন পূর্ণবাবু। তিনি ছাত্রের কাছে 'ঋণ' হিসেবে টাকা নেওয়ার কথা বলতেই ব্যারিস্টার বললেন, 'মাস্টারমশাই, ও-কথা তুলবেন না ওতে আমার পাপ হবে। পিতৃঋণের মতো গুরুঋণও তো একটা আছে।'

তিনি দেশবন্ধু ব্যারিস্টার চিত্ত রঞ্জন দাশ। আইনজীবী হিসেবে ঈর্ষণীয় রোজগার করা মানুষটি একদিন সব ছেড়ে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এক ঝটকায় ছেড়েছিলেন সব শখ আহ্লাদ বিলাসিতা। বহরের ফর মায়েশি ঢাকাই ধুতি ছেড়ে পরা শুরু করেছিলেন মোটা খাদির ধুতি। গিলে করা পাঞ্জাবির বদলে গায়ে দিয়েছিলেন খাদির মোটা ফতুয়া। যিনি নিজের বসত বাড়িটিও দান করে দিয়েছিলেন জনসাধারণের উদ্দেশ্যে । যে মানুষটি রেলযাত্রার সময়ে গোটা কামরা রিজার্ভ করতেন, তিনিই জনতার সঙ্গী হতে নেমে এলেন তৃতীয় শ্রেণিতে।

পেশা জীবনের শুরুতে তাঁর সামান্য আয় হত। যা দিয়ে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ট্রামভাড়ার সামান্য পয়সা বাঁচানোর জন্য তিনি হাইকোর্ট থেকে ভবানীপুর হেঁটে যেতেন। চিত্তরঞ্জন দাশ অর্থ উপার্জনের জন্য রাজনৈতিক মামলার পাশাপাশি মাঝে মাঝে জমিদার, মহাজনদের মামলাও পরিচালনা করতেন। উপার্জিত অর্থ তিনি সর্বদা গরীব-অসহায় জনগণ কে দিতেন এবং তা দিয়ে দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের মামলা পরিচালনা করতেন। একবার ডুমরাঁওয়ের মহারানীর মৃত্যুর পর রাজা কেশবপ্রসাদ তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার না হতে পেরে মামলা করেন। শোনা যায় এই মামলা লড়ার জন্য নাকি চিত্তরঞ্জন প্রতি মাসে একটা মোটা টাকা পারিশ্রমিক পেতেন। আর মামলায় জয়ী হওয়ার পর রাজা কেশবপ্রসাদ খুশি হয়ে চিত্তরঞ্জনকে ৫০,০০০ টাকা পারিশ্রমিক দেন। আইনজীবী হিসেবে ঈর্ষণীয় রোজগার করতেন দেশবন্ধু। আবার এই মানুষটিই রোজগারের পুরোটাই দাতা কর্ণের মত বিলিয়ে দিতেন মানুষজনের মধ্যে। আইনজীবী হিসেবে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা ছাড়াও চিত্তরঞ্জনের জীবনের আরও কয়েকটি বাঁক ফেরানো মামলা ছিল ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা, নোয়াখালি নোট চুরি, ভূকৈলাশ জমিদারির নোট চুরি, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা ইত্যাদি। মামলার সওয়াল-জবাবে চিত্তরঞ্জন প্রয়োজনে ব্রিটিশ বিচারকদেরও যথেষ্ট বাক্যবাণে বিদ্ধ করতেন।

সুভাষচন্দ্রের প্রতি চিত্তরঞ্জনের স্নেহের চেয়েও বেশি ছিল বিশ্বাস। তাই বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারি করে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেফতারের পরে চিত্তরঞ্জন উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, 'সুভাষকে ধরেছে! এ বার গভর্নমেন্টকে কাঁপিয়ে ছাড়ব।' ইংরেজ সরকার সুভাষচন্দ্রকে বন্দি করে মান্দালয়ে জেলে পাঠাল। সুভাষচন্দ্র-সহ অন্যদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে কলকাতার টাউন হলের সভা থেকে চিত্তরঞ্জন আহ্বান জানালেন, 'বাংলার যুবক, তোমাদের হৃদয়ে স্বাধীনতার আগুন জ্বলিয়া উঠুক, স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া এসো, আত্মবিসর্জন দিতে দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া ওঠো।' সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন, 'দেশকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয়, তা হলে আমিও অপরাধী।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতার ঘনিষ্ঠদের ছবি

শিবনাথ দাস

ক্ষমতার লোভে কালসাপ পুষে আজ তারই ছোবল খাচ্ছেন মমতা অথবা কালসাপের ফণায় মমতার সুবিধাবাদী রাজনীতির করুণ পরিহাস। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই চিরন্তন গান 'শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা' যে কোনওদিন সুবিধাবাদী রাজ নীতির সবচেয়ে নির্লজ্জ প্রতীকী ভাষ্য হয়ে উঠবে, তা বোধহয় স্বয়ং স্রষ্টাও কল্পনা করতে পারেননি। তবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে অসম্ভব বলে কিছু নেই, বিশেষত যখন সেই মঞ্চের প্রধান কুশীলব প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যো পাধ্যায়। সম্প্রতি প্রাক্তন সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ মাধ্যমের একটি গ্রাফিক পোস্টকে ঘিরে রাজনৈতিক আঙিনায় যে প্রবল আলোড়ন ও হাসির খোরাক তৈরি হয়েছে, তা আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন দশকের বর্ণময় রাজনৈতিক প্রতারণা ও সুবিধাবাদের আসল নগ্ন রূপটিকেই আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় ব্যঙ্গটি কিন্তু নিহিত রয়েছে এই আক্রমণের উৎসের মধ্যেই। যে ঋতব্রতকে একসময় বাম শিবির দল থেকে বহিষ্কার করার পর মমতা বন্দ্যো পাধ্যায় পরম মমতায় নিজের ছত্রচ্ছায়ায় টেনে নিয়েছিলেন, বিভিন্ন সরকারি ও দলীয় দায়িত্বে বসিয়ে কার্যত দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিলেন, আজ সেই বিষধর কালসাপই ঘুরে দাঁড়িয়ে ফণা তুলে ছোবল মেরেছে নিজের আশ্রয়দাত্রীকে। ক্ষমতার লোভে নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিয়ে শত্রুর শত্রুকে বন্ধু বানানোর যে আত্ম ঘাতী খেলা মমতা আজীবন খেলে এসেছেন, ঋতব্রতর এই বিষাক্ত ফোঁসফোঁসানি তারই এক অবধা রিত ও নির্মম পরিণতি। দুধ দিয়ে যে কালসাপকে এতদিন সযত্নে পুষে রাখা হয়েছিল, ক্ষমতা হাতছাড়া হতেই সে যে সবার আগে নিজের পোষককেই ছোবল মারবে, এই চিরাচরিত সারসত্যটি বুঝতে মমতার কেন এত বিলম্ব হল, সেটাই আজ বঙ্গ রাজনীতির সবচেয়ে বড় কৌতুক। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই গ্রাফিক্সে নির্বাচন ধরে ধরে মমতা বন্দ্যো পাধ্যায়ের রাজনৈতিক গিরগিটির মতো রং বদলানোর যে দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে, তা এককথায় দলীয় আনুগত্যের চূড়ান্ত দেউলিয়াপনার দলিল। ১৯৯৮ সালে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার



ধ্বজা ওড়ানো কংগ্রেস ভেঙে বেরিয়ে এসে বিজেপি ও অটলবিহারী বাজপেয়ীর হাত ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব বাগিয়ে নিয়েছিলেন মমতা। ১৯৯৯ সালেও সেই একই সাম্প্রদায়িক তকমা আঁটা পদ্ম শিবিরের নৌকায় চেপে তিনি বৈতরণী পার হলেন। কিন্তু ক্ষমতার খিদে সেখানেও মিটল না। ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচন আসতেই নিমেষের মধ্যে ভোল বদলে তিনি ফের কংগ্রেসের কোলে গিয়ে উঠলেন। আবার সেখানে সুবিধে না হতেই ২০০৪ সালের লোকসভা ও ২০০৬ সালের বিধানসভায় অবলীলায় ফিরে গেলেন সেই বিজেপিরই আশ্রয়ে। যে বিজেপিকে তিনি দিনে একশো বার গালি দিতেন, তাদের সঙ্গেই রাতারাতি মালাবদল করতে তাঁর বিবেকে বিন্দুমাত্র আঁচড়ও লাগত না। এরপর ২০০৯ ও ২০১১ সালে ফের ভোলবদল, ফের কংগ্রেসের হাত ধরে মহাজোট এবং অবশেষে মহাকরণের

ভক্তির কাছে হার মেনেছে ধর্ম, হিন্দু - মুসলিমের মিলনক্ষেত্র সুতির আলমপুর শ্মশান কালী মন্দির

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৫ নভেম্বর ঃ হিন্দু ধর্মে মা কালী হলেন সৃষ্টি, স্থিতি, মৃত্যু ও ধ্বংসের প্রতীক।



শাস্ত্রমতে 'কালী' শব্দটির উৎস 'কাল' অর্থাৎ সময়, অথবা কালো বা অন্ধকার। তাই তিনি ঘোর কালো বর্ণের হলেও তিনিই সময়ের নিয়ন্ত্রক। আবার তন্ত্রশাস্ত্র মতে তিনি দশমহাবিদ্যার প্রথম দেবী। কিন্তু হিন্দু দেবী হলেও মুর্শিদাবাদের সুতির আলমপুর রাজবংশী পাড়ার শ্রী শ্রী শ্মশান কালী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই আরাধ্য দেবী। এখানে ভক্তি ও বিশ্বাসের কাছে হার মেনেছে ধর্ম। তাই কালীপুজো উপলক্ষ্যে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও আসেন মায়ের কাছে তাঁদের প্রার্থনা জানাতে। মন্দির চত্বরে গেলেই চোখে পড়বে এক অনন্য ছবি। হিন্দু ভক্তরা যেমন ফুল, মিষ্টি, সিঁদুর দিয়ে মানত করেন, তেমনই মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন তাঁদের রীতি মেনে ইচ্ছাপূরণের আশায় মন্দির চত্বরে মুরগি, হাঁস ছেড়ে দেন। কারও অসুখ সারানো, কারও সন্তান লাভ, কারও ব্যবসায় উন্নতি, মায়ের কাছে মনের কথা জানাতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন সকলে। ১৯৫৩ সালে বারালা গ্রামের গোপাল ঠাকুরের হাতে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজবংশী পাড়ার এই শ্মশান কালী। তিনি বারালার কালীকূপ থেকে নিশিরাতে এই কালী মূর্তি নিয়ে এসে আলমপুরের রাজবংশী পাড়া শ্মশানে মাকে প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর সেখানেই তিনি সাধনা করতেন। পরবর্তীকালে আলমপুর রাজবংশী পাড়ার শ্রীপতি সরকার এই পুজোর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু এখনও গোপাল ঠাকুরের বংশধররাই এই পুজোয় পৌরহিত্য করে থাকেন। শতাব্দী প্রাচীন এই পরম্পরা আজও অটুট। রাজবংশী বংশের বর্তমান প্রজন্ম চিত্ত সরকার বলেন, আমাদের গ্রামের মানুষজনের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহ করেই আমরা এই মন্দির নির্মাণ করেছি। কার্তিক মাসের দীপান্বিতা অমাবস্যায় এখানে ধুমধাম সহকারে পুজো করা হয়। নিশিরাতে আমাদের এই শ্মশান কালীর পুজো হয় এবং পরের দিন ১৪-১৫ হাজার মানুষকে ভোগ খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকে। তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক বছর কালীপুজো উপলক্ষ্যে মন্দিরের মধ্যেই প্রতিমা তৈরি করা হয়। পুজোর চার দিন পর সেই প্রতিমা নিরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের মা এখানে খুবই জাগ্রত। তাই হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই আসেন মায়ের কাছে মানত করতে। আর মায়ের কাছে মানত করলে তা কখনও বিফলে যায় না। দীপান্বিতা অমাবস্যায় শুধুমাত্র শ্মশান কালীর মূর্তি নির্মাণ করা হয় তা নয়, শ্মশানের মধ্যে তৈরি হয় তারকা রাক্ষসী এবং বামদেবের মূর্তিও। সব মিলিয়ে জাঁকজমক সহকারে চার দিন ধরে চলে আলমপুর রাজবংশী পাড়ার শ্রী শ্রী শ্মশান কালী মন্দিরের কালীপুজো। কালীপুজোর চার দিন গোটা গ্রাম যেন উৎসবের চেহারা নেয়। দূর-দূরান্ত থেকে আসা ভক্তদের ভিড়ে ভরে ওঠে মন্দির চত্বর। রাতে পুজো, দিনে ভোগ বিতরণ, সব মিলিয়ে এক মিলনমেলা। গ্রামবাসীদের কথায়, এই শ্মশান কালীর পুজোয় এখনও ১৪-১৫ হাজার মানুষকে ভোগ বিতরণ করা হয়। হিন্দুদের কাছে তিনি যেমন জাগ্রত দেবী, মুসলিমদের কাছেও তিনি ইচ্ছাপূরণের দেবী। এই মন্দির তাই শুধু একটি উপাসনাস্থল নয়, এটি সম্প্রীতির প্রতীক। যেখানে ধর্মের বিভেদ মুছে গিয়ে মানুষ মিশে যায় একটিই পরিচয়ে, তা হল ভক্ত। আলমপুরের শ্মশান কালী আজও সেই বার্তাই বয়ে নিয়ে চলেছেন, ভক্তির কাছে ধর্মের কোনও ভেদাভেদ নেই।

বাঁশ- খড়- মাটির হাঁড়ি ও হোগলা পাতায় পরিবেশবান্ধব মণ্ডপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ৫ নভেম্বর ঃ বিশ্বায়নের আবহে গ্রামবাংলার হারিয়ে যেতে বসা লোক ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে উদ্যোগী হয়েছে বালুরঘাটের সাড়ে তিন নম্বর মোড় ক্লাব। ৬১তম বর্ষের শ্যামাপুজোয় তাদের ভাবনা মাটির ঘ্রাণ বাঁশের চাটাই খড় মাটির হাঁড়ি ধান চটের বস্তা ও হোগলা পাতা দিয়ে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। শহরের বুকে গ্রামীণ পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতার বার্তাও দিতে চান উদ্যোক্তারা। থাকছে সাবেকি আদলের প্রতিমা চন্দননগরের আলোকসজ্জা এবং কয়েক দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পাশাপাশি প্রসাদ বিতরণ ও নরনারায়ণ সেবার আয়োজনও থাকছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষের বক্তব্য বাংলার মাটির সংস্কৃতি ও মানুষের শিকড়ের টানকে উৎসবের মধ্য দিয়ে তুলে ধরাই এ বারের মূল উদ্দেশ্য।

মানভূমের প্রাণের উৎসব 'বান্দনা'

পশুপতি শিবের অভিশাপ থেকে বাঁচতে যে অনন্য লোকগাথায় সেজে ওঠে গো-বন্দনা

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ৫ নভেম্বর ঃ শরতের শেষ ঝিরিঝিরি হাওয়া আর হেমন্তের সোনাঝরা রোদে মানভূমের মাটি তখন নতুন ধানের গন্ধে ভরপুর। মাঠ থেকে সোনালী ধান ঘরে তোলার প্রস্তুতি চলছে। মানভূমের এই কৃষিভিত্তিক সমাজে বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণের উৎসব হলো 'বান্দনা' বা 'গো বন্দনা'। কথিত আছে, মর্ত্যলোকের মানুষ তখন লাঙল চষতে গরু- মহিষের সাহায্য নিত, কিন্তু গবাদি পশুগুলোর ঠিকমতো যত্ন করত না। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়েও তাদের ঠিকমতো খেতে দিত না, আদর করত না। একদিন আর সহ্য করতে না পেরে সব গরু-মহিষ মিলে সোজা কৈলাসে হাজির হলো দেবাদিদেব মহাদেবের দরবারে। তারা পশুপতি শিবের কাছে নালিশ জানাল মানুষের অত্যাচারের কথা। সব শুনে দেবাদিদেব শিব রেগে যান। তিনি গবাদি পশুদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, তোমরা চিন্তা করো না, আমি নিজেই মর্ত্যে গিয়ে দেখব মানুষ কেমন অত্যাচার করছে। যদি অভিযোগ সত্যি হয়, তবে আমি কাউকে ছাড়ব না, কঠিন শাস্তি দেব। মহাদেবের এমন ক্রোধ দেখে তো মা দুর্গা ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন, মানুষ না বুঝে ভুল করেছে, কিন্তু এভাবে যদি মহাদেবের অভিশাপে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তো সৃষ্টির ভারসাম্যই নষ্ট হবে! তাই তিনি দ্রুত মর্ত্যলোকের মানুষদের সব কথা গোপনে জানিয়ে দিলেন। সতর্ক হয়ে গেল মানভূমের মানুষ। তারা বুঝতে পারল, ভুল তাদেরই হয়েছে। যে গবাদি পশুগুলো তাদের মুখে অন্ন জোগায়, তাদেরই তারা অবহেলা করেছে! শুরু হলো প্রায়শ্চিত্তের প্রস্তুতি। আশ্বিন সংক্রান্তির জিহুড় পরবে খামার বাঁধা হলো, যেখানে ধান তোলার কথা। এরপর থেকেই শুরু হলো ঘরদুয়ার মাটি- গোবর দিয়ে পরিষ্কার করা, লেপে-পুছে পরিপাটি করার পালা। বান্দনা আসার কদিন আগে থেকেই গরু- মহিষগুলোকে নিয়ম করে রোজ নদী বা পুকুরে স্নান করানো, শিঙে তেল মাখানো শুরু হলো। এলো সেই কাঙ্ক্ষিত বান্দনার আগের দিন। গ্রামের আদিবাসী লায়া (প্রধান পূজারি) শুরু করলেন 'গট পূজা'। ঠিক তার পরদিনই আসল উৎসব- বান্দনার রাত বা 'গাই জাগা'র রাত। সেদিন সন্ধ্যের পর থেকেই গ্রামের বাতাস কেঁপে ওঠে মাদল, ঢাক, ঢোল, ধামসা আর চেড়েপেটির বাদ্যে। দল বেঁধে আসে 'ঝাঙড়'। গ্রামের ঘরে ঘরে গীত হয় 'কপিলামঙ্গল' বা 'অহিরা' গান। এই সুরে প্রতিধ্বনিত হয় পশুপতি সেই প্রাচীন কাহিনী আর প্রকৃতির কৃতজ্ঞতা। চারদিক আলোয় আলোয় সেজে ওঠে। বাড়ির বউ-ঝিরা ঘরদুয়ার গোবর ও মাটি দিয়ে লেপে, দেওয়ালে ফুটিয়ে তোলেন মনের মাধুরী মিশিয়ে সুন্দর সুন্দর আলপনা। এরপর শুরু হয় বরণের পালা। কাংস্যের থালায় প্রদীপ, আতপ চাল, গুড় পিঠে, গুড়ের



নাড়ু সাজিয়ে এঁয়োতি মহিলারা বরণ করতে আসেন গো-মাতাকে। গাই- গরুর কপালে ও শিঙে পরানো হয় সিঁদুরের টিপ, মাথায় পরানো হয় ধানের তৈরি সুন্দর মুকুট। তেল- সিঁদুর দিয়ে তাদের পুজো করে ধান-দুর্বায় আশীর্বাদ নেওয়া হয়। সেদিন রাতে আর কারোর চোখে ঘুম থাকে না-চলে জমজমাট রাতজাগরণ বা গাই জাগানো। পরের দিন ভোরে হয় মূল 'গোহাল পূজা' বা 'গরয়া পূজা'। সেদিনও গরুদের নানা রঙে সাজানো হয়, গলায় পরানো হয় বিশেষ মোড়, আর পরম আদরে তাদের চুমোনো হয়। অনেকে এই দিনটিকে 'গিরি গোবর্ধন পূজা' বলেও মানেন। তার পরের দিনটায় তো আনন্দের সীমা থাকে না! গাই-গরুদের নানা সুন্দর রঙ দিয়ে রাঙিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়। গৃহস্থের আঙিনায় চালের গুঁড়ো আর পানালতা দিয়ে আঁকা হয় চমৎকার আলপনা-যাকে মানভূমের ভাষায় বলে 'চখ পুরা'। প্রথম দিন এক দাঁড়া আর পরের দিন চখ শেষ হয়। সেই অপূর্ব আলপনার ওপর সিঁদুর ও দুর্বা ঘাস রেখে গরুদের দিয়ে তা ডিঙোনো হয়। এভাবেই চলতে থাকে উৎসব। গরুখুটার পরের দিন আসে 'কাড়া' বা 'গরুখুটা'। আর সবশেষে 'বুড়ি বান্দনা' এবং তার পরের দিন 'কাঁটা কাড়া'র মধ্য দিয়ে মানভূমের ঘরে ঘরে সাড়ম্বরে সমাপ্ত হয় এই প্রাণের উৎসব-বান্দনা।

গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত তিন, দু'জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রেফার

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৫ নভেম্বর ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নিচু চাপাহাটি কিষান মান্ডির সামনে কালনা-কাটোয়া এসটিকেকে রোডে চারচাকা গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হলেন তিনজন। বৃহস্পতিবারের এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দুর্ঘটনার পর রাস্তায় স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় জমে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আহতদের মধ্যে রয়েছেন নিচু চাপাহাটির বাসিন্দা জীবন বারুই। তিনি নিজের কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। অন্যদিকে, একই এলাকার বাসিন্দা বাসন্তী মণ্ডল স্কুল থেকে নিজের নাতনিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। এছাড়াও সিংহজুলির বাসিন্দা সুখ বাহার শেখ বিশেষ কাজের জন্য নিচু চাপাহাটি কিষান মান্ডিতে এসেছিলেন। ওই সময় একটি চারচাকা গাড়ির ধাক্কায় তিনজনই আহত হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করেন। এরপর তাঁদের চিকিৎসার জন্য শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের মধ্যে দু'জনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র রেফার করা হয়। প্রকাশ্য রাস্তায় এভাবে দুর্ঘটনায় তিনজন আহত হওয়ার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ ছড়িয়েছে এলাকায়। বিশেষ করে কিষান মান্ডির সামনে ব্যস্ত এসটিকেকে রোডে যানবাহনের চলাচল ও পথচারীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং ঘাতক গাড়ি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও জানা যায়নি।



তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর আয়োজনে এবং জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আজ, ৫ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে, জেলাশাসক, জলপাইগুড়ি-এর করণে এক বর্ণাঢ্য বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত দেবী দুর্গা সম্মান-২০২৬ কর্মসূচির অন্তর্গত জলপাইগুড়ি জেলার নির্বাচিত ১২টি দুর্গাপুজো কমিটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা ও সম্মাননা প্রদান করলেন জেলাশাসক, জলপাইগুড়ি, অদিতি চৌধুরী, আইএএস, জেলা আরক্ষাধক্ষ্য, জলপাইগুড়ি, সুজাতা কুমারী বীণাপাণী, আই পি এস, বিধায়ক, ময়নাগুড়ি, ডালিম রায়, অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ), জলপাইগুড়ি, হিমাদ্রি সরকার, ডব্লু.বি.সি.এস(এক্সি), স্বামী জিতমোহানন্দ, সদস্য, রামকৃষ্ণ মিশন, জলপাইগুড়ি, এবং জেলার অন্যান্য অধিকারীগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড

CIN: L51100WB1979PLC032376

রেজি. অফিসঃ ১৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫

ই-মেইলঃ omnikol1997@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ২৯(২) নং প্রবিধান অনুযায়ী, আপনাদের জানানো যাচ্ছে যে, ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড - এর পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা আগামী বৃহস্পতিবার, ১২ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পর্যালোচনা ও অনুমোদনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল চূড়ান্তকরণ ও ঘোষণার উদ্দেশ্যে, কোম্পানির সকল পরিচালক, কর্মকর্তা এবং নির্ধারিত কর্মচারীদের জন্য কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেনের 'ট্রেডিং উইন্ডো' বন্ধ রাখা হয়েছে- যেমনটি আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। কোম্পানির বোর্ড সভার সমাপ্তি এবং স্টক এক্সচেঞ্জে ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত ফলাফল ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টা পর এই ট্রেডিং উইন্ডো পুনরায় খুলে দেওয়া হবে।

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড-এর পক্ষে,
স্বা /-
নিকিতা চোখানি
কোম্পানী সেক্রেটারি

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৫.১১.২০২৬

ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ

ই -টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ EL/29/72_2026/K/1678, তারিখঃ 02-11-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** 72_2026; **কাজের নামঃ (ক)** ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ "কাটিহার তেজনারায়ণপুর-এঃ সিনি. ডিইএন/IV/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে স্টেশনগুলিতে আরজিএম সাইডিং-২ এর ব্যবস্থা"। **(খ)** ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ "কুমেদপুর - মালদা টাউন ও এককলাখী - বালুরঘাটঃ স্টেশনগুলিতে ক্রসমাঃ ট্র্যাক মেশিন সাইডিং-২ এবং ৩ এর ব্যবস্থা"। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,০০,৬১,৪২২.০০ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ২,০১,২০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৭-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২৭-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি./কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড

CIN: L70100WB1895PLC001021

রেজি. অফিসঃ ১৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫

ই-মেইলঃ allianceudyog@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ২৯(২) নং প্রবিধান অনুযায়ী, আপনাদের জানানো যাচ্ছে যে, অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড - এর পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা আগামী শুক্রবার, ১৩ই নভেম্বর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল চূড়ান্তকরণ ও ঘোষণার উদ্দেশ্যে, কোম্পানির সকল পরিচালক, কর্মকর্তা এবং নির্ধারিত কর্মচারীদের জন্য কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেনের 'ট্রেডিং উইন্ডো' বন্ধ রাখা হয়েছে- যেমনটি আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। কোম্পানির বোর্ড সভার সমাপ্তি এবং স্টক এক্সচেঞ্জে ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত ফলাফল ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টা পর এই ট্রেডিং উইন্ডো পুনরায় খুলে দেওয়া হবে।

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড-এর পক্ষে,
অরুণ কুমার লোহিয়া
পরিচালক
DIN:000613114

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৫.১১.২০২৬

Press Notice

e-Tender is hereby invited by the Executive Officer, Barabazar Panchayat Samiti, Dist- Purulia, vide **NIeT no. 01/BZR/PS of 2026-27/ SI no.1, dated. 03/11/2026**, scheme bearing Tender ID.- **2026_DM_5083444_1** under **BEUP (FY:2025-26)** fund. Online bid submission commences on and from **05/11/2026 at 18:55 Hours** (As per server clock) and will end on 12/11/2026 at 18:55 Hours (As per server clock). Necessary details for online bidding will be available in the website **tenders.wb.gov.in.**

Sd/-
Executive Officer
Barabazar Panchayat Samiti

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন -এর আওতাধীন রাস্তা বিভাগের কাজের জন্য, সংশ্লিষ্ট কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য, সক্ষম ও প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে জানা যাবে ওয়েবসাইটঃ https://www.wbtenders.gov.in। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৪.১১.২০২৬, বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির নম্বরঃ WB-HMC/NIT/ED/29/EE-II/26-27, তারিখঃ 02-11-2026

১০৮(১)/২৬-২৭
৫।১১।২০২৬

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
দেখুন www.hmc.org.in
পরিচ্ছন্নতা বিভাগ

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া পৌরনিগম নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী দরদাতাদের বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি, পি.টি, আইটিআর, ট্রেড লাইসেন্স এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ দরপত্র জমা দিতে হবে।

ক্রম নং	কাজের বিবরণ	টেন্ডার নং. ও তারিখ	দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ (অনলাইন)
১	হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১ থেকে ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গঙ্গা ঘাট (৮টি) ও পুকুর (১০টি) থেকে সরস্বতী প্রতিমার ক্যামো অপসারণ করা এছাড়া প্রতিমা বিসর্জন ও পূজা অর্চনার কাজে ঘাট বা পুকুর পাড়ে পড়ে থাকা সামগ্রী সংগ্রহ করে তা বহনপূর্বক বি.টি.ভি. -তে ফেলে দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এই পুরো প্রক্রিয়াটি ২৪ ঘন্টার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে (২০২৬-২০২৭ সালের জন্য নিজস্ব তহবিল থেকে)।	৬৩/কন/২৬-২৭ তারিখ- ০২।১১।২০২৬	১৯।১১।২০২৬ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত
২	বৈদ্যবাটি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট হতে ভারা বর্জ্য স্থানান্তর, তুলিকরণ এবং ব্যবস্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য প্রতিদিন ৮ ঘন্টা হিসেবে ২টি ইইট্রেডিক এক্সকাভেটর (EX-200) ভাড়া নেওয়া হবে। এর মধ্যে ড্রাইভার ও সহকারীর সরবরাহ, স্থালানি ও লুব্রিকেন্ট খরচ এবং যন্ত্রপাতির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই সেবা ১ বছর (৩৬৫ দিন) পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। (নিজস্ব তহবিল)		
৩	কলকাতা পৌর বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে ভারা বর্জ্য স্থানান্তর, তুলিকরণ এবং ব্যবস্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিদিন ৮ ঘন্টা ব্যবহারের শর্তে ২টি ইইট্রেডিক এক্সকাভেটর (EX-2000) ভাড়া নেওয়া হবে। এই ভাড়ার অন্তর্ভুক্ত থাকবে যন্ত্রপাতির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, ড্রাইভার ও সহকারীর সরবরাহ, এবং প্রয়োজনীয় স্থালানি ও লুব্রিকেন্ট। চুক্তির মেয়াদ ১ বছর (৩৬৫ দিন) এবং এটি নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থায়ন করা হবে।		

অনুগ্রহ করে দেখুন- https://wbtenders.gov.in

106(3)/ 26-27
5.11.26

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

নভেম্বর ২০২৬ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ের বর্জিত সামগ্রী বিক্রির জন্য **নভেম্বর'** ২০২৬ মাসের জন্য নিম্নবর্ণিত হিসেবে ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে।

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	নভেম্বর'/২০২৬	জিএসডি/ডিব্রুগড় টাউনের জন্য ১৮/১১/২০২৬ এবং ২৭/১১/২০২৬ এবং তিনসুকিয়া ডিভিশনের জন্য ১০/১১/২০২৬, ২০/১১/২০২৬ এবং ৩০/১১/২০২৬

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ই-নিলাম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল্স ম্যানেজার/ডিব্রুগড়

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

হিন্ডকন কেমিক্যাল লিমিটেড

CIN:L24117WB1998PLC087800

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৬২বি, ব্রণফেল্ড রো, প্রথম তল, কলকাতা-৭০০০২৭

ফোন নম্বরঃ ০৩৩-২৪৪৯ ০৮৩৯, ফ্যাক্সঃ ০৩৩-২৪৪৯ ০৮৪৯

ইমেল আইডিঃ contactus@hindcon.com, ওয়েবসাইটঃ www.hindcon.com

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিকের অনিরীক্ষিত সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লক্ষে)

ক্রম নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			অর্ধ বছর সমাপ্তি	
		৩ মাস শেষে ৩০.০৯.২০২৬ অনিরীক্ষিত	পূর্ববর্তী ৩ মাস শেষে ৩০.০৬.২৬ অনিরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস ৩০.০৯.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৬ তারিখের হিসাবে অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৫ তারিখের হিসাবে অনিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	২,২৫৩.৯২	২.১৯১.১৭	১,৫৮৬.৮৯	৪,৪৪৫.০৯	৩,১১৭.৬৮
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম #)	১৭৫.২১	৩২৮.৬৩	৯৭.০৫	৫০৩.৮৪	২৮৫.৮৫
৩.	কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম-এর পরে #)	১৭৫.২১	৩২৮.৬৩	৯৭.০৫	৫০৩.৮৪	২৮৫.৮৫
৪.	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে #)	১২৩.৪৬	২৩৩.৯১	৭২.২৫	৩৫৭.৩৭	২০৭.৬৬
৫.	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত (ক্ষতি)/লাভ (যার মধ্যে রয়েছে {ক্ষতি/কর-পরবর্তী আয় এবং অন্যান্য বিস্তৃত (ক্ষতি/কর-পরবর্তী আয়)}	১০০.২৪	৩১৫.৭৫	৪৪.১৫	৪১৫.৯৯	২০১.২১
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭৬৯.২১	৭৭০.৪৪	৭৬৭.২০	৭৬৯.২১	৭৬৭.২০
৭.	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ বাদে)	--	--	--	--	--
৮.	প্রতি শেয়ার আয় (প্রতিটি ২ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ থাকা কার্যক্রমের জন্য)-* মূল	০.৩৭	০.৬৩	০.১৯	১.০০	০.৫৪
	মিশ্র	০.৩৭	০.৬৩	০.১৯	১.০০	০.৫৪

কোম্পানির ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ কোনও আইটেম নেই।
** উপরে উপস্থাপিত ইপিএস বার্ষিক নয়।

স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের মূল সংখ্যা (টাকা লক্ষে)

ক্রম নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			অর্ধ বছর সমাপ্তি	

খাবার-দাবার

টাটকা সবজির বদলে ফ্রোজেন সবজি? পুষ্টিগুণ কি একই থাকে, রান্নার আগে কোন ভুল এড়াবেন

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ রোজ বাজারে গিয়ে টাটকা সবজি কেনার সময় পান না? কাজের ব্যস্ততা, একা থাকা কিংবা সময়ের অভাবে অনেকেই এখন রান্নায় ভরসা রাখেন প্যাকেটবন্দি ফ্রোজেন সবজির উপর। মটরশুঁটি, গাজর, বিনস, ভুট্টা থেকে শুরু করে মিশ্র সবজি-সবই এখন সহজে পাওয়া যায় সুপারমার্কেটে। প্রয়োজনমতো প্যাকেট খুলে রান্নায় ব্যবহার করলেই কাজ শেষ। কিন্তু প্রশ্ন হল, ফ্রোজেন সবজি কি সত্যিই স্বাস্থ্যকর? দীর্ঘদিন ডিপ ফ্রিজে থাকার পরেও কি বজায় থাকে তার পুষ্টিগুণ? নাকি টাটকা সবজির তুলনায় অনেকটাই কমে যায় ভিটামিন ও মিনারেলের পরিমাণ?

বিশেষজ্ঞদের মতে, ফ্রোজেন সবজিকে একেবারে পুষ্টিহীন ভাবার কোনও কারণ নেই। অনেক ক্ষেত্রে সবজি তোলার পর দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ করে হিমায়িত করা হয়। এর ফলে সবজির মধ্যে থাকা বেশিরভাগ পুষ্টিগুণ দীর্ঘদিন ধরে বজায় থাকতে পারে। বিশেষ করে ভিটামিন, খনিজ এবং ফাইবারের মতো প্রয়োজনীয় উপাদান অনেকটাই অক্ষত থাকে। তাই বাজারে টাটকা সবজি না পাওয়া গেলে কিংবা প্রতিদিন বাজারে যাওয়ার সময় না থাকলে ফ্রোজেন সবজি রান্নায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

তবে ফ্রোজেন সবজি কেনার আগে কয়েকটি বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখা জরুরি। প্রথমেই প্যাকেটের গায়ে থাকা উপাদানের তালিকা ভালো করে পড়ে নিন। তাতে অতিরিক্ত নুন, সোডিয়াম, চিনি কিংবা অন্য কোনও সংরক্ষণকারী উপাদান রয়েছে কি না, তা দেখে নিন। বিশেষ করে যাঁদের খাবারে সোডিয়ামের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়, তাঁদের আরও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সম্ভব হলে এমন ফ্রোজেন সবজি কিনুন, যাতে অতিরিক্ত নুন বা মশলা মেশানো নেই।

কোন রান্নায় ব্যবহার করবেন ফ্রোজেন সবজি? স্যুপ, পোলাও, পাস্তা, চাউমিন কিংবা বিভিন্ন ধরনের স্টার-ফ্রাই তৈরিতে ফ্রোজেন সবজি সহজেই ব্যবহার করতে পারেন। এতে রান্নার সময় যেমন বাঁচবে, তেমনই খাবারে সবজির পুষ্টিগুণও যোগ হবে। তবে সব ধরনের রান্নায় একইভাবে ফ্রোজেন সবজি ব্যবহার করা যায় না। রান্নার ধরন অনুযায়ী সবজির জলীয় অংশ ও গঠন বদলে যেতে পারে। তাই রান্নার পদ্ধতি বুঝে ব্যবহার করাই ভালো।

বাড়িতেই তৈরি করুন ফ্রোজেন সবজি-

প্যাকেটবন্দি সবজির পরিবর্তে চাইলে বাড়িতেই তৈরি করে নিতে পারেন ফ্রোজেন সবজি। সেক্ষেত্রে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলুন।

১. প্রথমে বাজার থেকে টাটকা সবজি কিনে ভালো করে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিন।

২. সবজির খোসা ছাড়িয়ে প্রয়োজনমতো ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন।

৩. গাজর, বিনসের মতো সবজি অল্প সময় গরম জলে ব্লাঞ্চ করে ঠান্ডা করে নিতে পারেন। এতে গুণমান বজায় রাখতে সুবিধা হয়।

৪. সবজির অতিরিক্ত জল ঝরিয়ে এয়ারটাইট কৌটো অথবা ফ্রিজার-সেফ জিপলক ব্যাগে ভরে রাখুন।

৫. এরপর ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করুন। প্যাকেটের গায়ে তারিখ লিখে রাখলে কতদিন ধরে সংরক্ষণ করা হয়েছে, তা বুঝতে সুবিধা হবে।

৬. রান্নার প্রয়োজন অনুযায়ী ফ্রিজার থেকে সবজি বের করে ব্যবহার করুন। অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি রান্নাতেও দেওয়া যায়। তবে প্রয়োজন হলে ফ্রিজে রেখে নিরাপদভাবে বরফ গলিয়ে নিন।

কিছু সতর্কতা অবশ্যই জরুরি-ফ্রোজেন সবজি বারবার গলিয়ে আবার জমিয়ে রাখা উচিত নয়। এতে খাবারের গুণমান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি জীবাণু বৃদ্ধির ঝুঁকিও তৈরি হতে পারে।

হস্টেলের জলের ট্যাংকে ভাসছে পচাগলা হনুমানের দেহ!

গুয়াহাটি, ৫ নভেম্বর ঃ দুর্গাপুজোর ছুটি কাটিয়ে হস্টেলে ফিরেছিলেন পড়ুয়ারা। কিন্তু ফেরার পর থেকেই পানীয় জলে অস্বাভাবিক দুর্গন্ধ পাচ্ছিলেন তাঁরা। প্রথমে বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব না দিলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই একের পর এক পড়ুয়া অসুস্থ হতে শুরু করেন। কারও পেটে তীব্র যন্ত্রণা, কারও আবার বমি। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে অন্তত ৫০ জন পড়ুয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এরপরই হস্টেলের জলের ট্যাংক পরীক্ষা করতে গিয়ে সামনে আসে ভয়াবহ দৃশ্য। ট্যাংকের জলে ভাসছে একটি হনুমানের পচাগলা দেহ! সেই জলই দিনের পর দিন পান করার পাশাপাশি রান্না এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার করছিলেন আবাসিক পড়ুয়ারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে অসমের গুয়াহাটিতে।ঘটনাটি গুয়াহাটির জালুকবাড়ি এলাকার একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হস্টেলের। সেখানে বহু পড়ুয়া আবাসিক হিসেবে থেকে পড়াশোনা করেন। দুর্গাপুজোর ছুটিতে অনেকেই বাড়ি গিয়েছিলেন। ছুটি শেষে হস্টেলে ফিরে তাঁরা লক্ষ্য করেন, পানীয় জলে অস্বাভাবিক দুর্গন্ধ রয়েছে। অনেকেই বিষয়টি নিয়ে হস্টেল কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কিন্তু অভিযোগ, প্রথমদিকে সেই সমস্যাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

এরপরই পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে ওঠে। হস্টেলের একের পর এক পড়ুয়া পেটের যন্ত্রণা, বমি-সহ নানা শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত হতে থাকেন। অসুস্থের সংখ্যা বাড়তে থাকায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন ছাত্রছাত্রীরা। তখনই নিজেদের উদ্যোগে জলের উস খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা।সেই মতো হস্টেলের ছাদে উঠে জলের ট্যাংক পরীক্ষা করতেই কার্যত চোখ কপালে ওঠে পড়ুয়াদের। দেখা যায়, ট্যাংকের জলে ভাসছে একটি হনুমানের পচাগলা দেহ। এতদিন ধরে যে জল ব্যবহার করা হচ্ছিল, তার মধ্যেই পড়ে ছিল মৃত প্রাণীটি। এই দৃশ্য সামনে আসতেই অসুস্থতার সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয় পড়ুয়াদের। ছাত্রদের দাবি, শুধু পানীয় জল হিসেবেই নয়, ওই ট্যাংকের জল ব্যবহার করা হত রান্না, মুখ ধোয়া, বাসনপত্র পরিষ্কার-সহ দৈনন্দিন নানা কাজে। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে দূষিত জলের সংস্পর্শে এসেছেন হস্টেলের বহু আবাসিক। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরই হস্টেলজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অসুস্থ পড়ুয়াদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পাশাপাশি হস্টেলের আবাসিকদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। জলের ট্যাংক পরিষ্কার করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, তার জন্য জল সরবরাহের ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করছেন পড়ুয়ারা। হস্টেল কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক অনুমান, ওই আবাসনের পিছনেই রয়েছে বিশাল বনাঞ্চল। সেখান থেকেই কোনওভাবে হনুমানটি হস্টেলের ছাদে উঠে জলের ট্যাংকে পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। তবে কীভাবে প্রাণীটির মৃত্যু হল এবং কতদিন ধরে তার দেহ ট্যাংকের মধ্যে ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, অসুস্থ পড়ুয়াদের চিকিৎসা চলছে। কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে গুরুতর হলেও বাকিদের অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে বলে খবর। চিকিসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে আক্রান্তদের। এই ঘটনা সামনে আসার পর হস্টেলের পানীয় জলের নিরাপত্তা এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠেছে।

নিয়মিত জলের ট্যাংক পরিষ্কার করা হয়েছিল কি না, তার ঢাকনা যথাযথভাবে বন্ধ ছিল কি না এবং দুর্গন্ধের অভিযোগ পেয়েও কেন দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন পড়ুয়ারা।

সব মিলিয়ে একটি হস্টেলের জলের ট্যাংকে মৃত হনুমানের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে অসমে। শুধু পানীয় জল নয়, দৈনন্দিন ব্যবহারের জলও কতটা নিরাপদ, এই ঘটনা ফের সেই প্রশ্ন সামনে এনে দিল। এখন অসুস্থ পড়ুয়াদের দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার পাশাপাশি ঘটনার যথাযথ তদন্ত এবং হস্টেলের জল সরবরাহ ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দিকেই নজর সকলের।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Connectivity for the programme to be attended by vvip at 45 Raja Rammohan Roy Sarani, Kolkata-49 and 144 Amherst Street, Kolkata on 06.11.2026" [Job No. KIT/RW/242 of 26-27]
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-134/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : 06.11.2026 up to 11.00 PM

2. Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructure arrangement for the programme to be attended by VVIP at Chandpara Amtala Ground on 06.11.2026" [Job No. KIT/RW/243 of 26-27]
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-135/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : 06.11.2026 up to 11.00 PM

3. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Connectivity for the programme to be attended by vvip at Chandpara Amtala Ground on 06.11.2026" [Job No. KIT/RW/244 of 26-27]
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-136/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : 06.11.2026 up to 11.00 PM

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

NAME CHANGE

I, Bidyut Gharami (Old Name) S/O–Suktar Gharami residing at Vill-Pitambarpur , PO-Dompukur , PS-Chapra , Dist-Nadia , West Bengal 741123 do hereby declared that I have changed my name from Bidyut Gharami to Bidyut Hosen Gharami and henceforth I shall be known as Bidyut Hosen Gharami (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 05/11/2026 . My name Bidyut Hosen Gharami & Bidyut Gharami both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sibani Roy (Old Name) W/o Dipak Kumar Roy Residing at Kris - 2, Flat - 1B, 266, Sreema Road, Rabindra Nagar, District - North 24 Parganas, Pin - 700065, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Sibani Roy (Old Name) to Sibani Roy Sarkar (New Name) and henceforth I shall be known as Sibani Roy Sarkar (New Name) in all purpose, vide affidavit no. 29 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 03-11-2026. Sibani Roy Sarkar (New Name) and Sibani Roy (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Atif Saigal (Old Name) S/o Maqbool Ahmed Saigal Residing at 13, Dr. A. M. O Ghani Road, Karaya, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Atif Saigal (Old Name) to Atif Maqbool Saigal (New Name) and henceforth I shall be known as Atif Maqbool Saigal (New Name) in all purpose, vide affidavit no. 17 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 05-11-2026. Atif Maqbool Saigal (New Name) and Atif Saigal (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kartick Chandra Biswas (Old Name) S/o Haribar Biswas Residing at Puratan Helencha, District - North 24 Parganas, Pin - 743270, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Kartick Chandra Biswas (Old Name) to Kartik Biswas (New Name) and henceforth I shall be known as Kartik Biswas (New Name) in all purpose, vide affidavit no. 15 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 05-11-2026. Kartik Biswas (New Name) and Kartick Chandra Biswas (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Toufik Khurasi (Old Name) S/o Latif Qureshi Residing at Akra Jagannath Nagar, Hem Chandra Dutta Road, Maheshtala, District - South 24 Parganas, Pin - 700140, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Toufik Khurasi (Old Name) to Tawfiq Qureshi (New Name) and henceforth I shall be known as Tawfiq Qureshi (New Name) in all purpose, vide affidavit no. 16 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 05-11-2026. Tawfiq Qureshi (New Name) and Toufik Khurasi (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Prakash Saha, Prakash Chandra Saha (Old Name) S/o Nimai Chandra Saha Residing at 12/A, A.G. Colony, P. o - Maniktala, District - North 24 Parganas, Pin - 743263, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Prakash Saha, Prakash Chandra Saha (Old Name) to Prokash Chandra Saha (New Name) and henceforth I shall be known as Prokash Chandra Saha (New Name) in all purpose, vide affidavit no. 18 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 05-11-2026. Prokash Chandra Saha (New Name) and Prakash Saha, Prakash Chandra Saha (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sankar Sikder (Old Name) S/O–Jatin Sikdar residing at School Para , Betai , Tehatta , Nadia , West Bengal 741163 do hereby declared that I have changed my name from Sankar Sikder to Shankar Sikder and henceforth I shall be known as Shankar Sikder (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 05/11/2026 . My name Shankar Sikder & Sankar Sikder both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mahibar Molla (Old Name) S/O–Safiuddin Molla residing at Vill & PO-Jitpur , PS-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal 741160 do hereby declared that I have changed my name from Mahibar Molla to Mahibbar Molla and henceforth I shall be known as Mahibbar Molla (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 05/11/2026 . My name Mahibbar Molla & Mahibar Molla both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Asif Hossain Malithya (Old Name) S/O–Ahamad Ali Malitya residing at Vill-Pratapnagar , PO-Topla , PS-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my name from Asif Hossain Malithya to Asif Hossen Malitya and henceforth I shall be known as Asif Hossen Malitya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 05/11/2026 . My name Asif Hossen Malitya & Asif Hossain Malithya both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nizamuddin Seikh (Old Name) S/O–Delsad Seikh residing at Vill & PO-Satitara , PS-Burwan , Dist-Murshidabad, West Bengal 742170 do hereby declared that I have changed my name from Nizamuddin Seikh to Nizamuddin Siekh and henceforth I shall be known as Nizamuddin Siekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 05/11/2026 . My name Nizamuddin Siekh & Nizamuddin Seikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SOMESWAR GUPTA S/O-GOPAL CHANDRA GUPTA, resident of Vill- Anguna, P.O.- Anguna, P.S.-Raina, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713408, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SOMESWOR GUPTA in all purpose Vide Affidavit No-1287 Dated-05/11/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That SOMESWAR GUPTA and SOMESWOR GUPTA both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MOUSUMI MONDAL JODDER @ SMT MOUSUMI MONDAL(JODDER) D/O- SATYA KINKAR MONDAL, resident of Vill-Barsul, P.O.-Barsul, P.S.-Saktigarh, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713124, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as MOUSUMI MONDAL in all purpose Vide Affidavit No-1286 Dated-05/11/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That MOUSUMI MONDAL JODDER @ SMT MOUSUMI MONDAL (JODDER) and MOUSUMI MONDAL all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SHANTI DEVI, w/o Late Sarjoo Shaw, residing at Vill. Chandmari, Rampurhat, P. O and P. S Rampurhat, Dist. Birbhum, West Bengal, do hereby solemnly affirm that my actual name is SHANTI DEVI which is recorded in my P. P. O. Book vide no. 02012570105. That my name SHANTI SHAW is wrongly recorded in my Aadhaar Card no. xxxxxxxx8398 , PAN CARD and Voter card. That this Affidavit before Executive Magistrate of Rampurhat Court (Sl.No. - 27901 dt 30/10/2026 and Sl.No.28330 dt 5 /11/2026) is to correct my name as SHANTI DEVI instead of SHANTI SHAW in my Aadhaar Card, voter card and PAN card. That SHANTI DEVI and SHANTI SHAW,w/ o Late Sarjoo Shaw, is the same and one identical person. That my Date of Birth is 16.02.1951 which has been recorded in my PPO Book 02012570105. That by mistake, my date of birth as 12.01.1950 has been wrongly recorded in my Aadhaar Card no xxxx xxxx 8398. That my correct Date of Birth, 16.02.1951, which has been correctly recorded in my PPO Book, will be used in all respect and purpose. That I am swearing this Affidavit before Executive magistrate Rampurhat, Birbhum. That if any statement of this Affidavit is found false then I shall be punished U/s 229 of BNS.

NAME CHANGE

I, Ajit Kumar Pal (old name) S/o Lt - Yuboraj Pal resident of Uttar Ghoshalati ,P.O-Bhurkunda ,P.S-Hasnabad,Dist-North 24 pgs ,WEST BENGAL,do here by declare that I have changed my name from Ajit Kumar Pal , (old Name)to Ajit Pal (New name)and henceforth I shall be known as Ajit Palin all purpose ,vide affidavit No 29 sworn before the Notary Public at Kolkata on 4/11/26.Ajit Kumar Pal (OLD NAME) and Ajit Pal (NEW NAME)both are same and one identical person .

NAME CHANGE

I, Hridai Das(old name) S/o Late Radhamadhab Das resident of Vill & PO-Chandpara, P.S.-Margram, Dist.-Birbhum, WB, do here by declare that I have changed my name from Hridai Das(old Name) to Hriday Kumar Das(New name)and henceforth I shall be known as Hriday Kumar Das all purpose, vide affidavit No 28070 sworn before the Ld. Executive Magistrate at Rampurhat, Birbhum on 02/11/26. Hridai Das(old name) and Hriday Kumar Das(New name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Birendra Nath Karan S/O- Kanai Karan resident of Vill-Dakshin Chandanpiri, P.O.- Chandanpiri, P.S.-Namkhana, Dist.-South 24 Parganas, WB that my name has been wrongly recorded as Biren Karan in my son Sanatan Karan's Birth Certificate No. SPG/A/55486, Reg No. 127, Dt. 26.11.11 and his Aadhaar Card No. 8782 7745 8551 in place of Birendra Nath Karan, do hereby solemnly affirm & declare by the affidavit No. 15997 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kakdwip, South 24 Parganas on 24/09/2026. That Biren Karan & Birendra Nath Karan both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Subhadra Das Maity W/O-Amaresh Maity resident of Vill-Rajnagar, P.O.-Rajnagar Biswambhar, P.S.-Namkhana, Dist.-South 24 Parganas, WB that my name has been wrongly recorded as Subhadra Maity in my son Arijit Maity's Birth certificate No. 216 Dt. 24/01/2013 in place of Subhadra Das Maity do hereby solemnly affirm & declare by the affidavit No. 19715 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kakdwip, South 24 Parganas on 02/11/2026. That Subhadra Maity & Subhadra Das Maity both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, AJIJUR RAHAMAN MOLLA S/O-Rajjak Molla resident of Vill-Taltala, P.O.-Dewanerchak, P.S.-Bakultala, Dist.-South 24 Parganas, Pin-743337 WB that my son's name has been wrongly recorded as ANISUR RAHMAN MOLLA in his Aadhaar Card No. 8511 6700 6869 in place of ANISUR RAHAMAN MOLLA do hereby solemnly affirm & declare by the affidavit No. 93726 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on 03/11/2026. That my son ANISUR RAHMAN MOLLA & ANISUR RAHAMAN MOLLA both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I Suvrajit Ghosh. S/o, Late N.L. Ghosh, Resident of Sriniketan Road, Bolpur, Udayanpolly Sriniketan Road W/B-731204, do hereby declare that, I have changed my name from Subhrajit Ghosh to Suvrajit Ghosh & henceforth I Shall be known as Suvrajit Ghosh in all purpose, vide affidavit No-27 AC-348394 sworn before that Notary Public at Bolpur, Birbhum. 4.11.26. Suvrajit Ghosh & Subhrajit Ghosh both are same & one Identical person.

HOWRAH GASES LIMITED
CIN :CIN :L24111WB1985PLC038480
Regd. Office: 1,Crooked Lane, Ground Floor,Room No.G-2, Kolkata 700069,West Bengal,
Mobile No.+91 9830024305
Email : howrahgasesltd@gmail.com; Website: www.howrahgases.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER,2026

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
		Unaudited			Unaudited		Audited
		30.09.26	30.06.26	30.09.25	30.09.26	30.09.25	31.03.26
1	Total income from operations (Net)	269.26	224.06	125.13	493.32	291.49	1018.21
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	146.28	0.51	(0.39)	146.79	(4.93)	(117.60)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	146.28	0.51	(0.39)	146.79	(4.93)	(117.60)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	88.71	0.51	(38.32)	89.22	(42.86)	(121.55)
5	Total Comprehensive income for the period/ (Loss) {comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)}	71.26	0.51	(38.32)	71.78	(42.86)	(200.42)
6	Equity Share Capital	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-	6248.16
8	Earnings Per Share (before and after extraordinary items) (not annualised) : Basic & Diluted(Rs.)	2.23	0.02	-1.20	2.24	-1.34	-6.26

Notes:
1) The above Un-Audited financial results for the Quarter and Half- Year ended on 30.09.2026 were reviewed by the Audit Committee and have approved by the Board of directors at their respective meetings held on 05.11.2026
2) The Above is an extract of the detailed format of Financial results has been filled with the Stock Excahange under Regulation 33 of SEBI(LODR) Regulations, 2015.
3) The Financial results along with Limited Review Report, have been posted on the Company website at http://howrahgases.com/H_Financial.aspx and can be accessed by scanning the QR Code.

Place : Kolkata
Date : 05.11.2026

On behalf of the Board of Directors
For,**HOWRAH GASES LIMITED**
Sd/-**Suresh Kumar Agrawal**
Managing Director
DIN No. 00587623

নাম ও পদবী পরিবর্তন

আমি, **Maleka Bibi Sekh**, স্বামী - Jabed Sekh, ঠিকানা - গ্রাম - শুকপাড়া, পোঃ - জয়েনপুর, থানা - বৈষ্ণবনগর, জেলা - মালদা - 732201, (পঃবঃ)। ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, মালদা কোর্টে এফিডেভিট দ্বারা **Maleka Bibi নামে পরিচিত হলাম**। এফিডেভিট নং - **14527/26**, তারিখ - **04/11/2026**. **Maleka Bibi Sekh** (Old Name) ও **Maleka Bibi** (New Name) **একই ব্যক্তি**।

অসমের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জিএম-র



মালিগাঁও, ৫ নভেম্বর, ঃ উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী আশীষ বনসাল ৪ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অসমের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্বশর্মার সাথে সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে, উত্তর-পূর্বসীমান্তরেলওয়ে (নির্মাণ)-এর পক্ষ থেকে শ্রী বনসাল, অসমের মুখ্যমন্ত্রী সাহায্য পুঁজিতে ১৩,৬৩,২০৫ টাকা প্রদান করেন। এই সাহায্য জুন ও জুলাই ২০২৬-এ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়। এই সাহায্য কঠিন সময়ে ওই অঞ্চলের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

আলোচনা কালে, শ্রী বনসাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন রেলওয়ে পরিকাঠামো প্রকল্প ও সমীক্ষা সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে বিকাশ পদক্ষেপগুলির অগ্রগতির ওপর আলোকপাত করেন, যে গুলির লক্ষ্য হলো সংযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, পরিবহন পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটানো এবং আঞ্চলিক বিকাশের গতিত্বরান্বিত করা। শ্রী বনসাল এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ও আলোচনা করেন যেগুলির জন্য রাজ্যসরকারের সহযোগিতা ও সমর্থনের প্রয়োজন, যাতে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে প্রকল্পগুলি নির্বিঘ্নে ও সময় মতো সম্পন্ন করা যায়।

‘পাকিস্থানি রাজনীতিবিদরা টাকা দিচ্ছেন, প্রমাণ রয়েছে!’ অভিযোগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর ঃ ককরোচ জনতা পার্টি বা সিজেপিকে ঘিরে এবার বড়সড় বিস্ফোরক অভিযোগ তুলল বিজেপি শিবির। এই সংগঠনের পিছনে রয়েছে বিদেশি অর্থের জোগান। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানি রাজনীতিবিদরাও নাকি অর্থ সাহায্য করছেন সংগঠনের সদস্যদের। এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। তাঁর অভিযোগ, দেশের ভিতরে ও বাইরে থাকা ভারতবিরোধী শক্তিগুলি একজোট হয়ে ককরোচদের মদত দিচ্ছে।

বিদেশি অর্থ ব্যবহার করে ভারতে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা চলছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। এমনকী এই অভিযোগের স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে বলেও জানিয়েছেন কেংদ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী। যদিও কী ধরনের প্রমাণ তাঁর হাতে রয়েছে, তা প্রকাশ্যে আনেননি তিনি। ফলে তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক।বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জিতেন্দ্র সিং বলেন, ককরোচদের আর্থিক সহায়তা করছে ভারতবিদ্বেষী বিভিন্ন সংগঠন।

ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড
সিআইএনঃ এল১৫৪৯৫ডব্লুবি১৯১১পিএলসি০০২২৭৫
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোনঃ (০৩৩) ২২৪৮-৮৬৭২, ৪০৬৬ ১৫৯০/৯৩, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৪৮-৭৫৭১
ই-মেলঃ contactus@dianatea.in, ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক সময়ের জন্য অনিরীক্ষিত একক আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ (নিচের নোটগুলো দেখুন)	স্বতন্ত্র					
		ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			অর্ধ বছর সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
		৩০.০৯.২৬ অনিরীক্ষিত	৩০.০৬.২৬ অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২৫ অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২৬ অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২৫ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২৬ পরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে আয় (নিট)	৩,৩৯৫.২৬	২২,৬১৭.৫৮	২,৯৩৫.৯৫	৬,০১২.৮৪	৪,৯৩৭.৯৭	৮,৮০৭.১২
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের আগে)	৭১২.৭৬	৫৫২.০৬	৪৪৫.৯১	১,২৬৮.৮২	৬১১.৮৭	১৪৮.৮১
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের পরে)	৭১২.৭৬	৫৫২.০৬	৪৪৫.৯১	১,২৬৮.৮২	৬১১.৮৭	১৪৮.৮১
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমের পরে)	৭১২.৭৬	৫৫১.৭৪	৪৪৫.৯১	১,২৬৮.৫০	৬১১.৮৭	১৭৫.৪৩
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়/(ক্ষতি) {(কর পরে) এবং অন্যান্য সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত ব্যাপক আয় (কর পরে)}	৭২৪.২৩	৬২৭.০০	৪৩৭.০২	১,৩৫১.২৩	৬৪৩.৩৭	১৫৯.৬৪
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (৫ টাকা পেড-আপ)	৭৪

হুমায়ুনের বাবরি মসজিদের নাম কি পাল্টে যাচ্ছে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৫ নভেম্বর ঃ এবার কি মুর্শিদাবাদের নওদার আম জনতা উন্নয়ন পার্টির বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের প্রস্তাবিত 'বাবরি মসজিদের' নাম পরিবর্তন হতে চলেছে? বৃহস্পতিবার সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় হুমায়ুন কবীরের মন্তব্য ঘিরে এই জল্পনা জোর হয়েছে। হুমায়ুন কবীর জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে অনুরোধ করেছেন মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের নাম পরিবর্তন করার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছ থেকে এই মর্মে লিখিত কোনও প্রস্তাব এলে হুমায়ুন কবীর বিষয়টি ভেবে দেখবেন বলেও জানিয়েছেন। ২০২৫ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সংসর্গ ত্যাগ করার পর হুমায়ুন কবীর গত বছর ৬ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে তাঁর প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বিতর্কিত এই মসজিদের কিছু অংশের নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে মসজিদ নির্মাণের জন্য ইঁট, পাথর, সিমেন্ট বালি ছাড়াও হুমায়ুন কবীরের ট্রাস্টকে প্রায় ৯ কোটি টাকার অনুদান দিয়েছেন বিভিন্ন ধর্মপ্রাণ মানুষ। বৃহস্পতিবার হুমায়ুন কবীর দাবি করেন, বাবরি মসজিদের নাম পরিবর্তনের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আমাকে একবার নয়, একাধিকবার বলেছেন। হুমায়ুন কবীর দাবি করেন, গত ১৮ মে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় নিজের চেম্বারে এবং ৫ আগস্ট নবান্নের ১৪ তলায় আমার সঙ্গে বৈঠকে অনুরোধ করেছিলেন, বাবরি মসজিদের নাম পরিবর্তনের জন্য। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আমাকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি বাবরি মসজিদ নির্মাণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আমার ট্রাস্ট 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া'কে লিখিতভাবে চিঠি দেবেন। সেই চিঠি পাওয়ার পর আমরা ট্রাস্টের সদস্যরা বৈঠক করে মসজিদের নাম পরিবর্তন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব। মসজিদের নাম পরিবর্তন করলে মুখ্যমন্ত্রী আমাকে মসজিদ সংক্রান্ত বাকি অন্যান্য কাজে সাহায্য করতেও প্রস্তুত বলে আশ্বাস দিয়েছেন। মসজিদ নির্মাণের জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে কোনো সাহায্য চাইছি না। তবে মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় স্কুল, হাসপাতাল বা বিশ্রামাগার তৈরির জন্য তাঁর সাহায্য নিতে আমার আপত্তি নেই। হুমায়ুন কবীর আরও দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রীর আমাকে এই অনুরোধ করার পর দীর্ঘ কয়েক মাস পার হয়ে গেলেও তাঁর তরফ থেকে কোনও চিঠি এখনও আমার ট্রাস্ট পায়নি। হুমায়ুন কবীর বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বাবরি মসজিদ নামের পরিবর্তে ওই মসজিদের নাম কাজী নজরুল ইসলাম, সিরাজদৌল্লা বা এ পি জে আবদুল কালামের নামে করার প্রস্তাব বা অন্য কোনও নামে করার প্রস্তাব দিয়ে রেখেছেন। হুমায়ুন জানান, প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের নাম পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত আমার একার নেওয়ার ক্ষমতা নেই। আগামী ৬ ডিসেম্বর আমার ট্রাস্টের একটি বৈঠক রয়েছে। সেই বৈঠকের আগে যদি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি আমার ট্রাস্ট পায়, তাহলে নাম পরিবর্তনের প্রস্তাবের বিষয়টি সেই বৈঠকে আলোচিত হবে। যদি ট্রাস্টের বাকি সদস্যরা নাম পরিবর্তনের বিষয়ে সহমত হয় তাহলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই মুহূর্তে আমি নাম পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে ভাবছি না।

চার বিভাগে ১২ পুজো কমিটিকে দেবী দুর্গা সম্মান ২০২৬

রতন দে, বালুরঘাট, ৫ নভেম্বর ঃ দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে শিল্প-সংস্কৃতি সৃজনশীলতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিভিন্ন দিককে স্বীকৃতি দিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। মণ্ডপসজ্জা থেকে প্রতিমা নির্মাণ পুজোর সামগ্রিক আয়োজন থেকে সামাজিক সচেতনতামূলক উদ্যোগ-



চারটি পৃথক বিভাগে জেলার ১২টি পুজো কমিটিকে প্রদান করা হল দেবী দুর্গা সম্মান ২০২৬, বালুরঘাটের বালুছায়া সরকারি সভাকক্ষে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে নির্বাচিত পুজো কমিটিগুলির প্রতিনিধিদের হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হয়। দুর্গাপুজোর আয়োজনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগকে সামনে আনতেই জেলা প্রশাসনের এই পুরস্কার প্রদান কর্মসূচি। জেলা প্রশাসনের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী সেরা সমাজ সচেতনতা বিভাগে সম্মানিত হয়েছে বালুরঘাটের শিবতলী ক্লাব বিংশ শতাব্দী ক্লাব এবং বালুরঘাট সৃজনী সংঘ অ্যান্ড লাইব্রেরি। পুজোকে কেন্দ্র করে সামাজিক সচেতনতার বার্তা ও জনসম্পৃক্ত উদ্যোগকে এই বিভাগের মাধ্যমে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে মণ্ডপ নির্মাণ ও সজ্জার ক্ষেত্রে সেরা মণ্ডপ বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে গঙ্গারামপুরের ব্লকপাড়া নাট্য ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি বালুরঘাটের আর্য সমিতি এবং চকভৃগু প্রগতি সংঘ। প্রতিমা নির্মাণের শৈল্পিক দিককে স্বীকৃতি জানিয়ে সেরা প্রতিমা বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে গঙ্গারামপুরের চিত্তরঞ্জন স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল ক্লাব বালুরঘাটের কচিকলা অ্যাকাডেমি এবং অভিযাত্রী ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি। এছাড়াও পুজোর সামগ্রিক আয়োজনের নিরিখে সেরা পুজো বিভাগে সম্মান পেয়েছে গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাব হিলির বিপ্লবী সংঘ এবং বালুরঘাট নিউটাউন ক্লাব অ্যান্ড পল্লী পাঠাগার। প্রতিটি বিভাগে তিনটি করে পুজো কমিটিকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ফলে জেলার বালুরঘাট গঙ্গারামপুর ও হিলি-সহ বিভিন্ন এলাকার পুজো উদ্যোক্তারা এই সম্মানের তালিকায় জায়গা পেয়েছেন। জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগে দুর্গাপুজোর কেবল উৎসবের দিকটিই নয় তার সঙ্গে যুক্ত শিল্পকলা সাংগঠনিক দক্ষতা এবং সামাজিক সচেতনতার বিষয়গুলিও গুরুত্ব পেয়েছে। পুজো কমিটিগুলির মধ্যে সৃজনশীল উদ্যোগ ও সামাজিক দায়িত্ববোধকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি জেলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে আরও বৃহত্তর পরিসরে তুলে ধরার লক্ষ্যেই এই সম্মান প্রদান করা হয়েছে। বিজয়া সম্মিলনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায় জেলাশাসক বালাসুব্রামানিয়ান টি জেলা পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সৌম্য হালদার-সহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন দুর্গাপুজো শুধু বাঙালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত নয় এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। পুজোকে ঘিরে বহু মানুষের রুজি- রোজগারের সুযোগ তৈরি হয়। জেলার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পুজোর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে আরও বড় পরিসরে তুলে ধরার আহ্বানও জানান তিনি। সব মিলিয়ে মণ্ডপ ও প্রতিমার নান্দনিকতার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতাকেও পুরস্কারের আওতায় এনে জেলার দুর্গাপুজোর বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডকে স্বীকৃতি দিল জেলা প্রশাসন।

দিঘা, তাজপুর ও মন্দারমণির সমুদ্র সৈকতে বাড়বে নিরাপত্তা, বসবে সিসিটিভি ক্যামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গ-র অন্যতম প্রধান সমুদ্র তটবর্তী পর্যটন কেন্দ্র দিঘা, তাজপুর এবং মন্দারমণিতে পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সমুদ্র সৈকতে নজরদারির জন্য অতিরিক্ত সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে। এর পাশাপাশি, পর্যটকদের ভিড় বাড়লে ড্রোন-এর মাধ্যমেও নজরদারি চালানো হবে। সমুদ্রে স্নান করার সময় ক্রমাগত ঘটে চলা দুর্ঘটনা রোধ করতেই প্রশাসন এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রশাসন সূত্রের খবর, চলতি বছরেই মন্দারমণির সমুদ্রে ডুবে প্রায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, পর্যটকরা বহু সময় নিষেধ ও সতর্কবার্তাকে উপেক্ষা করেই সমুদ্রে স্নান করতে নেমে পড়েন। যার ফলে দুর্ঘটনার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিঘার পাশাপাশি মন্দারমণিতেও সারা বছরই পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকে। বিশেষ করে ছুটির দিন ও সপ্তাহান্তে সৈকতগুলোতে ভিড় বহুগুণ বেড়ে যায়। সামনেই ডিসেম্বর মাস, যা পর্যটনের মূল মরসুম। এই সময়ে ছুটি কাটাতে আসা পর্যটক ছাড়াও বহু মানুষ সৈকতের বিভিন্ন অংশে পিকনিক করতে আসেন। এই পরিস্থিতিতে সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার মতো ঘটনা রুখতে আগেভাগেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার প্রস্তুতি শুরু করেছে প্রশাসন। দিঘা থেকে মন্দারমণি পর্যন্ত সমুদ্র সৈকতে নজরদারির জন্য উদ্ধারকারীর (নুলিয়া) সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে দিঘা-শঙ্করপুর, তাজপুর ও মন্দারমণির সৈকতে মোট ১১০ জন উদ্ধারকারী মোতায়েন রয়েছেন, যার মধ্যে ১৪ জন কাজ করছেন মন্দারমণিতে। তবে উদ্ধারকারীর সংখ্যা বাড়ানো সত্ত্বেও প্রায় ১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র সৈকতের সর্বত্র কড়া নজরদারি রাখা পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষে বেশ চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় হোটেল মালিক সংগঠনগুলোও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এই বিষয়ে। এই সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করেই সমুদ্র সৈকতের বিভিন্ন অংশে অতিরিক্ত সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো এবং ভিড় বাড়লে ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। দীঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা প্রতীক অশোক ধূমল জানিয়েছেন, দীঘা ও মন্দারমণিতে আসা পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই প্রশাসনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। তবে এর জন্য প্রশাসনের পাশাপাশি পর্যটক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদেরও সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে।

শক্তিগড়ে হোটেলে পুলিশের হানা, আটক এক মহিলা সহ ৩

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৫ নভেম্বর ঃ বর্ধমানের শক্তিগড়ে আবার একটি হোটেলে অভিযান চালাল শক্তিগড় থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থিত 'দি হোটেল সানসাইন'-এ হানা দেয় শক্তিগড় থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই হোটেলে দীর্ঘদিন ধরে অনৈতিক কাজকর্ম চলার অভিযোগ ছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই শক্তিগড় থানার ওসি তাপস শীলের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে এক মহিলাকে-সহ মোট ৩ জনকে আটক করা হয়েছে। আটক পুরুষদের মধ্যে একজন হোটেলের ম্যানেজার বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, হোটেলের ম্যানেজার এই কারবারের সঙ্গে বিজেপির যোগসাজশ রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। তার এই মন্তব্যকে ঘিরেও নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনা তৈরি হয়েছে। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা এখনও যাচাই করা যায়নি। হোটেলটির সঙ্গে আর কারা জড়িত, সেখানে দীর্ঘদিন ধরে কী ধরনের কার্যকলাপ চলছিল এবং ম্যানেজারের করা রাজনৈতিক যোগসাজশের অভিযোগের পিছনে কতটা সত্যতা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে এসএণ্ডটি সহযোগী কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসএণ্ডটি/এপিডিজে /২০ তারিখঃ ০৩-১১-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেণ্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-২০-২০২৬-২৭। কাজের নামঃ** জ্যেষ্ঠ এডিইএন/I/নিউ কোচবিহারের অধীনে বেটগারা-আল্টাগ্রামের মধ্যের ৫০/৯-৫১/৬ কিলোমিটারের মধ্যে স্থিত স্থায়ী গতি পরিবর্তনের উপরে পাইল ফাউণ্ডেশনে ১ × ১২.২ মিটার পিএসসি স্লেব সহিত সেতু নং. ৫৮ এর পুনরনির্মাণ (এসএণ্ডটি সহযোগী কাজ)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩৫,৮৫,৬৭২.৫০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৭১,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-১১-২০২৬** তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ২৭-১১-২০২৬** তারিখে ই-টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি)/আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিএমই (টিআরএস)/খড়গপুর, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর - ৭২১৩০১ আইটেমগুলির জন্যে উল্লিখিত তারিখের ১৫:০০ টার আগে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (সিঙ্গেল টেন্ডার) আহ্বান করছেন এবং খোলা হবে ১৫:৩০ টার পরে। **ই-টেন্ডার নোটিশ নং: কেজিপিই-এএমসি-সিমেন্স-এসআইভি-১২৬; কাজের নাম:** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের কেজিপিই/কেজিপি, ইএলএস/এসআরসি এবং ইএলআইএন/বিকেএসসি-এর বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভে লাগানো সিমেন্স ব্রান্ডের ১৮০ কেভিএ স্ট্যাটিক ইনভার্টারের ওইএম -এর সাথে সার্বিক এএমসি; **কাজের আনুমানিক মূল্য (টাকায়):** ₹ ৩,৮৬,৪৮,২১২.০৮ জিএসটি সহ; **বায়না মূল্য (টাকায়):** ₹ ৭,৭৩,০০০; **ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময়:** ২৫/১১/২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়; **টেন্ডার নথির মূল্য (টাকায়):** শূন্য; **টেন্ডারের ধরণ:** সিঙ্গেল; **কাজের সময়সীমা:** ২৪ মাস। ইচ্ছুক ঠিকাদারেরা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বিবরণী/স্পেসিফিকেশন জানার জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের দর জমা দিতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এই কাজগুলোর জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **(PR- 974)**

Government of West Bengal
WBSRDA, BANKURA DIVISION
CORRIGENDUM AGAINST TENDER NOTICE

Corrigendum against e-NIT No.- 100/WBSRDA/BANK/POTHOLE/LABOUR of 2026-2027 (1st Call)., for extension of time due to insufficient bidders in Tender ID No. 2026_PRD_5081082_1, Closing date of Bid Submission is 12/11/2026. For details visit https://www.tenders.wb.gov.in.

Sd/-
E.E. WBSRDA, Bankura Div.
Memo No-318/(1)/ADV/DICO/BNK
Dt.- 05.11.2026

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work:
Name of Work: 1 "Temporary Installation of CCTV Surveillance System at Birsha Munda Memorial College Ground, Pirrah, Bankura, in connection with the proposed visit of the Hon'ble Chief Minister, Government of West Bengal, on the occasion of Badhna Parab Festival on 12.11.2026."
2." Temporary Installation of CCTV Surveillance System at Helipad Ground and Approach Roads, Pirrah, Bankura, in connection with the proposed visit of the Hon'ble Chief Minister, Government of West Bengal, on the occasion of Badhna Parab Festival on 12.11.2026."
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No:WBPWD/EE/BIT/**NIQ-124 & 125 of 2026-27**
Last date of submission of Quotation: **09.11.2026 up to 11:00 AM.**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকট, হাওড়া - ৭১১১০১ কর্তৃক অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন, তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **ডিইএন/ও/এইচডব্লুএইচ এর অধীনে; ই-টেন্ডার নং. ২৮৫_২০২৬-২৭; কাজের বিবরণ :** হাওড়া ডিভিসন - সিনিয়র ডিইএন/সি/হাওড়া-এর অধীনে - মোট সিটিআর(পি) - ১৩.৭৭৬ টিকেএম, নিম্নলিখিত স্থানসমূহে - হাওড়া - বালি : ডাউন ০.৯৯ - ১.৩৮ = ০.৩৯ কিমি, রিভার্স ০.৯৯ - ১.২৩৬ = ০.২৪৬ কিমি, রিভার্স ১.৪৪৫-২ = ০.৫৫৫ কিমি, আপ ২.৯৬ - ৪.৫২২ = ১.৫৬২ কিমি, হাওড়া - বালি কর্ড: ডাউন কর্ড ০.৮৭৫ - ১.১৬ = ০.২৮৫ কিমি, হাওড়া পিএফ৪ ০.১৩ - ০.২৭৮ = ০.১৪৮ কিমি, হাওড়া পিএফ৯ ০.২ - ০.৪৬ = ০.২৬ কিমি, আপ কর্ড ০.৯৬ - ১.১২৫ = ০.১৬৫ কিমি, আপ কর্ড পিএফ৭ ০.০৭ - ০.৪ = ০.৩৩ কিমি, হাওড়া - সাঁতরাগাছি : আপ ১.০০৫ - ১.১১৫ = ০.১১ কিমি, ব্যাণ্ডেল - কাটোয়া : ডাউন ৪২.৯৩৫ - ৪৬ = ৩.০৬৫ কিমি, আপ ২১.৮২১ - ২৮.৪৮১ = ৬.৬৬ কিমি এবং টিএসআর(পি) - ২৩.১০৬ টিকেএম এই স্থানগুলিতে - হাওড়া - বালি : ডাউন ২ - ৬ = ৪ কিমি, আপ ৪.৫২২ - ৬ = ১.৪৭৮ কিমি, হাওড়া পিএফ লাইন ১৫ ০.০৫ - ০.৩৯ = ০.৩৪ কিমি, হাওড়া পিএফ লাইন ১৮ ০.০৯৬-০.৩ = ০.২০৪ কিমি, ব্যাণ্ডেল - কাটোয়া : ডাউন ১০.২১৫ - ১০.৪ = ০.১৮৫ কিমি, ডিএন ২৮ - ৩২ = ৪ কিমি কাটোয়া আজিমগঞ্জ : ডাউন ১৩৫ - ১৪০.৯২৫ = ৫.৯২৫ কিমি, ডাউন ১৬৯.২২৬ - ১৭৫ = ৫.৭৭৪ কিমি, ডাউন ১৬৩.৮ - ১৬৫ = ১.২ কিমি, ঠিকাদারদের নিজস্ব পি কিউ আর এস পোর্টাল (২টি) দ্বারা ২৪ কিমি এবং গ্যান্ট্রি দ্বারা (রেলওয়ে পোর্টাল - ১০ কিমি এবং হাতেহাতে ম্যানুয়াল - ২.৮৮২ কিমি) ও অন্য যেকোনো আনুষঙ্গিক কাজ); **আনুমানিক মূল্য :** ৯,৬০,৯৩,৯৮৭.৮৭ টাকা; **বায়না অর্থ :** ১৯,২১,৯০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** স্বীকৃতি পত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৬.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টোয়; টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। www.ireps.gov.in. ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতেঅনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ প্রদান: ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্য :** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এর আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) রূপে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না। (HWH-428/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in - এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work:
Name of Work: 1 "Temporary Installation Sound System at Birsha Munda Memorial College Ground, Pirrah, Bankura, in connection with the proposed visit of the Hon'ble Chief Minister, Government of West Bengal, on the occasion of Badhna Parab Festival on 12.11.2026."
2." Temporary Installation of AV System, LED Giant Screens and Internet Connectivity at Birsha Munda Memorial College Ground, Pirrah, Bankura, in connection with the proposed visit of the Hon'ble Chief Minister, Government of West Bengal, on the occasion of Badhna Parab Festival on 12.11.2026."
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION **No:WBPWD/EE/BIT/NIQ-126 & 127 of 2026-27**
Last date of submission of Quotation: **09.11.2026 up to 11:00 AM.**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

Kaknan SKUS LTD
Regn. No. 21 HG Date: 29/09/1975
Vill – Kaknan, P.O. – Bandar, P.S. – Khanakul, Dist. – Hooghly
NOTICE

It is hereby informed to all the members of this society icw BOD election-2026 voters list will be published as per following schedule.
1. Draft voters list: On 06.11.2026 at notice board of the Society, G.P. & P.O.
2. Submission of claims and objections: 06.11.26 to 13.11.26 on any working days from 11 AM to 3 PM at society office.
3. Hearing of claims and objections: 17.11.26 from 11 AM to 3 PM at society office.
4. Final voters list: 19.11.26 at society notice board.

Sd/- Asst. Returning Officer Kaknan SKUS Ltd.
Date: 05.11.26

আদ্রা ডিভিসনে ক্যাটারিং, পার্কিং ও পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট চুক্তির জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়ার ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিবরণ নিম্নরূপ ঃ **ক্যাটিগরি ঃ** ক্যাটারিং। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** সিএটিজি৫৯। **লট নং/ক্যাটিগরি ঃ** (i) সিএটিজি-এডিআরএ-এমএইচকিউ-জিএমইউ-১০৩-২৬-১ [ক্যাটারিং- জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)]), (ii) সিএটিজি-এডিআরএ-বিইউআরএন-জিএমইউ-৪৭-২৬-১ [ক্যাটারিং- জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)]), (iii) সিএটিজি-এডিআরএ-জেওসি-এসএমইউ-৯৮-২৬-১ [ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)]), (iv) সিএটিজি-এডিআরএ-এডিআরএ-এসএমইউ-৮০-২৪-১ [ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)]), (v) সিএটিজি-এডিআরএ- বিইউআরএন-এসএমইউ-৮৬-২৬-২ [ক্যাটারিং- স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)]।. **অকশন শুরু (সকল লট) ঃ** ১২.১১.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২টায়। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** (i) ১২.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট, (ii) ১২.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৪০ মিনিট, (iii) ১২.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৫০ মিনিট, (iv) ১২.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.০০টা, (v) ১২.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.১০ মিনিট।
ক্যাটিগরি ঃ পে অ্যান্ড ইউজ। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পেএনইউ৪২। **লট নং/ক্যাটিগরি ঃ** (i) পিএনইউ-এডিআরএ-এডিআরএ-টিওআই-৬১-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটস); (ii) পিএনইউ-এডিআরএ-বিকেএসসি-টিওআই-৪৭-২৫-৩ (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটস)। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ২০.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টায়। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** (i) ২০.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। (ii) ২০.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৪০ মিনিট।
ক্যাটিগরি ঃ পার্কিং। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পার্ক১৩১। **লট নং/ক্যাটিগরিঃ** পার্কিং-এডিআরএ-সিএনআই-এমএক্স-৮৪-২৬-২ (পার্কিং-মিক্সড)। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ১৩.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টায়। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ১৩.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। **দ্রষ্টব্যঃ** সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে **(www.ireps.gov.in)** ই-অকশন লিভিং মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোন জিজ্ঞাস্য/স্পষ্টীকরণের জন্য, যদি থাকে, নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

(PR-975) **সিনিয়ার ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা**
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

E-Teneder Notice

e-Tenders are invited for Different type of work under VB-G RAM G & SBM fund in **N.I.e.T. No.– 05/HBDO/VBGRAMG & SBM/2026-27**. Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in.** The last date of submission for NIeT up to **14.00 hours** on dated **19/11/2026** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Block Development Officer
Hariharpara, Murshidabad

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল আরিফ মল্লিক, পিতা - সামসুদ্দিন মল্লিক, সাং- সারেঙ্গা, থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ১১.১২.২০২৫ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৬০৬

শেষ হল ২৩ বছরের রোনাল্ডো-যুগ!

৬ নভেম্বর ঃ শেষ পর্যন্ত পর্দা নামল এক বর্ণময় অধ্যায়ের! পর্তুগালের জার্সিতে আর দেখা যাবে না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে। দীর্ঘ ২৩ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি টানার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী মহাতারকা। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বাধিক গোল এবং সর্বাধিক ম্যাচ খেলার নজির গড়েই বিদায় জানালেন সিআর সেভেন। তাঁর অবসরের খবরে স্বাভাবিকভাবেই আবেগপ্রবণ ফুটবলবিশ্ব। ইউরো কাপ থেকে উয়েফা নেশনস লিগ, পর্তুগালের ফুটবল ইতিহাসে একের পর এক সাফল্যের নেপথ্যে থাকা কিংবদন্তির বিদায়ে শেষ হতে চলেছে একটি স্বর্ণযুগ। নিজের সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউণ্টে একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে অবসরের সিদ্ধান্ত জানান রোনাল্ডো। সেখানে পর্তুগালের সাত নম্বর জার্সির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন তিনি। বিদায়ী বার্তায় রোনাল্ডো বলেন, পর্তুগালের মানুষকে জানাতে চাই, জাতীয় দলের সাত নম্বর জার্সি তুলে রাখার সময় এসে গিয়েছে। তেইশটা বছর ধরে এই জার্সি পরার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। তাঁর এই ঘোষণার পরই আবেগের স্রোত বইতে শুরু করেছে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে। পর্তুগালের হয়ে রোনাল্ডোর কেরিয়ার শুধুমাত্র গোল কিংবা ব্যক্তিগত রেকর্ডে সীমাবদ্ধ নয়। দেশের ফুটবল ইতিহাসে প্রথমবার বড় আন্তর্জাতিক ট্রফি জয়ের অন্যতম নায়ক তিনি। ২০১৬ সালে ফ্রান্সকে হারিয়ে ইউরো কাপ জিতেছিল পর্তুগাল। সেই ঐতিহাসিক দলের অধিনায়ক ছিলেন সিআর সেভেন। এরপর ২০১৮-১৯ এবং ২০২৪-২৫ মরশুমে উয়েফা নেশনস লিগ জয়ের সাফল্যও এসেছে তাঁর নেতৃত্বে। জাতীয় দলের হয়ে তাঁর পরিসংখ্যানও অবিশ্বাস্য। ২৩৪টি ম্যাচে ১৪৬টি গোল করেছেন রোনাল্ডো। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বাধিক গোলের রেকর্ড তাঁর দখলে। দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে পর্তুগালের আক্রমণভাগের প্রধান ভরসা ছিলেন তিনি। বয়স বাড়লেও গোল করার খিদে এবং জয়ের মানসিকতায় কখনও ভাটা পড়েনি। তবে তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের শেষ পর্ব নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। গত অক্টোবরে পর্তুগাল শিবিরে কোচ জর্জে জেসুসের সঙ্গে মতবিরোধের খবর সামনে আসে। নেশনস লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রোনাল্ডোকে প্রথম একাদশে না রাখার সিদ্ধান্ত ঘিরে তৈরি হয় বিতর্ক। অভিযোগ, ওয়ার্মআপ করানোর পরও তাঁকে মাঠে নামানো হয়নি। ডেনমার্কের বিরুদ্ধেও রিজার্ভ বেঞ্চে রাখা হয়েছিল তারকাকে। এরপরই শিবির ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফুটবলমহলে তীব্র চর্চা শুরু হয়। পর্তুগালের ফুটবল সংস্থার তরফে তাঁকে ৩০ দিনের জন্য নির্বাসিত করার খবরও সামনে আসে। যদিও রোনাল্ডো সেই শাস্তি মেনে নেন।

ভারতের 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে' ধ্বংস পাকিস্তান, জয় দিয়ে সাফ অভিযান শুরু সুহেলদের

ঢাকা, ৬ নভেম্বর ঃ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দাপুটে শুরু, শেষদিকে চরম নাটক! ফুটবলের মাঠেও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল ভারত। বৃহস্পতিবার ঢাকায় অনূর্ধ্ব-২৩ সাফের ম্যাচে পাকিস্তানকে ৩-২ গোলে হারাল নৌশাদ মুসার দল। প্রথম ৩২ মিনিটের মধ্যেই তিন গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছিল ভারত। কিন্তু শেষ দিকে পরপর দু'টি গোল করে লড়াইয়ে ফেরার চেষ্টা করে পাকিস্তান। শেষ মুহূর্তে গোলরক্ষক অর্শ শেখের অসাধারণ সেভ না থাকলে হাতছাড়া হতে পারত ভারতের জয়। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল ভারত। প্রথম কয়েক মিনিটেই পাকিস্তানের রক্ষণে চাপ তৈরি করতে শুরু করেন সুহেল ভাট, মাংলেনথাং কিপগেনরা। ১৩ মিনিটে সেই আক্রমণের সুফল মেলে। মহম্মদ সুহেলের মাপা পাস ধরে বক্সে ঢুকে ডান পায়ের দুরন্ত শটে ভারতকে এগিয়ে দেন সুহেল ভাট। গোলের ছয় মিনিটের মধ্যেই ব্যবধান দ্বিগুণ করে ভারত। অভিষেক সূর্যবংশীর নিখুঁত থ্রু পাস ধরে বক্সের বাঁ দিক দিয়ে ঢুকে ঠান্ডা মাথায় বল জালে জড়িয়ে দেন সুহেল। জোড়া গোল করে দলকে চালকের আসনে বসিয়ে দেন তিনি। এরপরও থামেনি ভারতের আক্রমণ। ৩২ মিনিটে তৃতীয় গোল করে পাকিস্তানের



প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা কার্যত কঠিন করে দেয় ভারত। নওফল পিএনের বাড়ানো বল ধরে বাঁ পায়ের নিখুঁত শটে গোল করেন মাংলেনথাং কিপগেন। মাত্র ৩২ মিনিটের মধ্যেই ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় নীল জার্সিধারীরা। তবে ৩৪ মিনিটে ম্যাচে ফেরার সুযোগ পেয়েছিল পাকিস্তান। অভিষেক সূর্যবংশীর ফাউলের সুবাদে পেনাল্টি পায় তারা। কিন্তু স্পটকিক থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন শায়াক দস্তা তাঁর শট ক্রসবারের উপর দিয়ে চলে যায়। পরের মিনিটেই ব্যবধান আরও বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলেন সুহেল। কিন্তু কিপগেনের পাস থেকে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি তিনি। দ্বিতীয়ার্ধেও গোলের ব্যবধান বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যায় ভারত। ৫৩ মিনিটে পাকিস্তানের গোলরক্ষক ইউসুফ বাটকে এগিয়ে আসতে দেখে চিপ শট নিয়েছিলেন কিপগেন। কিন্তু অল্পের জন্য বল চলে যায় ক্রসবারের উপর দিয়ে। ৬০ মিনিটে আদিসন সিংয়ের শট আটকে দেন পাকিস্তানের গোলরক্ষক। এরপরও একাধিক সুযোগ তৈরি করেছিল ভারত। কিন্তু গোলের মুখ খুলতে পারেননি কিপগেন, অভিষেকরা। ম্যাচের শেষদিকে অবশ্য বদলে যায় ছবিটা। ৮৩ মিনিট থেকে আক্রমণের গতি বাড়ায় পাকিস্তান। একাধিকবার ভারতের রক্ষণে চাপ তৈরি করে তারা। অবশেষে সংযুক্ত সময়ের প্রথম মিনিটে গোল পায় পাকিস্তান। জুনেইদ শাহের ক্রস থেকে দুরন্ত হেডে ব্যবধান কমান নাজিব উল্লাহ। এরপর ৯০৪ মিনিটে ফের গোল করে ভারতীয় শিবিরে আতঙ্ক ধরিয়ে দেয় পাকিস্তান। ম্যাককিল আবদুল্লার ক্রস থেকে ডান পায়ের শটে বল জালে জড়িয়ে দেন আলমগির গাজি। মুহূর্তের মধ্যে ৩-০ থেকে ৩-২ হয়ে যায় ম্যাচের ফল। শেষ মুহূর্তে সমতা ফেরানোর মরিয়া চেষ্টা চালায় পাকিস্তান। ৯০৫ মিনিটে ম্যাককিলের দূরপাল্লার শট দুরন্ত দক্ষতায় আটকে দেন ভারতীয় গোলরক্ষক অর্শ শেখ। শেষ পর্যন্ত ৩-২ ব্যবধানে জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে ভারত। সুহেলের জোড়া গোল এবং কিপগেনের একটি গোল জয় নিশ্চিত করলেও শেষদিকে রক্ষণভাগের দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বড় ব্যবধানে এগিয়ে থেকেও যেভাবে ম্যাচ কঠিন করে তুলল ভারত, তা নিঃসন্দেহে চিন্তার বিষয় কোচ নৌশাদ মুসার কাছে। পরের ম্যাচের আগে তাই আক্রমণের ধার বজায় রাখার পাশাপাশি রক্ষণ মজবুত করাই হবে ভারতের প্রধান লক্ষ্য।

৮৫টি সেঞ্চুরিও হার মানল ৪৩ রানের কাছে! জন্মদিনে বিরাটের সেরা ইনিংসের পছন্দ শুনে অবাক ক্রিকেটবিশ

মুম্বই, ৬ নভেম্বর ঃ বিরাট কোহলির ব্যাট থেকে এসেছে একের পর এক অবিশ্বাস্য ইনিংস। কখনও ১৮৩, কখনও অপরাজিত ১৩৩, আবার কখনও ১৬০ রানের বিধ্বংসী ব্যাটিং। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি করে একাধিক রেকর্ড নিজের নামে করেছেন তিনি। অথচ নিজের কেরিয়ারের সেরা ওয়ানডে ইনিংস বেছে নিতে গিয়ে সবাইকে চমকে দিলেন কিং কোহলি। তাঁর পছন্দের তালিকায় জায়গা পেল না কোনও শতরান! এমনকী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৮৩ কিংবা বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ৮৫ রানও নয়। বরং মাত্র ৪৩ রানের একটি ইনিংসকেই নিজের সেরা বলে বেছে নিলেন ভারতীয় তারকা। জন্মদিনের আগে স্টার স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাকারে নিজের এই পছন্দের কথা জানিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার ৩৮ বছরে পা দিয়েছেন বিরাট। তার আগে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ওয়ানডে ক্রিকেটে নিজের সেরা ইনিংস কোনটিকে মনে করেন? প্রথমেই ২০১১ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে করা ৩৫ রানের ইনিংসের কথা উল্লেখ করেন কোহলি। তবে শেষ পর্যন্ত সেই ইনিংসও জায়গা পায়নি তাঁর চূড়ান্ত পছন্দের তালিকায়। এরপর একে একে আলোচনায় আসে কোহলির একাধিক স্মরণীয় ইনিংস। ২০১২ সালে হোবার্টে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে অপরাজিত ১৩৩ রান, ২০২৩ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চাপের মুখে করা ৮৫ রান, ২০১৭ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১২২ এবং ২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কেপটাউনে অপরাজিত ১৬০ রান। কিন্তু এত বড় বড় ইনিংসকেও পিছনে ফেলে দেয় তাঁর পছন্দের একটি বিশেষ ম্যাচ। শেষ পর্যন্ত ২০১৩ সালের চ্যাম্পিয়ন্স



ট্রফির ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে করা ৪৩ রানকেই সেরা হিসেবে বেছে নেন বিরাট। কেন এই ইনিংস এতটা বিশেষ? বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি ৫০ ওভারের পরিবর্তে ২০ ওভারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৬৬ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে চরম বিপাকে পড়ে ভারত। সেই কঠিন পরিস্থিতিতে রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়েন কোহলি। দু'জনের ৪৭ রানের জুটি ভারতকে লড়াইয়ে ফেরায়। কোহলির ৪৩ এবং জাদেজার ৩৩ রানের সুবাদে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১২৯ রান তোলে ভারত। পরে ইংল্যান্ডকে ৫ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে নেয় মহেন্দ্র সিং ধোনির দল। কোহলির এই পছন্দ বুঝিয়ে দেয়, তাঁর কাছে ইনিংসের গুরুত্ব শুধুমাত্র ব্যক্তিগত রান কিংবা সেঞ্চুরির সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়। দলের কঠিন সময়ে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া গিয়েছে, সেটাই হয়তো তাঁর কাছে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোহলির ঝুলিতে রয়েছে একাধিক বিশ্বমানের কীর্তি। একটি ওয়ানডে বিশ্বকাপ, একটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, দুটি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং দুটি আইপিএল খেতাব জিতেছেন তিনি। ওয়ানডেতে তাঁর সংগ্রহ ১৫ হাজারেরও বেশি রান এবং ৫৫টি শতরান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অন্যতম সফল ব্যাটার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। তবু এত রেকর্ড, এত শতরানের ভিড়ে নিজের সেরা ইনিংস হিসেবে বেছে নিলেন মাত্র ৪৩ রানকে। আসলে ক্রিকেটে সব সময় বড় রানই সেরা ইনিংস হয়ে ওঠে না। কখনও দলের বিপর্যয়ের মুহূর্তে খেলা ছোট্ট ইনিংসই হয়ে ওঠে ইতিহাসের অংশ। জন্মদিনের আগে সেই কথাই যেন আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন কিং কোহলি।

ধোনির চেন্নাইয়ে বড় চমক! খলিলকে ছেড়ে অর্ধেকেরও কম বেতনে লিয়াম লিভিংস্টোন



মুম্বই,৬ নভেম্বর ঃ আইপিএলের নতুন মরশুম শুরুর আগেই দলবদলের বাজারে বড়সড় চমক। নিলামের আগে একসঙ্গে চার ক্রিকেটারকে অদলবদল করল চেন্নাই সুপার কিংস ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। মহেঃদ্র সিং ধোনির দলে যোগ দিচ্ছেন ইংল্যান্ডের বিধ্বংসী অলরাউন্ডার লিয়াম লিভিংস্টোন। অন্যদিকে, চেন্নাইয়ের পেস বিভাগের অন্যতম ভরসা খলিল আহমেদকে দলে টেনে নিচ্ছে হায়দরাবাদ। শুধু খলিল নন, সিএসকে থেকে সানরাইজার্সে যাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার পেসার নাথান এলিসও। বিনিময়ে হায়দরাবাদ থেকে চেন্নাইয়ে আসছেন অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডার জ্যাক এডওয়ার্ডস। অর্থা নিলামের আগেই চার ক্রিকেটারকে নিয়ে বড়সড় রদবদল দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির। বিশেষ নজর কেড়েছে লিভিংস্টোনের চেন্নাইয়ে যোগ দেওয়া। গত মরশুমের তুলনায় অর্ধেকেরও কম বেতনে এবার ধোনির দলের হয়ে খেলবেন তিনি। আগামী ১৬ ডিসেম্বর গোয়ায় বসতে চলেছে আইপিএলের নিলামের আসর। তার আগে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত ক্রিকেটারদের ধরে রাখা ও ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির। তবে ট্রেড উইন্ডোর মাধ্যমে ক্রিকেটার অদলবদলের সুযোগ থাকছে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই চেন্নাই ও হায়দরাবাদ এই বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত মরশুমে ১৩ কোটি টাকা খরচ করে লিয়াম লিভিংস্টোনকে দলে নিয়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফরম্যান্স করতে পারেননি ইংল্যান্ডের এই বিধ্বংসী ব্যাটার। দলের প্রথম একাদশেও নিয়মিত জায়গা হয়নি তাঁর। ফলে তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল। এবার মাত্র ৬ কোটি টাকার বিনিময়ে লিভিংস্টোনকে দলে নিল চেন্নাই সুপার কিংস। অর্থা আগের মরশুমের তুলনায় প্রায় অর্ধেকেরও কম বেতনেই খেলবেন তিনি। লিভিংস্টোনকে পেয়ে চেন্নাইয়ের ব্যাটিং বিভাগ যে বাড়তি শক্তি পাবে, তা বলাই যায়। বিশেষ করে লোয়ার মিডল অর্ডারে দ্রুত রান তোলার পাশাপাশি বল হাতেও কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেন এই ইংরেজ অলরাউন্ডার। ধোনির দলের পরিকল্পনায় তাঁর অন্তর্ভুক্তি তাই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু লিভিংস্টোন নন, হায়দরাবাদ থেকে আরও এক অলরাউন্ডারকে দলে নিয়েছে চেন্নাই। তিনি অস্ট্রেলিয়ার জ্যাক এডওয়ার্ডস। গত মরশুমে ৩ কোটি টাকায় সানরাইজার্সে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। এবার একই বেতন অর্থা ৩ কোটি টাকাতেই চেন্নাইয়ের জার্সিতে দেখা যাবে তাঁকে। ফলে ব্যাটিং ও বোলিং-দুই বিভাগেই বিকল্প বাড়ানোর চেষ্টা করছে সিএসকে। অন্যদিকে, চেন্নাই থেকে হায়দরাবাদে যাচ্ছেন দুই পেসার। তাঁদের মধ্যে অন্যতম খলিল আহমেদ। একসময় ভারতীয় জাতীয় দলের নিয়মিত মুখ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল তাঁর। কিন্তু বারবার চোটের সমস্যায় কেরিয়ার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। গত মরশুমেও মাত্র পাঁচটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। এবার ৪.৮ কোটি টাকার বিনিময়ে তাঁকে দলে নিয়েছে সানরাইজার্স। পাশাপাশি ২ কোটি টাকায় নাথান এলিসকেও নিজেদের দলে নিচ্ছে হায়দরাবাদ। ফলে পেস বিভাগকে আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। এদিকে, আইপিএলের দলবদলের বাজারে আরও একটি বড় নাম ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে। তিনি হার্দিক পাণ্ডিয়া। আগামী মরশুমে কোন দলের হয়ে খেলবেন ভারতীয় অলরাউন্ডার, তা নিয়ে চলছে নানা আলোচনা। তাঁকে পাওয়ার দৌড়ে রয়েছে একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি। চেন্নাই সুপার কিংসও হার্দিককে দলে নেওয়ার বিষয়ে আগ্রহী বলে খবর। তবে কেকেআর এবং রাজস্থান রয়্যালসও তাঁকে পাওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে বলে জল্পনা। সব মিলিয়ে নিলামের আগেই আইপিএলের ট্রেড উইন্ডোতে উত্তেজনা তুঙ্গে। লিভিংস্টোনের মতো বিধ্বংসী অলরাউন্ডারকে পেয়ে চেন্নাই কতটা লাভবান হয় এবং খলিল-এলিসকে নিয়ে হায়দরাবাদ কতটা শক্তিশালী হয়ে ওঠে, এখন সেটাই দেখার।

ইডেনে বাংলার লজ্জার হার! শামির ৪ উইকেটও বাঁচাতে পারল না দলকে, ১০ উইকেটে জিতে শীর্ষে মহারাষ্ট্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ নভেম্বর ঃ ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেন্সে চূড়ান্ত ব্যর্থ বাংলা। রঞ্জি ট্রফিতে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কার্যত আত্মসমর্পণ করল অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল। ব্যাটিং বিপর্যয়ের জেরে দুই ইনিংসেই বড় রান তুলতে ব্যর্থ বঙ্গ ব্রিগেড। প্রথম ইনিংসে ১৪৩ রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার সংগ্রহ মাত্র ১৮৬। ফলে জয়ের জন্য মহারাষ্ট্রের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় মাত্র ১১২ রান। সেই রান অনায়াসেই তুলে নেয় পৃথ্বী শ-র দল। ১০ উইকেটে জিতে বোনাস-সহ ৭ পয়েন্ট ঘরে তুলল মহারাষ্ট্র। এই হারের ফলে এলিট গ্রুপ সি-র শীর্ষস্থানও হারাল বাংলা। চার ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে উঠে এল মহারাষ্ট্র। ১৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেল লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। ম্যাচ বাঁচাতে দ্বিতীয় ইনিংসে বড় রান করতেই হত বাংলাকে। কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারলেন না বঙ্গ ব্যাটাররা। প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যর্থতার ছবিটা বদলাল না। শাহবাজ আহমেদ কোনও রান না করেই প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। তবে একদিকে লড়াই চালিয়ে যান অভিষেক পোড়েল এবং সুমন্ত গুপ্ত। সপ্তম উইকেটে তাঁদের ৬৪ রানের জুটি কিছুটা আশা জাগিয়েছিল। কিন্তু পোড়েল ৬৫ রান করে আউট হতেই সেই প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। সুমন্ত শেষ পর্যন্ত লড়াই করে ৫৯ রান করেন। কিন্তু তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিতে পারেননি বাকি ব্যাটাররা। শেষ পর্যন্ত ১৮৬ রানেই শেষ হয়ে যায় বাংলার দ্বিতীয় ইনিংস। এরপর জয়ের জন্য মাত্র ১১২ রানের লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে নামে মহারাষ্ট্র। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন দুই ওপেনার পৃথ্বী শ এবং শচীন দাস। বাংলার বোলারদের কোনও সুযোগ না দিয়েই দ্রুত রান তুলতে থাকেন তাঁরা। অধিনায়কোচিত ইনিংস খেলেন পৃথ্বী। মাত্র ৫০ বলে ৫৩ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। তাঁর ইনিংসে ছিল তিনটি চার ও চারটি ছক্কা। অন্যদিকে শচীন দাস ৬৮ বলে অপরাজিত ৬১ রান করেন। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ১০টি চার। শেষ পর্যন্ত কোনও উইকেট না হারিয়েই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় মহারাষ্ট্র। অথচ ম্যাচের শুরুতে লড়াইয়ে ছিল বাংলা। মহম্মদ শামির দুরন্ত বোলিংয়ে একসময় মাত্র ৬৪ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল মহারাষ্ট্র। শামি একাই তুলে নেন চারটি উইকেট। মনে হয়েছিল, প্রতিপক্ষকে অল্প রানে আটকে রেখে বড় লিড নেওয়ার সুযোগ রয়েছে বাংলার সামনে। কিন্তু সেখান থেকেই ঘুরে দাঁড়ায় মহারাষ্ট্র। শেষ চার উইকেটে ১৫৪ রান যোগ করে তারা। আট নম্বরে ব্যাট করতে নেমে তনয় সাঙ্ঘাভি অপরাজিত ৬০ রান করে বাংলার যাবতীয় পরিকল্পনা ভেস্তে দেন। ফলে শামির দুরন্ত বোলিংও শেষ পর্যন্ত কোনও কাজে এল না। বাংলার হয়ে দুই ইনিংসেই ব্যাট হাতে একমাত্র উল্লেখযোগ্য লড়াই করেছেন অভিষেক পোড়েল। প্রথম ইনিংসে ৫৪ রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও করেন ৬৫। কিন্তু দলের অন্য ব্যাটারদের ব্যর্থতায় তাঁর লড়াই বিফলে যায়।

ফুটবলারদের ফিট করতে এবার নাসার দ্বারস্থ আর্সেনাল, মহাকাশবিজ্ঞানে ভরসা আর্তেতার

৬ নভেম্বর ঃ ফুটবলের মাঠে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই যতটা কঠিন, তার চেয়েও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে ফুটবলারদের চোট-আঘাত। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দলের সেরা খেলোয়াড়দের মাঠের বাইরে চলে যেতে হওয়ায় বারবার সমস্যায় পড়তে হচ্ছে কোচদের। বদলাতে হচ্ছে প্রথম একাদশ, নতুন করে সাজাতে হচ্ছে রণকৌশল। এই সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরেই ভুগছে ইংল্যান্ডের অন্যতম জনপ্রিয় ক্লাব আর্সেনাল। বুকায়ো সাকা থেকে উইলিয়াম সালিবা, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার চোটের কারণে মাঠের বাইরে থেকেছেন। এবার সেই সমস্যা সমাধানে অভিনব পথে হাঁটতে চলেছে গানার্সরা। ফুটবলারদের দ্রুত সুস্থ করে তুলতে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার প্রযুক্তি ও গবেষণার সাহায্য নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে লন্ডনের ক্লাবটি। ফুটবলের রিহ্যাব প্রক্রিয়ায় এবার কাজে লাগতে পারে মহাকাশবিজ্ঞান! আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতার কাছে ফুটবলারদের চোট-আঘাত নতুন কোনও সমস্যা নয়। গত কয়েক মরশুমে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে একাধিক নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়কে হারাতে হয়েছে তাঁকে। যার প্রভাব পড়েছে দলের পারফরম্যান্সেও। সম্প্রতি বায়ার্ন মিউনিখের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে পায়ে চোট পান ইংল্যান্ডের তারকা উইঙ্গার বুকায়ো সাকা। প্রাথমিকভাবে তাঁর প্রায় এক থেকে দেড় মাস মাঠের বাইরে থাকার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। গত দু'বছরে একাধিকবার চোটের সমস্যায় পড়েছেন এই ফুটবলার। একইভাবে সমস্যায় পড়েছেন



ফরাসি ডিফেন্ডার উইলিয়াম সালিবাও। তাঁর অনুপস্থিতি দলের রক্ষণকে দুর্বল করে দিয়েছে। এমনকী ২০২২-২৩ মরশুমে সালিবার চোটের কারণে অনুপস্থিতিকে প্রিমিয়ার লিগের খেতাব হাতছাড়া হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন আর্তেতা। গ্রিক উইঙ্গার ক্রিস্টোস টোলিসও জাতীয় দলের হয়ে খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন। প্রায় এক মাস মাঠের বাইরে থাকার পর ফিরেছেন তিনি। এর পাশাপাশি জুরেন টিম্বার এবং গ্যাব্রিয়েল জেসাসের মতো ফুটবলাররাও বিভিন্ন সময়ে চোটের সমস্যায় ভুগেছেন। এই পরিস্থিতিতে ফুটবলারদের ফিটনেস ধরে রাখতে বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর্সেনাল। আর সেই পরিকল্পনায় যুক্ত হতে পারে নাসার মহাকাশ গবেষণার অভিজ্ঞতা। বিশেষ করে মহাকাশচারীদের শারীরিক সক্ষমতা, পেশি ও হাড়ের পরিবর্তন এবং পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া নিয়ে নাসার দীর্ঘদিনের গবেষণাকে কাজে লাগাতে চায় ক্লাবটি। কিন্তু মহাকাশের সঙ্গে ফুটবলের সম্পর্ক কোথায়? আসলে মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম অনুভূত হয়। দীর্ঘদিন এমন পরিবেশে থাকার ফলে মহাকাশচারীদের পেশি ও হাড়ের উপর বিশেষ প্রভাব পড়ে। তাঁদের শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে মহাকাশযাত্রার আগে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মহাকাশে থাকার সময় এবং পৃথিবীতে ফিরে আসার পরও নিয়মিত তাঁদের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল স্পেস ফিজিওলজি বা মহাকাশ শারীরবিদ্যা। আর্সেনালের পরিকল্পনা, নাসার এই গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করে ফুটবলারদের রিহ্যাব প্রক্রিয়াকে আরও উন্নত করা। বিশেষ করে এসিএল বা হাঁটুর লিগামেন্টে গুরুতর চোট পাওয়া খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে কোন পর্যায়ে কতটা শারীরিক চাপ দেওয়া উচিত, কতটা ওজন নিয়ে ব্যায়াম করা নিরাপদ এবং কীভাবে ধীরে ধীরে পেশির শক্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব, সেই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য কাজে লাগানো হতে পারে। শুধু নাসা নয়, প্রযুক্তির সাহায্য নিতে অ্যাপল এবং গুগলের সঙ্গেও কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে আর্সেনালের। অ্যাপলের প্রযুক্তির মাধ্যমে ফুটবলারদের অনুশীলন, শারীরিক সক্ষমতা এবং রিহ্যাবের তথ্য বিশ্লেষণ করা হবে। অন্যদিকে গুগলের ডেটা অ্যানালিটিক্স ব্যবহার করে খেলোয়াড়দের চোটের ধরন ও পুনরাবৃত্তির প্রবণতা চিহ্নিত করার লক্ষ্য রয়েছে। অর্থাৎ শুধু চোট পাওয়ার পর চিকিসা নয়, কোন ফুটবলার কখন চোটের ঝুঁকিতে রয়েছেন, সেটাও আগেভাগে বোঝার চেষ্টা করবে ক্লাব। এর ফলে অনুশীলনের চাপ নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্রাম দেওয়ার পরিকল্পনা আরও নিখুঁত হতে পারে।

সব মিলিয়ে ফুটবলারদের ফিট রাখতে প্রযুক্তি ও মহাকাশবিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটাতে চাইছে আর্সেনাল। আর্তেতার এই পরিকল্পনা সফল হলে ভবিষ্যতে ফুটবলের রিহ্যাব ও স্পোর্টস সায়েন্সের ক্ষেত্রে খুলে যেতে পারে নতুন দিগন্ত। তবে নাসার গবেষণার সাহায্য বাস্তবে কতটা কার্যকর হয়, তার উত্তর দেবে আগামী দিনের মাঠের পারফরম্যান্সই।


</ant